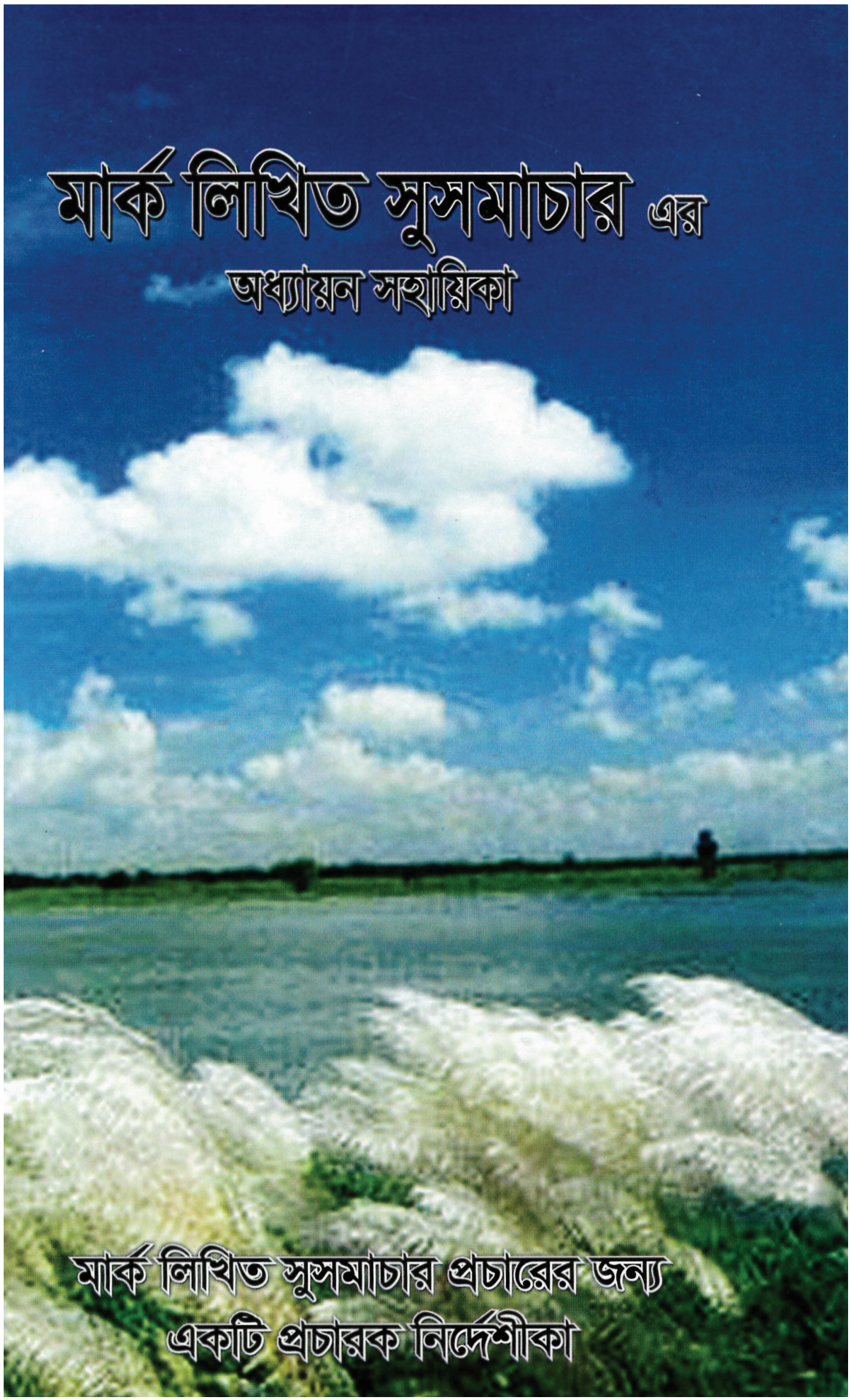
মার্ক লিখিত সুসমাচার এর
অধ্যায়ন সহায়িকা
মার্ক লিখিত সুসমাচার প্রচারের জন্য
একটি প্রচারক নির্দেশীকা

মার্ক লিখিত সুসমাচার এর

অধ্যায়ন সহায়িকা

মূল ঃ টম কেলবী

অনুবাদ ঃ ইসহাক এম, সমদ্দার

মার্ক লিখিত সুসমাচার প্রচারের জন্য একটি প্রচারক নির্দেশীকা

Hands to the PLOW
MINISTRIES
হ্যান্ডস্ টু দ্যা প্লাউ
মিনিস্ট্রিজ

প্রথম প্রকাশনা ২০১৪ (ইংরেজী ও বাংলা)
দ্বিতীয় প্রকাশনা ২০১৫ (বাংলা)
২৫০০ কপি

সর্বসত্ত্ব সংগৃহীত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যাতিত এই প্রকাশনার আংশিক বা সম্পূর্ণ পুনঃমুদ্রায়ন, পুনরুদ্ধার যোগ্য পদ্ধতিতে সংরক্ষণ বা অন্য কোন পদ্ধতি যথা ইলেকট্রনিক, ম্যাকানীকাল, ফটোকপি ও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে প্রেরণ বা সংরক্ষণ করা যাবে না।

অবদানে

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা : **বিশপ, ড. এলবার্ট পি, মৃধা**
চেয়ারম্যান-এফ, সি, সি, বি

পাঠ বিন্যাস : **টম কেলবী**
পালক, কর্নারস্টোন খ্রীষ্টিয়ান চার্চ, স্পুনার, ডব্লু আই, ইউ এস এ

অনুবাদ তত্ত্বাবধায়ক : **বব ম্যাক্কয়**
প্রেসিডেন্ট - ভেসেল অব মার্সি মিনিষ্ট্রি, ফেয়ার হ্যাভেন, এম আই, ইউ এস এ

অনুবাদক : **ইসহাক এম, সমদ্দার**
কোঅর্ডিনেটর
চার্চ রিলেশনস্ এন্ড রিপোর্টিং, এফ সি সি বি

প্রচ্ছদ : **সংগৃহীত**

প্রকাশক : **ফ্রী খ্রীষ্টিয়ান চার্চেস্ অব বাংলাদেশ**

মুদ্রণ : **ডট প্রিন্টার্স**
৯৩ আরাম, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

প্রাপ্তিস্থান : এফসিসিবি হাউজ, ৩৯/১ ইন্দিরারোড, পশ্চিম রাজাবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫।

সূচীপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	৭
ভূমিকা	৮
লেখকের বাণী	৯
মার্ক ১ অধ্যায়	১১
মার্ক ২ অধ্যায়	২৭
মার্ক ৩ অধ্যায়	৩৫
মার্ক ৪ অধ্যায়	৪৩
মার্ক ৫ অধ্যায়	৫৩
মার্ক ৬ অধ্যায়	৬২
মার্ক ৭ অধ্যায়	৭৫
মার্ক ৮ অধ্যায়	৮১
মার্ক ৯ অধ্যায়	৯০
মার্ক ১০ অধ্যায়	১০০
মার্ক ১১ অধ্যায়	১১১
মার্ক ১২ অধ্যায়	১১৮
মার্ক ১৩ অধ্যায়	১২৫
মার্ক ১৪ অধ্যায়	১৩৫
মার্ক ১৫ অধ্যায়	১৪৮
মার্ক ১৬ অধ্যায়	১৫৬

মুখবন্ধ

রেভা: টম কেলবী কর্তৃক মার্ক লিখিত সুসমাচার এর পাঠ সহায়িকা পুস্তিকা প্রভুর কার্যকারী এবং বিশ্বাসীদের অত্যন্ত উপকারে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি। রেভা: টম কেলবী এর সাথে আমার ৩ বৎসর এর পরিচয়। তিনি সুদীর্ঘ প্রায় ৩০ বৎসর প্রভুর কাজের পরিচর্য্যার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত এবং নিবেদিত প্রাণ হিসাবে কাজ করছেন। সেই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাইবেল স্কুলে ও কলেজে শিক্ষা প্রদান করছেন। রেভা: টম কেলবীর লেখা বেশ কয়েকটি বই রয়েছে যা প্রভুর কার্য্যের পরিচর্য্যাকারীদের আত্মীক জ্ঞান লাভে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে রেভা: টম কেলবীর কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি তার লিখিত এই পাঠ সহায়িকা বাংলা ভাষাভাষী প্রভুর কার্যকারীদের এবং প্রতিটি বিশ্বাসীর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য বাংলায় ছাপানোর অনুমতি প্রদান করেছেন।

পাঠ সহায়িকাটি সাহায্যকারী পুস্তক হিসাবে পরিচর্য্যাকারী ও বিশ্বাসীবর্গের কাজে আসলে আমাদের এ প্রকাশনা স্বার্থক হবে।

বিশপ ড: এলবার্ট পি. মৃধা
চেয়ারম্যান
ফ্রি খ্রীষ্টিয়ান চার্চেস অব বাংলাদেশ
ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দ

ভূমিকা

মার্ক লিখিত সুসমাচার প্রত্যেক জাতি, গোষ্ঠি ও ভাষাবাদী মানুষের জন্য ঈশ্বরের উপহার। সকল ধর্মের লোকদের জন্য এটি একটি উপহার। এটি সমাজের সকল শ্রেনীর ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে মানুষের জন্য একটি উপহার। এটি সমাজের উচ্চ শিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত সকলের জন্য উপহার। এটি যারা ভাল জীবন যাপন করতে চেষ্টা করছে তাদের এবং যারা পাপময় জীবন যাপন করেছে উভয়ের জন্য উপহার। মার্ক লিখিত সুসমাচার সকলের জন্য।

এই পুস্তকে মার্ক যীশুর বিষয়ে বর্ণনা করেছেন এবং যারা তার সঙ্গে চলেছে ও কথা বলেছে তাদের কথা বলেছেন। যীশু যে অলৌকিক কাজ করেছেন তার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। এই অলৌকিক কাজ সমূহ হচ্ছে চিহ্ন কাজ, যে যীশুই রাজা যিনি ঈশ্বর কতৃক প্রেরিত হয়েছেন লোকদেরকে তাদের পাপ ও মৃত্যু থেকে রক্ষা করবার জন্য। (দেখুন যোহন ২০:৩০-৩১পদ)।

মার্ক লিখিত সুসমাচারে কিছু লোক তারা যীশুতে বিশ্বাস করেছেন। তিনি যে অলৌকিক কাজ করেছেন তা তারা দেখেছেন এবং বুঝেছেন যে, তিনি ঈশ্বর কতৃক প্রেরিত হয়ে এসেছেন। তারা তাকে অনুসরণ করতে তাদের পুরাতন জীবন ত্যাগ করেছেন। যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান এবং তাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপহার জীবনে পেয়েছে। মার্ক সুসমাচারে অন্য লোকেরা যারা যীশুতে বিশ্বাস করেনি তারা তাদের পুরাতন জীবন ত্যাগ করেনি ও তারা অনুসারীও হয়নি। তারা ঈশ্বরের এ অনুগ্রহের উপহারের জীবন প্রত্যাক্ষাণ করেছে।

এ সকল ঘটনাই সত্য। মার্ক সুসমাচারের প্রতিটি শব্দ ঈশ্বর নিশ্বঃসিত যেনে লোকেরা যীশু খ্রীষ্টকে জানে, ভালবাসে এবং অনুসরণ করে। (দেখুন ২ তিমথীয় ৩:১৬-১৭পদ)।

মার্ক লিখিত সুসমাচারের পুরাতন নিয়মের অনেক উদ্ধৃতী ব্যবহৃত হয়েছে। পুরাতন নিয়মের এই উদ্ধৃত পদ সমূহে প্রমাণ করেছে এই শাস্ত্রাংশ একই ঘটনা বর্ণনা করছে, যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার।

মার্ক সুসমাচার লিখিত হয়েছে যেন, যারা এই বাক্য শোনে তারা গভীর ভাবে তাদের নিজেদের প্রয়োজন এবং যীশু খ্রীষ্টের মহত্বের কথা ভাবে। তিনি এই ভগ্ন জগতে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপহার। তিনি সেই রাজা যিনি মানুষকে পাপ ও মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে এসেছেন। সকল গৌরব এই মহান, রাজার প্রতি বর্তুক।

টম কেলবী ও বব ম্যাক্কয়
আগোষ্ট, ২০১৪

লেখকের বাণী

প্রিয় পাঠক,

আমাদের প্রার্থনা এই যে, এই সাময়িকাটি আপনার জন্য বিশেষ সহায়ক হোক যেন মার্ক লিখিত সুসমাচারের যে বিস্ময়কর সত্য নিহীত রয়েছে তা পাঠ ও বিবেচনা করতে সমর্থ হন। তদুপরি আমরা প্রার্থনা করি যে, অন্যদের কাছে সুসমাচারের সত্য প্রচারে এই সহায়িকাটি আপনাকে সাহায্য করুক। যে কারণেই এই বইটিকে বলা হয় "মার্ক লিখিত সুসমাচার প্রচারের জন্য একটি প্রচারক নির্দেশনা"। সুসমাচার হচ্ছে সু-সংবাদ যা অবশ্যই প্রচারিতব্য।

সুসমাচারের পদ সমূহ নির্ভুল। এই সহায়িকা যদিও নির্ভুল নয়। আমি নিশ্চিত যে, মার্ক যে সত্য সমূহ নিশ্চিত ভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার কোন কোন সত্য এতে ধরা পরেছে। এই সহায়িকার যে দূর্বলতা সমূহ দৃশ্যমান তা খ্রীষ্টের আত্মা তার অপার অনুগ্রহে উত্তরোন ঘটান এবং আপনি যখন এই বইটি পাঠ করেন তখন আপনাকে সমস্ত সত্যে চালিত করুন।

টম কেলবী
আগষ্ট ২১, ২০১৪

কি ভাবে এই সহায়িকাটি ব্যাবহার করতে হবে

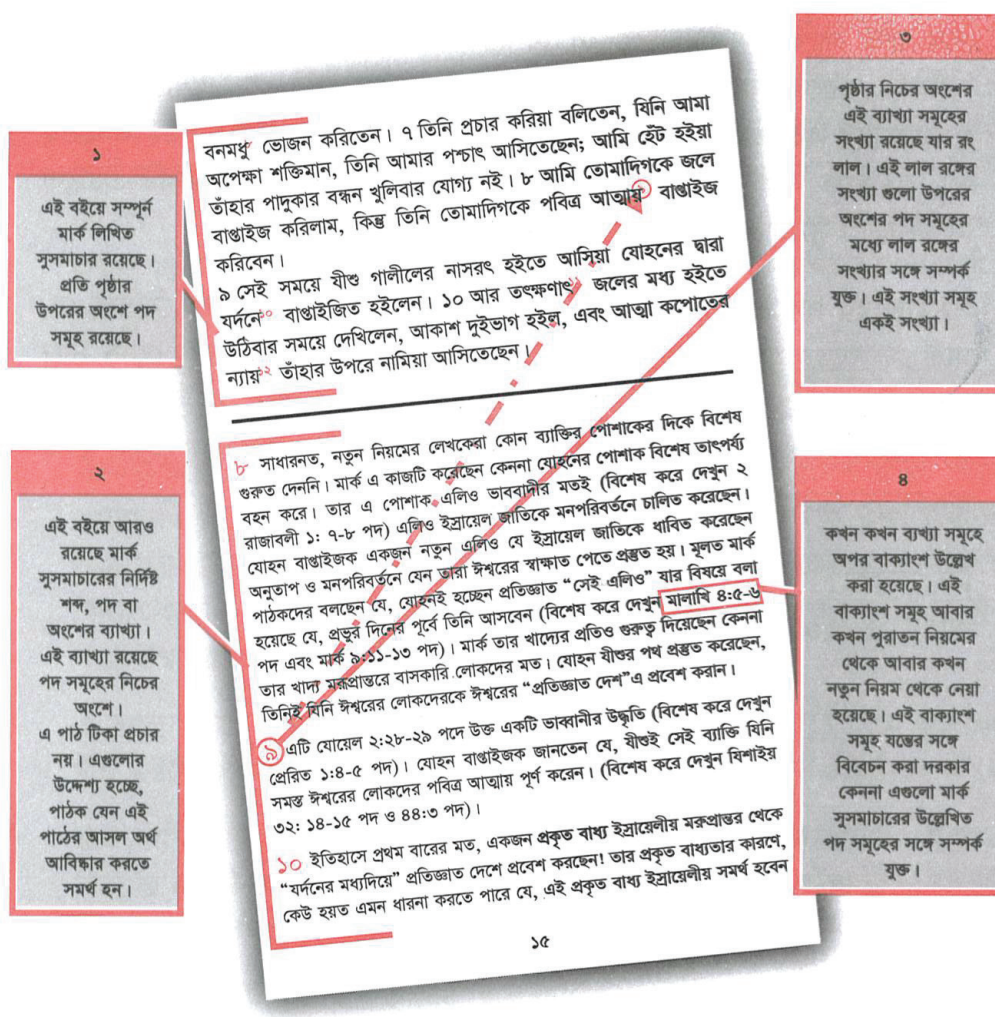

মার্ক ১ অধ্যায়

১ যীশু খ্রীষ্টের[৩] সুসমাচারের[২] আরম্ভ[১]; তিনি ঈশ্বরের পুত্র[৪] ।

---

১ আদি পুস্তক এর সূচনা হয়েছে ঈশ্বরকে নিয়ে এবং সেখানে তার সৃষ্টির বর্ণনা করা হয়েছে। মার্কে খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের নতুন সৃষ্টি সম্পর্কিত সুসমাচার প্রকাশিত হয়েছে। যা হোক, মার্ক কেবলই হচ্ছে খ্রীষ্টের জীবনাবলীর শুরু। যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার আজ প্রচারিত হচ্ছে এবং অনন্তকালে প্রবেশ পর্যন্ত প্রচারিত হবে।

২ সুসমাচার হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সর্ম্পকিত সু-খবর। দেখুন মার্ক ১:১৪-১৫ পদ; ৮: ৩৫ পদ; ১০:২৯ পদ; ১৩:১০ পদ; ১৪:৯ পদ; ১৬:১৫ পদ; আরও দেখুন রোমীয় ১:১-৪ পদ; ১:১৬-১৭ পদ, এবং ১ করিন্থীয় ১৫:১-৬ পদ।

৩ ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজার একটি উপাধি হচ্ছে খ্রীষ্ট। এটি মোশিহ শব্দের অনুবাদ (দেখুন যোহন ১:৪১পদ)। সুসমাচারের একদম শুরুতেই মার্ক ঘোষণা করেছেন যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজা। খ্রীষ্ট এই উপাধিটি মার্ক পুনরায় ব্যবহার করেননি যতক্ষন না পিতর (মার্ক ৮:২৯পদ) অনুযায়ী ঘোষণা করেছেন যে যীশুই খ্রীষ্ট। আরও দেখুন ৯:৪১পদ, ১২:৩৫পদ, ১৩:২১পদ, ১৪:৬১পদ এবং ১৫:৩২ পদ।

৪ মার্ক সুসমাচারে "ঈশ্বরের পুত্র" উপাধিটি তিন বার ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও এই সংখ্যাটি ক্ষুদ্র তথাপি এটি সুস্পষ্ট যে মার্ক এই পদবীটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি এটি করেছেন পুস্তকের শুরুতে এটি ব্যবহার করে (১:১পদ) এবং একদম পুস্তকের শেষে ব্যবহার করে (১৫:৩৯পদ)। পুস্তকের শুরু ও শেষে উপাধিটি ব্যবহার করে মার্ক দেখিয়েছেন যে, এই পুস্তকটি ঈশ্বর পুত্রের কথাই বর্ণনা করছে।

"ঈশ্বর পুত্র (১:১পদ) উপাধিটির প্রথম ব্যবহার এক ভাবে বলা যায় যে সম্পূর্ণ পুস্তকটির সংক্ষিপ্ত সার। মার্ক যীশুর সম্পর্কে তার পাঠকদের যা কিছু জানাতে চান সে সকলের সংক্ষিপ্ত সার বলা যায় "ঈশ্বর পুত্র" পদবীটি।"ঈশ্বরের পুত্র" পদবীটির দ্বিতীয় ব্যবহারটি পাওয়া যায় মার্ক ৩:১১ পদে। এই পদবীতে মার্ক উল্লেখ করেছেন যে, মন্দ আত্মারাও ঘোষণা করছে যে, যীশুই "ঈশ্বরের পুত্র"। যীশু মন্দ

আত্মাদেরকে জনসাধারনের সামনে ব্যবহার করতে অনুমোদন দেননি (দেখুন মার্ক ৩:১২পদ)। যদিও এটা তাৎপয্যপূর্ণ যে, যদিও যীশু চাননি যে মন্দ আত্মারা জনসাধারনের মাঝে এ পদবী ব্যবহার করুক তথাপি মার্ক চেয়েছেন যে তার পাঠকেরা জানুক যে, মন্দআত্মারা চিনতে পেরেছে যে যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। মার্ক চেয়েছেন যে তার পাঠকেরা বুঝুক যে ঈশ্বরের শত্রুরাও চিনতে পারছে যে যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। "ঈশ্বরের পুত্র " পদবীটির তৃতীয় ও চূড়ান্ত ব্যবহার হচ্ছে রোমীয় শতপতির দ্বারা যে যীশুর মৃত্যু অবলোকন করেছেন (দেখুন ১৫:৩৯পদ)। এটি বিস্মিত হওয়ার মত বিষয় যে, শতপতি যীশুর উদ্দেশ্যেই এই পদবী ব্যবহার করেছেন। সর্বোপরি সে একজন পরজাতি "পাপী" যে যীশুর মৃত্যু নিরীক্ষণ করেছে। যা হোক, শতপতি এই পদবীটি ব্যবহার করেছেন সুসমাচারে নিহীত মহিমায় সত্যকে প্রাধান্য দিতে। এই পদে আমরা দেখি যে, একজন পাপী যে, যীশুর মৃত্যু স্বযত্নে নিরীক্ষণ করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, যীশু ঈশ্বরেরই পুত্র। এই শতপতি হচ্ছে যারা খ্রীষ্টের কাছে আসে তাদের সকলের প্রতিচ্ছবি। আমরা সকলেই আমাদের পাপের কারণে যীশুর ক্রুশারোপনের অবংশ। আমাদের সকলেরই ঐ শতপতির মত যীশুর মৃত্যুকে স্বযত্নে নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারা দরকার যে যীশুই হচ্ছেন ঈশ্বরের পুত্র।

"ঈশ্বরের পুত্র" পদবীটি অন্তত তিনটি সত্যের বিষয়ে প্রাধান্য দেয়। ১) যীশুই একমাত্র ব্যক্তি যার উপর পিতা ঈশ্বর তার সমস্ত ভালবাসা, অনুগ্রহ ও অর্শিবাদ ঢেলে দিয়েছেন। ২) যেভাবে একজন সাধারন পুত্র তার জাগতিক পিতার প্রতিবিম্ব ঠিক সে ভাবেই "ঈশ্বরের পুত্র" পদবীটির অর্থ বোঝাচ্ছে যে, যীশু হচ্ছেন পিতা ঈশ্বরের সকল প্রতিবিম্ব (দেখুন যোহন ১:১৮৭পদ)। ৩) যীশুই রাজা যাকে ঈশ্বর তার লোকদের উপরে রাজত্ব করতে বেছে নিয়েছেন (এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি গীত ২ অধ্যায় এবং শমূয়েল ৭:১-১৭পদে "পুত্র" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজার উদ্দেশ্যে।)

২ যিশাইয় ভাববাদীর[f] গ্রন্থে যেমন লেখা আছে, "দেখ, আমি আপন
দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করি; সে তোমার পথ প্রস্তুত করিবে।
৩ প্রান্তরে এক জনের রব, সে ঘোষণা করিতেছে,
তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর,

তাঁহার রাজপথ সকল সরল কর;"[৬]

৪ তদনুসারে যোহন উপস্থিত হইলেন, ও প্রান্তরে বাপ্তাইজ করিতে লাগিলেন, এবং পাপমোচনের জন্য মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।[৭]

৫ তাহাতে সমস্ত যিহূদিয়া দেশ ও যিরূশালেম নিবাসী সকলে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল;

---

৫ মার্ক সুসমাচারে পুরাতন নিয়মের ব্যাবহৃত উদ্ধৃতির এক চতুর্থাংশই যিশাইয় পুস্তকের উদ্ধৃতি। এটা সহজবোধ্য যে, মার্ক, সুসমাচার লেখার সময় যিশাইয়র কথা ভাবছিলেন। তিনি যিশাইয় পুস্তকের উদ্ধৃতি ব্যাবহার করেছেন কেননা যিশাইয় একটি "দ্বিতীয় যাত্রা" এর বিষয়ে ভাববানী করেছেন, যখন একজন "নতুন মশি" আসবেন এবং ঈশ্বরের লোকদেরকে ঈশ্বরের নিরুপিত স্থানে নিয়ে যাবেন। (বিশেষ করে দেখুন দ্বিতীয়-বিবরণী ১৮: ১৫-১৯ পদ যেখানে মশি ভাববানী করেছেন যে, তার মতই একজন নতুন ভাববাদীর আগমন ঘটবে। বারবার যিশাইয় পুস্তকের উদ্ধৃতি ব্যাবহারের মাধ্যমে মার্ক দেখিয়েছেন যে, যীশু যিশাইয়র ভাববানী সমূহ পূর্ণ করেছেন। তিনি ঈশ্বরের লোকদের ঈশ্বরের স্থানের দিকে পরিচালিত করছেন। মশির মতই তিনি ঈশ্বরকে সামনাসামনি দেখন। মশি ভিন্ন, যীশু কখনই কোন পাপ করেননি, সেকারণেই তিনি "মরুপ্রান্তরে" ছড়ান অবস্থা থেকে "যর্দন" এর একদিক থেকে অন্যদিকে এবং "প্রতিজ্ঞ্যাতদেশে" ঈশ্বরের লোকদেরকে (খ্রীষ্টে বিশ্বাসী লোক) পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন।

৬ এ উদ্ধৃতি সমূহ পুরাতন নিয়মের আদি ২৭:৭পদ, যাত্রা ২৩:২০পদ, যিশাইয় ৪০:৩পদ এবং মালাখী ৩:১পদ থেকে নেয়া হয়েছে। এ তিনটি পদই অত্যান্ত মনযোগের সঙ্গে পাঠ করা প্রয়োজন। যাত্রা পুস্তকে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে বল্লেন যে তিনি, তাদের পাহারা দিতে এবং তাদের জন্য তিনি যে দেশ নিরুপন করেছেন সেখানে নিয়ে যেতে তাদের সামনে "স্বর্গদূত" পাঠাচ্ছেন। স্বর্গদূতের দায়ীত্ব হল ঈশ্বরের লোকদেরকে (তিনিযে) ঈশ্বরের উত্তম দেশে নিয়ে যাওয়া। এটি একটি প্রথম যাত্রাকে নির্দেশকারী উদ্ধৃতি। ঈশ্বরের লোকেরা যদি তার বাধ্য হয় তবে তারা ঈশ্বরের স্থানে থাকতে পারবে। যদিও, ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের উত্তম দেশে থাকতে পারেনি কেননা তারা তার বাধ্য থাকেনি ও অন্যান্য দেবতাদের আরাধনা

করেছে। আদম ও হবার মত একই কারণে ইশ্বরের উপস্থিতি থেকে বিতারিত হয়েছে এবং পৃথিবীতি ছড়িয়ে পরেছে (এটি দ্বিতীয়-বিবরণী ৪:১৫-৩১ পদ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু "সুসমাচার" হল এই যে, ঈশ্বর তার লোকদেরকে পরিত্যাগ করেননি। তার মহানুগ্রহের কারণেই ঈশ্বর তার লেকদের তার কাছে ফিরিয়ে নেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন (বিশেষ করে দেখুন দ্বিতীয়-বিবরণী ০৪: ১৫-৩১পদ) আর একটি "দ্বিতীয় যাত্রায়"।

যিশাইয় এবং মালাখি এই "দ্বিতীয় যাত্রা" সম্বন্ধে লিখেছেন। ঠিক প্রথম যাত্রার মতই এক জন দূত ঈশ্বরের লোকদেরকে সাহায্য করবে, ঈশ্বরের উত্তম স্থানে পৌছানর আগে। এ দূতের দায়ীত্ব হল ঈশ্বরের লোকদেরকে মনপরিবর্তনে পরিচালিত করা (বিশেষ করে দেখুন মালাখি ৪:৫-৬ পদ) এভাবে যেন তারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেতে প্রস্তুত হয় এবং তারা যেন তার সঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। মার্ক ১:১-৮ পদ আমাদেরকে বলে যে, যোহন বাপ্তাইজক হচ্ছেন সেই দূত যার কথা যিশাইয় ৪০ও মালাখি ৩ এ ভাব্বানী দ্বারা বলা হয়েছে। মার্ক বিশেষত যিশাইয়র ভাব্বানী উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহারের মাধ্যমে তার পাঠকদেরকে সংকেত দিচ্ছেন যে, যেন তারা যিশাইয় ৪০ অধ্যায়ে যে দূতের আগমনের কথা বলা হয়েছে সে বিষয়ে মনযোগী হন। এটি কোন দূরঘটনা না যে "সুসমাচার" শব্দটি যিশাইয় ৪০:৯ পদে দুবার ব্যাবহৃত হয়েছে। এই অধ্যায়টিই যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার সম্পর্কিত! এটা বিশেষ লক্ষনীয় যে, যিশাইয় বলেছেন, দূত "প্রভুর" (ইয়াওয়ে) পূর্বে তার পথ প্রস্তুত ও সোজা করবে। যাহোক মার্ক বলেছেন যে, এ পদ সমূহ যীশুকেই নির্দেশ করে। এ পদ সমূহ প্রকাশ করে যে, যীশু শুধু মানুষ থেকেও বেশী কিছু, মার্কের কাছে ব্যবহৃত পদ সমূহ ঈশ্বর তথা যীশুকেই নির্দেশ করে!

৭ এটা বিশেষ লক্ষনীয় যে, যোহন সমন্বয় করছেন যে পাপের ক্ষমা **যিরুশালেম মন্দিরে নয়** বরং **মরুপ্রান্তরে**। এটি একটি সূত্র যে সম্পূর্ণ নতুন কিছু ঘটতে চলেছে। এটি, এরও সূত্র যে ঈশ্বর নতুন যা করতে চলেছেন যিরুশালেম মন্দির তার অবংশ নয়।

আর আপন আপন পাপ স্বীকার করিয়া যর্দন নদীতে তাঁহার দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল। ৬ সেই যোহন উটের লোমের কাপড় পরিতেন, তাঁহার কটিদেশে চর্ম পটুকা ছিল, এবং তিনি পঙ্গপাল ও

বনমধু[৮] ভোজন করিতেন। ৭ তিনি প্রচার করিয়া বলিতেন, যিনি আমা
অপেক্ষা শক্তিমান, তিনি আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন; আমি হেঁট হইয়া
তাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিবার যোগ্য নই। ৮ আমি তোমাদিগকে জলে
বাপ্তাইজ করিলাম, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মায়[৯] বাপ্তাইজ
করিবেন।
৯ সেই সময়ে যীশু গালীলের নাসরৎ হইতে আসিয়া যোহনের দ্বারা
যর্দনে[১০] বাপ্তাইজিত হইলেন। ১০ আর তৎক্ষণাৎ[১১] জলের মধ্য হইতে
উঠিবার সময়ে দেখিলেন, আকাশ দুইভাগ হইল, এবং আত্মা কপোতের
ন্যায়[১২] তাঁহার উপরে নামিয়া আসিতেছেন।

---

৮ সাধারনত, নতুন নিয়মের লেখকেরা কোন ব্যাক্তির পোশাকের দিকে বিশেষ গুরুত দেননি। মার্ক এ কাজটি করেছেন কেননা যোহনের পোশাক বিশেষ তাৎপর্য্য বহন করে। তার এ পোশাক এলিও ভাববাদীর মতই (বিশেষ করে দেখুন ২ রাজাবলী ১: ৭-৮ পদ) এলিও ইস্রায়েল জাতিকে মনপরিবর্তনে চালিত করেছেন। যোহন বাপ্তাইজক একজন নতুন এলিও যে ইস্রায়েল জাতিকে ধাবিত করেছেন অনুতাপ ও মনপরিবর্তনে যেন তারা ঈশ্বরের স্বাক্ষাত পেতে প্রস্তুত হয়। মূলত মার্ক পাঠকদের বলছেন যে, যোহনই হচ্ছেন প্রতিজ্ঞাত "সেই এলিও" যার বিষয়ে বলা হয়েছে যে, প্রভুর দিনের পূর্বে তিনি আসবেন (বিশেষ করে দেখুন মালাখি ৪:৫-৬ পদ এবং মার্ক ৯:১১-১৩ পদ)। মার্ক তার খাদ্যের প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন কেননা তার খাদ্য মরূপ্রান্তরে বাসকারি লোকদের মত। যোহন যীশুর পথ প্রস্তুত করেছেন, তিনিই যিনি ঈশ্বরের লোকদেরকে ঈশ্বরের "প্রতিজ্ঞাত দেশ"এ প্রবেশ করান।

৯ এটি যোয়েল ২:২৮-২৯ পদে উক্ত একটি ভাব্বানীর উদ্ধৃতি (বিশেষ করে দেখুন প্রেরিত ১:৪-৫ পদ)। যোহন বাপ্তাইজক জানতেন যে, যীশুই সেই ব্যাক্তি যিনি সমস্ত ঈশ্বরের লোকদের পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করেন। (বিশেষ করে দেখুন যিশাইয় ৩২: ১৪-১৫ পদ ও ৪৪:৩ পদ)।

১০ ইতিহাসে প্রথম বারের মত, একজন প্রকৃত বাধ্য ইস্রায়েলীয় মরুপ্রান্তর থেকে "যর্দনের মধ্যদিয়ে" প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করছেন! তার প্রকৃত বাধ্যতার কারণে, কেউ হয়ত এমন ধারনা করতে পারে যে, এই প্রকৃত বাধ্য ইস্রায়েলীয় সমর্থ হবেন

ঈশ্বরের স্থানে থাকতে। এটিই তার ক্রুশিয় মৃত্যুকে আরও বেদনাময় করে তোলে। ঈশ্বর তার প্রকৃত বাধ্য পুত্রকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছেন! তিনি এটি করেছেন কারণ, যারা তার উপরে নির্ভর করেছে ক্রুশের উপরে যীশু তাদের সকল পাপ বহন করেছেন যেন তারা সকলেও ঈশ্বরের তার প্রকৃত বাধ্য পুত্র বলে গণিত হয় (বিশেষ করে দেখুন যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়)! তিনি এটি করেছেন যেন যীশু "অনেক ভাইদের মধ্যে প্রথমজাত হন" (রোমীয় ৮:২৯ পদ)।

১১ যখনই মার্ক যীশুর বাপ্তিস্মের বর্ণনা করেছেন, তখনই তিনি "সঙ্গে সঙ্গে" শব্দটি ব্যাবহার করতে শুরু করেন। মার্ক সুসমাচারে এই শব্দটি ৩৬ বার ব্যাবহৃত হয়েছে, সকলই যীশুর বাপ্তিস্মের পরে। যীশুর বাপ্তিস্ম যেন মহাবিশ্বে এক বিশাল পরিবর্তন সাধন করেছে। ঈশ্বরের রাজ্য যা, মনে হত (কার কার কাছে) দূর্বল ও অকার্যকর এবং তাৎপর্যহীন, হঠাৎ করেই যেন জীবনপেল। "সঙ্গে সঙ্গে" ঈশ্বরের রাজ্য প্রবল বেগে অগ্রসর হতে শুরু করল।

১২ যীশু পিতা ঈশ্বর কতৃক অভিষিক্ত ছিলেন। এ অভিষেক যীশু যে খ্রীষ্ট তার একটি স্বর্গীয় চিহ্ন। এই আকাশমন্ডল চিরে উন্মুক্ত করার উদ্ধৃতিটি যিশাইয় ৬৪:১পদ থেকে নেওয়া, যেখানে যিশাইয় ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত পরিদর্শনের জন্য তিব্র আকাঙ্খা নিয়ে, কেদে বলেন "আহা তুমি আকাশমন্ডল বিদীর্ণ করিয়া নামিয়া আইস....." এখানে আমরা দেখতে পাই যিশাইয়র কান্নার বিস্ময়কর উত্তর। ঈশ্বরের আত্মা নেমে এসে যীশুর উপর অবস্থিতি করছেন! পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ খ্রীষ্টই যিশাইয়র কান্নার উত্তর!

ঠিক একই "চিরে" শব্দটি মার্ক ১৫: ৩৮ পদে ব্যাবহৃত হয়েছে বর্ণনা করতে যে, যীশুর মৃত্যুর সময় মন্দিরের পর্দা দুভাগ হয়েছে। ঠিক একই রকম ভাবে ঐ আকাশমন্ডল চিরে উন্মুক্ত হয়েছিল এবং পবিত্র আত্মন যীশুর উপর নেমে এসে ছিলেন, যীশুর মৃত্যুর অর্থ হল যে, ঈশ্বর এবং সাধারন নারী ও পুরুষের মধ্যে যে বিভক্তি দেয়াল ছিল তা ভেঙ্গে গেছে ফলে ঈশ্বরের আত্মা তাদের উপরেও এখন অবস্থিতি করতে পারেন!

১১ আর স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, 'তুমিই আমার প্রিয়[১৩] পুত্র,[১৪] তোমাতেই আমি প্রীত'[১৫]।

১২ আর তৎক্ষণাৎ আত্মা[১৬] তাঁহাকে প্রান্তরে পাঠাইয়া দিলেন। ১৩ সেই প্রান্তরে তিনি চল্লিশ দিন থাকিয়া শয়তানের[১৭] দ্বারা পরীক্ষিত হইলেন; আর তিনি বন্য পশুদের সঙ্গে রহিলেন, এবং স্বর্গীয় দূতগণ তাঁহার পরিচর্যা করিতেন[১৮]।

---

১৩ সুসমাচার সমূহে "প্রিয়তম" উক্তিটি যীশুকে উদ্দেশ্য করে ব্যাবহৃত হয়েছে। যদিও পত্র সমূহে (নুতন নিয়মে প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণীর পরের পত্র সকল) প্রায়শই "প্রিয়তম" উক্তিটি যাদের যীশুর উপর বিশ্বাস আছে তাদেরকে বুঝাতে ব্যাবহৃত হয়েছে। অন্যভাবে বল্লে, যীশুর কাজের ফলশ্রুতিতেই আমরা ঈশ্বরের কাছে যীশুরই মত "প্রিয়তম" পুত্র ও কন্যা!

১৪ মার্ক ১:১ ও ৯:৭পদ লক্ষকরুন, আবার "পুত্র" শব্দটি গীত ২ অধ্যায়কে নির্দেশ করে যা ২ শমূয়েল ৭:১-১৭পদের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।এটা অত্যান্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ যে, যাত্রা ৪:২২ পদে ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ডাকা হয়েছে। ইস্রায়েল কখনই ঈশ্বরের বাধ্য থাকেনি সেকারণেই অনেকবার সাবধান করা ও শাস্তি দেওয়ার পরে এ অবাধ্য "পুত্র" এর নতুন নামকরন হয় " আমার লোক নয়" এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে বের করে দেওয়া হয় (দেখুন হোশেয় ১:৯পদ)। খ্রীষ্ট, ইস্রায়েলের মত নন, তিনি কখনই ঈশ্বরের অবাধ্য হন নি, তিনি সর্বদাই পিতার সন্তুষ্টিপূর্ণ ছিলেন।

১৫ এটা প্রমাণীত যে, ঈশ্বর তার "পুত্রর" জীবন অনুসন্ধান করেছেন এবং তাতে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি খুজে পেয়েছেন। সেকারণেই তিনি তার আত্মা তার উপরে ঢেলে দিয়েছেন (দেখুন যিশাইয় ৪২:১পদ)। খ্রীষ্টের ক্রুশিয় মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণে যত জন "খ্রীষ্টেতে" গণিত হয়েছেন তারা সকলেই খ্রীষ্টের সন্তুষ্টির জীবন নিজের মনে করতে পারেন!

১৬ যীশু যেমন ঈশ্বরের বাধ্যগত পুত্র, তেমনি ঈশ্বরের আত্মারও বাধ্য ছিলেন, এমনকি যখন তিনি তাকে বিপদ ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে চালিত করেছেন।

১৭ আদম ঈশ্বরের প্রথম "পুত্র", শয়তান দ্বারা প্রলোভিত হয়েছিলেন এবং এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হন। ঈশ্বরের প্রথম "পুত্র" ঈশ্বরের বাক্য যে

মঙ্গলময় ও সত্য সেটি বিবেচনা করেন নি। তিনি ঈশ্বরের সত্য বাক্য থেকে শয়তানের মিথ্যা বাক্য শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করেছেন। এ কারণেই তিনি পরিত্যাগক্ত হয়েছেন এবং ঈশ্বরের উত্তম স্থানে থাকতে পারেন নি (দেখুন আদি ৩ অধ্যায়)। মশি যখন সিনয় পর্বতে ৪০ দিন ও রাত ছিলেন (দেখুন যাত্রা ২৪:১৮পদ) তখন ইস্রায়েল, ঈশ্বরের এক জন নতুন "পুত্র" প্রলোভিত হয়েছিল। ঈশ্বরের মঙ্গলময় বাক্যের জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে বরং তারা ঈশ্বরের মঙ্গলময় বাক্য পরিত্যাগ করল এবং নিজেদের জন্য এক নতুন ঈশ্বর নির্মাণ করল (দেখুন যাত্রা ৩২:১পদ)। তাদের বিদ্রহের কারণে ইস্রায়েল খড়গাঘাতে মরছে এবং ঈশ্বর একটি মহামারি পঠিয়েছিলেন ঐ লোকদের মাঝে (দেখুন যাত্রা ৩২ অধ্যায়) কিন্তু এ ঘটনার পরেও তবুও ঈশ্বরের "পুত্র" ঈশ্বরের মঙ্গলময় বাক্যে নির্ভর করেনি। ৪০ দিনের জন্য ১২ জন প্রতিনিধিকে ইস্রায়েলিয়দের মধ্য থেকে যর্দান পার হয়ে কনান দেশ নিরীক্ষণ করার জন্য আর এক বার পাঠান হয়েছিল। এই গুপ্তচরদের মধ্যে ১০ জন মন্দ প্রতিবেদন নিয়ে এসেছিল। যেমন আদমের এদন বাগানে এবং ইস্রায়েলের সিনয় পর্বতে ইস্রায়েলিয়রা তেমনই ঈশ্বরের বাক্যকে মঙ্গলময় ও সত্য বলে বিবেচনা করেনি। বরং এই ঈশ্বর "পুত্র" গুপ্তচরদের মন্দ প্রতিবেদনই গ্রহণ করেছিল আর সে কারণেই ৪০ বৎসর তাদের মরুপ্রান্তরে ঘুরতে হয়েছিল। তারা ঈশ্বরের উত্তম দেশে প্রবেশ করতে পারেনি (দেখুন গণনা ১৩ অধ্যায়)। রাজা শৌল ৪০ দিন গলিয়াতের দ্বারা প্রলোভিত হয়েছিল (দেখুন ১ম শমূয়েল ১৭;১৬ পদ)। সে ঈশ্বরের বাক্যের উপর নির্ভর করেনি। সে গলিয়াতকে ভয় করত (দেখুন ১ম শমূয়েল ১৭;১১ পদ)। সে ঈশ্বরের লোকদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তার পরীক্ষায় সে ব্যর্থ হয়েছিল। এলিও ভাববাদী যখন ইস্রায়েলের দ্বারা প্রলভিত হয়েছিল তখন সে ৪০ দিন মরুভূমিতে পালিয়ে ছিল। সেও তার পরীক্ষাতে ব্যর্থ হয়েছিল (দেখুন ১ম রাজাবলী ১৯ অধ্যায়)। তার সাফল্যের জন্য অন্য আর একজন ভাববাদীকে পাঠান হয়েছিল। সেখানে কি কখন কোন ঈশ্বরের পুত্র ছিল যিনি পরীক্ষার সময়ে ঈশ্বরের বাক্যের উপর বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটিয়ে ছিল? যীশু সত্যিকারের ঈশ্বরের "পুত্র" তার পরীক্ষাতে ব্যর্থ হননি। তিনি যেমন ভাবে প্রলোভিত হয়েছেন তেমন ভাবে আর কোন মানুষ কখন প্রলোভিত হয়নি, তথাপি তিনি তার পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের উপর তার নির্ভরতা ও ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি তার ভালবাসার প্রতিফলন করে দেখিয়েছেন। রাজা দায়ুদ খ্রীষ্টের একটি ছোট প্রতিকৃতি। যখন দায়ুদ গোলিয়াতের দ্বারা প্রলোভিত হয়েছেন তখন আত্মাতে অভিষিক্ত ইস্রায়েলের রাজা দায়ুদ গোলিয়াতের মুখমুখি হয়ে তাকে জয় করেছেন। তাৎপর্য্যপূর্ণ ভাবে যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরে, যীশু যখন ৪০

দিন যাবৎ তাদেরকে দর্শন দিয়েছেন তখন প্রেরিতেরা "পরীক্ষিত" হয়েছেন (দেখুন প্রেরিত ১;৩পদ) তারা কি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে? তারা কি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করবেন? তারা এত সন্দেহ করেনি যে যীশু জীবিত আছেন কিন্তু প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে। যেমন বর্ণীত হয়েছে যে, বিশ্বাসে কাজ নির্ভর করে যা তারা দেখেছে তার উপর, কারণ যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান এবং যেহেতু প্রেরিতরা "খ্রীষ্টে" আছে, এক নতুন ধরনের মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, এক নতুন মানুষ যারা তাদের ত্রাণকর্তার মতন পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম।

১৮ খ্রীষ্ট যেহেতু প্রকৃত "ঈশ্বরের পুত্র" যিনি সর্বদা ঈশ্বরের রব শোনেন, ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য লাভ করেন (তার স্বর্গদূত দ্বারা) এবং শয়তানকে জয় করতে সমর্থ আছেন। এখানে ভাবনার উদয় হয় যে, মার্ক চেয়েছেন যে তার পাঠকেরা গীত ৯১ অধ্যায় নিয়ে ভাবেন (এই গীত শয়তান উদ্ধৃত করেছে মথি ৪;৬ পদ এবং লূক ৪;১০-১১ পদ)। গীত ৯১ রচিত হয়েছে ঈশ্বরের পুত্রকে তার প্রতিজ্ঞাত পরিচর্য্যা দেখাতে। কারণ ঈশ্বরের "পুত্র"র, "পুত্ররা" আছে যারা তার সামনে উপস্থিত হয়েছে, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেছে (দেখুন গীত ৯১;২ পদ) ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তাকে মন্দতা থেকে রক্ষা করবেন এবং আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, সে পরাজিত হবে না বরং সমস্ত মন্দতাকে জয় করবে। "তুমি সিংহ ও সর্পের উপর পা দিবে, তুমি যুবসিংহ ও নাগকে পদতলে দলিবে (দেখুন গীত ৯১;১৩ পদ)। এই যে সাপ (শয়তান) কে চুর্ণ করা হচ্ছে আদি ৩;১৫ পদে খ্রীষ্টকে নিয়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতিধ্বনি। "আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।" খ্রীষ্টই হচ্ছেন তিনি যিনি শয়তানের মস্তক চূর্ণ করেছেন। ঈশ্বরের প্রকৃত "পুত্র" হিসেবে ৯১ গীতে যেমন বলা আছে নাগকে (শয়তান) পদতলে দলিবে তেমন করতে তিনি সমর্থ। তিনি এই কাজটিই করেছেন যখন তিনি ক্রুশে মরেছেন তখন (দেখুন কলসিয় ২;১৫ পদ)। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, **ইতিমধ্যে** খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে খ্রীষ্টের পূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়েছে যদিও এই বিজয়ের সকল উদ্দেশ্য অর্জিত **"হয়নি এখনও"**।

১৪ আর যোহন কারাগারে সমর্পিত হইলে পর যীশু গালীলে আসিয়া
ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘কাল সম্পূর্ণ হইল,
ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল[১৯];
১৫ তোমরা মন ফিরাও, ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।’
১৬ পরে গালীল[২০] সমুদ্রের তীর দিয়া যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন,
শিমোন ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয় সমুদ্রে জাল ফেলিতেছেন, কেননা
তাঁহারা মৎস্যধারী ছিলেন। ১৭ যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার
পশ্চাৎ আইস, আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী[২১] করিব। ১৮ আর
তৎক্ষণাৎ তাঁহারা জাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন।
১৯ পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও তাঁহার
ভ্রাতা যোহনকে দেখিলেন; তাঁহারাও নৌকাতে ছিলেন, জাল
সারিতেছিলেন। ২০ তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে ডাকিলেন, তাহাতে
তাঁহারা আপনাদের পিতা সিবদিয়কে বেতনজীবীদের সঙ্গে নৌকায়
পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন[২২]।

২১ পরে তাঁহারা কফরনাহূমে প্রবেশ করিলেন, আর তৎক্ষণাৎ তিনি
বিশ্রামবারে সমাজ গৃহে গিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। ২২ তাহাতে
লোকে তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত হইল, কারণ তিনি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির
ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, অধ্যাপকদের ন্যায় নয়।

---

১৯ ঈশ্বরের রাজ্য আর্শিবাদের রাজ্য, ঈশ্বরের রাজা (দেখুন ২ শমূয়েল ৭:১২-১৩ পদ) কতৃক শাসিত এবং ঈশ্বরের লোকদের অধীকৃত। ঈশ্বরের রাজ্যের নাগারিক তারাই যারা পাপ স্বীকার করে অনুতপ্ত এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাসী (এর সারসংক্ষেপ রয়েছে প্রেরিত ২;৩৮ পদে)। যীশু শব্দটি এখানে দানিয়েল এর অনেক গুলো ভাববানীর প্রতিধ্বনি করে, “ঐ সব রাজাদের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এমন একটা রাজ্য স্থাপন করবেন যেটা কখনও ধ্বংশ হবে না কিম্বা অন্য লোকদের হাতে যাবে না। সেই রাজ্য ঐ সব রাজ্যগুলোকে চূরমার করে শেষ করে দেবে কিন্তু সেই রাজ্যটা নিজে চিরকাল থাকবে”। (দানিয়েল ২:৪৪ পদ) এবং “....এর পর থেকে ঈশ্বরের লোকেরা রাজত্ব করতে লাগলেন” (দানিয়েল ৭:২২ পদ)। যীশু ঘোষণা

করছেন যে, পুরাতন নিয়মে যে প্রতিজ্ঞাত রাজ্যের কথা বলা হয়েছে তার আগমনের কারণে সে রাজ্যের প্রকাশের সময় হয়েছে। আবার এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈশ্বরের রাজ্য খ্রীষ্টের মধ্যে **উপস্থিত** কিন্তু এটি পরিপূর্ণ রূপে এখানে নেই এখনও।

২০ খ্রীষ্টের প্রকাশ্যে পরিচর্য্যা কাজ আরম্ভের মননীত স্থান প্রমাণ করে যে তিনিই ঈশ্বরের প্রজাদের জন্য প্রতিজ্ঞাত রাজা। গালীলে পরিচর্য্যা করে তিনি যিশাইয়র ভাববানী পূর্ণ করেছেন, "....কিন্তু উত্তরকালে সমুদ্রের নিকটবর্তী সেই পথ, যর্দনের তীরস্থ প্রদেশ, জাতিগণের গালীলকে, গৌরবান্বিত করিয়াছেন। যে জাতি অন্ধকারে ভ্রমণ করিত, তাহারা মহা আলোক দেখিতে পাইয়াছে; যাহারা মৃত্যুচ্ছায়ার দেশে বাস করিত, তাহাদের উপরে আলোক উদিত হইয়াছে।" (যিশাইয় ৯:১-৭পদ)

২১ এখানে এটা প্রতিয়মান হচ্ছে যে, যিরমিয় ১৬:১৪-২১ পদের বিষয়াবলিই যীশু তার কাজে ধ্বনিত করতে চেয়েছেন। ঈশ্বর বলেছেন যে, তিনি জাতিগনের মধ্যথেকে তার লোকদেরকে বের করে অনবেন এবং তার কাছে নেবেন দ্বিতীয় আর একটি যাত্রায়। আসলে তিনি বলেছেন যে, এই দ্বিতীয় যাত্রা এতই মহৎ হবে যে লোকেরে মিশর থেকে বেরহয়ে আনার সেই প্রথম যাত্রার কথা বলতেই ভুলে যাবে! এই দ্বিতীয় যাত্রায় ঈশ্বর কেমন করে লোকদের তার কাছে নেবেন? তিনি কি একাজে মনুষ্যধারিদেরকে ব্যবহার করবেন? "সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি অনেক ধীবর আনাইব, তাহারা মৎসের ন্যায় তাহাদিগকে ধরিবে...." (যিরমিয় ১৬:১৬ পদ) যীশুর বাক্যে এটিই ধ্বনিত হয়েছে যে, "আমার অনুসারি হও এবং আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারি করিব।" যীশু তার লোকদের ধরতে মনুষ্যধারিদেরকেই ব্যবহার করছেন। তুমি যদি খ্রীষ্টে থাক, তবে তুমি তাদের মধ্যে রয়েছ যারা ঈশ্বরের মনুষ্যধারির দ্বারা ধৃত হয়েছে এবং তুমি এই দ্বিতীয় যাত্রার আর্শীবাদপ্রাপ্ত। যেমন যিশাইয় ৯:৩ পদে বলা আছে "তুমি সেই জাতির বৃদ্ধি করিয়াছ ..." তেমন যীশু এই মনুষ্যধারিদেরকে ব্যবহার করেছেন। তার ইচ্ছা, যদি তুমি তার অনুসারি হও তবে তুমিও একজন মনুষ্যধারি হবে।

২২ যীশুর অনুসারিদের একটি চিহ্ন হল যে, তারা তাকে অনুসরণের জন্য সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করবে (দেখুন লূক ১৪:২৬ পদ)।

২৩ তখন তাহাদের সমাজ গৃহে এক ব্যক্তি ছিল, তাহাকে অশুচি
আত্মায় [২৩] পাইয়াছিল; ২৪ সে চেঁচাইয়া কহিল, হে নাসরতীয় যীশু,
আপনার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি আমাদিগকে বিনাশ
করিতে আসিলেন? ২৫ আমি জানি, আপনি কে; ঈশ্বরের সেই পবিত্র
ব্যক্তি। তখন যীশু তাহাকে ধমক্ দিলেন, চুপ কর, উহা হইতে বাহির
হও। ২৬ তাহাতে সেই অশুচি আত্মা তাহাকে মুচড়াইয়া ধরিয়া
উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া গেল।
২৭ ইহাতে সকলে চমৎকৃত হইল, এমন কি, তাহারা পরস্পর বিতর্ক
করিয়া বলিল, আ! এ কি? কেমন নূতন উপদেশ! উনি ক্ষমতা সহকারে
অশুচি আত্মাদিগকেও আজ্ঞা করেন, আর তাহারা উঁহার আজ্ঞা মানে।
২৮ তখন তাঁহার বার্তা তৎক্ষণাৎ সমুদয় গালীল প্রদেশের চারিদিকে
ব্যাপিল।
২৯ পরে সমাজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারা যাকোব ও
যোহনের সহিত শিমোন ও আন্দ্রিয়ের বাটীতে প্রবেশ করিলেন।
৩০ তখন শিমোনের শ্বাশুড়ী জ্বর হইয়া পড়িয়া ছিলেন; আর তাঁহারা
তৎক্ষণাৎ তাঁহার কথা তাঁহাকে বলিলেন; ৩১ তাহাতে তিনি নিকটে গিয়া
তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। তখন তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল,
আর তিনি তাঁহাদের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন।
৩২ পরে সন্ধ্যাকালে, সূর্য অস্ত গেলে লোকেরা সমস্ত পীড়িত লোককে,
এবং ভূতগ্রস্থদিগকে তাঁহার নিকটে আনিল। ৩৩ আর নগরের সকল
লোক দ্বারে একত্র হইল। ৩৪ তাহাতে তিনি নানা প্রকার রোগে পীড়িত
অনেক লোককে সুস্থ করিলেন, এবং অনেক ভূত ছাড়াইলেন, আর তিনি
ভূতদিগকে কথা কহিতে দিলেন না, কারণ তাহারা তাঁহাকে চিনিত [২৪]।

---

২৩ যীশু যখন পরিচর্য্যা কাজ শুরু করলেন, তখন এটা প্রতিয়মান হয় যে ইস্রায়েলের যে স্থান ঈশ্বরের শান্তি ও উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ থাকার কথা সে স্থান শত্রুতে পরিপূর্ণ। লোকেরা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। সর্বত্রই

পাপের প্রভাব বিরাজমান। এমন কি উপাসনালয়ে মন্দ আত্মার উপস্থিতি ছিল সাধারন ঘটনা। যীশুকে এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যিনি সকল শত্রুদের থেকে ঈশ্বরের লোকদের মুক্তিদাতা। মার্ক সুসমাচারে উল্লেখিত মন্দ আত্মা দূরকরণের মত সাধারন অলৌকিক কাজ সমূহ কোন দূর্ঘটনা নয়। (দেখুন মার্ক ১:২১-২৮, ১:৩৪, ১:৩৯, ৩:১০-১১, ৩:১৪-১৫, ৫:১-২০, ৬:৭-১৩, ৭:২৪-৩০ এবং ৯:১৪-২৯ পদ)। এই অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করে যে, খ্রীষ্টে, ঈশ্বর তার লোকদের পক্ষে লড়তে এসেছেন। তিনি তাদেরকে সকল শত্রুদের থেকে মুক্ত করেছেন। পরাক্রমি শাসক এ শত্রুদের থেকে মুক্তির এই প্রতিজ্ঞা যিশাইয় ভাববাদি গ্রন্থে রয়েছে, "বীর হইতে কি যুদ্ধে ধৃত প্রাণী হরণ করা যায়? কিম্বা ন্যায়বানের বন্দিগণকে কি মুক্ত করা যায়? সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অবশ্য বীরের বন্দিগণকে হরণ করা যাইবে, ও ভীমবিক্রান্তের ধৃত প্রাণীকে মুক্ত করা যাইবে; কারণ তোমার প্রতিবাদীর সহিত আমিই বিবাদ করিব, আর তোমার সন্তানদিগকে আমিই ত্রাণ করিব" (যিশাইয় ৪৯:২৪-২৫পদ)। এটা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ যে, মন্দআত্মা দূর করনের কোন প্রমাণ পুরাতন নিয়মে নেই। রাজা দায়ুদ যিনি খ্রীষ্টের এক ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি, তিনি বীণা বাজিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য রাজা শৌলকে শান্ত করতে সক্ষক হয়েছিলেন (দেখুন ১ম শমূয়েল ১৬;২৩ পদ) কেবল মাত্র খ্রীষ্টই একাই ঈশ্বরের লোকদেরকে তাদের সবচেয়ে বড় মহা বিপদজনক শত্রু হতে মুক্তি দিতে পারেন।

২৪ খ্রীষ্টের মহত্ত প্রকাশের জন্য কোন মন্দআত্মার সাক্ষ্যদানের প্রয়োজন নেই বরং তার পরিবর্তে তিনি তার মনুষ্যধারিদেরকে (যারা তাকে ভালবাসে) ব্যবহার করেছেন তার পরাক্রমি কাজের জন্য।

সমস্ত মার্ক সুসমাচারে, মার্ক খ্রীষ্টের গোপনীয়তাকে বার বার গুরুত্ব দিয়েছেন। যীশু তার মত করে তার সময়েই প্রকাশিত হতে চেয়েছিল তার সময় হল তার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সময় (দেখুন যোহন ২;৪ পদ) কেবল মাত্র তার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরেই যীশু চেয়েছেন যেন সকলের মনযোগ তার দিকে আকর্ষিত হয়। এটা স্পষ্ট যে, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পূর্বে সকল মানুষের মনযোগ তার দিকে আকৃষ্ট হলে সেটি খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করত।

৩৫ পরে অতি প্রত্যুষে, রাত্রি পোহাইবার অনেকক্ষণ পূর্বে, তিনি উঠিয়া
বাহিরে গেলেন, এবং নির্জন স্থানে গিয়া তথায় প্রার্থনা করিলেন[২৫]।
৩৬ আর শিমোন ও তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহার পশ্চাৎ গেলেন, ৩৭ এবং
তাঁহাকে পাইয়া কহিলেন, সমস্ত লোক আপনার অন্বেষণ করিতেছে।
৩৮ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, চল, আমরা অন্যান্য স্থানে, নিকটবর্তী
সকল গ্রামে যাই, আমি সেই সকল স্থানেও প্রচার করিব, কেননা সেই
জন্যই বাহির হইয়াছি। ৩৯ পরে তিনি সমস্ত গালীল দেশে লোকদের
সমাজগৃহে গিয়া প্রচার করিতে ও ভূত ছাড়াইতে লাগিলেন।
৪০ একদা এক জন কুষ্ঠরোগী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বিনতি করিয়া ও
জানু পাতিয়া কহিল, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করিতে
পারেন। ৪১ তিনি করুণাবিষ্ট হইয়া হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে স্পর্শ
করিলেন, কহিলেন, আমার ইচ্ছা, তুমি শুচিকৃত হও[২৬]। ৪২ তৎক্ষণাৎ
কুষ্ঠরোগ তাহাকে ছাড়িয়া গেল, সে শুচিকৃত হইল। ৪৩ তখন তিনি
তাহাকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া বিদায় করিলেন, ৪৪ বলিলেন, দেখিও,
কাহাকেও কিছু বলিও না; কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে
দেখাও, এবং লোকদের নিকটে সাক্ষ্য[২৭] দিবার ও তোমার শুচিকরণের
জন্য মোশির নিরূপিত উপহার উৎসর্গ কর। ৪৫ কিন্তু সে বাহিরে গিয়া
সেই কথা এমন অধিক প্রচার করিতে ও চারিদিকে বলিতে লাগিল যে,
যীশু আর প্রকাশ্যরূপে কোন নগরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, কিন্তু
বাহিরে নির্জন স্থানে থাকিলেন; আর লোকেরা সকল দিক হইতে তাঁহার
নিকটে আসিতে লাগিল।

---

২৫ ঈশ্বরের প্রকৃত পুত্র যীশু, ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করে অত্যান্ত আনন্দিত। ঈশ্বরের শান্তি খ্রীষ্টের উপর অবস্থিতি করেন কারণ, গীত ১:২পদে যেমন বলা হয়েছে, "কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে এবং তাহার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে।" যীশু শুধু আমাদের ত্রাণকর্তা থেকেও অনেক বেশী কিছু। তিনি আমাদের জন্য আদর্শ। আমাদের ঈশ্বরের এ উদ্দীপনার অনুসরণ করতে হবে (দেখুন গীত ৫:৩ পদ)।

২৬ কুষ্ঠ রোগির ছোয়া যীশুকে অসূচী করেনি, বরং তিনি কুষ্ঠ রোগিকে সূচী করেছেন।

২৭ এই অলৌকিক কার্য্যসকলের অর্থহলো যাজকদের কাছে প্রমাণ করা যে, ঈশ্বরের রাজ্য পরাক্রমের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছে। সেগুলোর ভিত্তি হল এই লোককে দেখা, স্বীকৃতি দেওয়া যে খ্রীষ্ট উপস্থিত এবং তার উপরে তাদের সকলের বিশ্বাস স্থাপন করা (দেখুন যোহন ২০;৩০-৩১ পদ, যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্য্যা নানা **চিহ্ন** কার্য্যের জন্য)।

কিন্তু এ অলৌকিক কাজ যিরুশালেমের যাজকদের কাছে কেবল মাত্র চিহ্ন নয় বরং তার থেকে বেশী কিছু। মার্কের সকল পাঠকদের কাছে এটি একটি চিহ্ন। **এটি হল একটি চিহ্ন যে ঈশ্বরের রাজ্য পরাক্রমে উপস্তিত হয়েছে**।খ্রীষ্টের বাক্যে মানুষটি সুস্থ হয়েছে। চিরদিনের জন্য সে বদলেগেছে কেননা সে যীশুর দেখা পেয়েছে।

এটি একটি চিহ্ন যে ঈশ্বরের রাজ্য দয়া নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই লোকটি হল যারা যীশুর কাছে এসেছে তাদের সকলের একটি নমুনা। যারাই যীশুর কাছে এসেছে তারা সকলেই পাপের কারণে অসূচী। ঈশ্বরের রাজ্যের রাজা তাদের সকলকেই সূচী করেন যারা তার রাজ্যের অধিকারী হতে বিশ্বাসে তার কাছে আসে। ঈশ্বারের রাজ্যের সকল নাগরিকই খ্রীষ্টের দ্বারা সূচী হয়েছেন।

এটা একটি চিহ্ন যে, একটি নতুন ও ভিন্ন ধরনের যাজক উপস্থিত হয়েছেন। এই অলৌকিক কাজে যীশু তাই করেছেন যা যাজকদের করনীয় ছিল। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, লোকটি সূচী (দেখুন লেবীয় ১৩:১৪-২৩ পদ)। এ কাজটি করতে যিরুশালেম মন্দীরের যাজকদের হয়ত একটি লম্বা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে যেতে হত। যীশু যদিও কোন রকম আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে যাননি। তার বক্যই যথেষ্ট ছিল! কিন্তু যীশু কেবল তাকে সূচী ঘোষণা করার থেকেও বেশী কিছু করলেন। তার বাক্যের দ্বারা মূলত তিনি লোকটিকে সূচী করেছেন! যিরুশালেমের যাজকদের থেকে যীশুর কতৃত্ব ও ক্ষমতা অনেক উচ্চে। তিনি নতুন ও ভিন্ন ধরনের ক্ষমতার অধিকারী একজন নতুন ও ভিন্ন ধরনের যাজক। (যীশু ও যিরুশালেমে সেবাকারী যাজকদের মধ্যে তুলনা করার জন্য দেখতে চাইলে দেখুন ইব্রীয় ৫:১০ পদ)।

এটা একটি চিহ্ন যে, একটি নতুন ও ভিন্ন ধরনের মন্দীর উপস্থিত হয়েছে। পুরাতন ব্যাবস্থাধীনে যাদের সূচী হওয়ার প্রয়োজন হত তাদের যিরুশালেম মন্দীরে যেতে হত সূচী বলে স্বীকৃতি লাভের জন্য। যদিও যখন লোকেরা যীশুর কাছে আসে তিনি তাদেরকে সূচী বলে স্বীকৃতি দেন! তিনি প্রকাশ করছেন যে, যিরুশালেম মন্দীরের

স্থানে তিনি প্রতিস্থাপিত হয়েছেন। (দেখুন যোহন ২:১৮-২২ পদ এবং ৪:১৯-২৬ পদ)। এর অর্থ হল যে, পৃথিবীর সমস্ত লোক সূচী হতে খ্রীষ্টের কাছে আসতে পারে।

এটা একটি চিহ্ন যে, একটি নতুন ও ভিন্ন ধরনের উৎসর্গ উপস্থিত হয়েছে। পুরাতন ব্যাবস্থাধীনে, যখনি কোন ব্যাক্তিকে অসুস্থতা থেকে সূচী ঘোষণা করা হত তখন পশু উৎসর্গের প্রয়োজন হত (দেখুন লেবীয় ১৪:১-২০ পদ)। যীশু এই লোকটিকে কোন পশু উৎসর্গ ছাড়াই সূচী ঘোষণা করলেন কেননা যীশু নিজেই তার জন্য উৎসর্গীকৃত। যীশুর এ উৎসর্গ বাস্তবায়িত হয়েছে যখন তিনি ক্রুশে মরেছেন।

মার্ক ২ অধ্যায়[২৮]

১ কয়েক দিবস পরে তিনি আবার কফরনাহূমে চলিয়া আসিলে শুনা
গেল যে, তিনি ঘরে আছেন। ২ আর এত লোক তাঁহার নিকটে একত্র
হইল যে, দ্বারের কাছেও আর স্থান রহিল না। আর তিনি তাহাদের[২৯]
কাছে বাক্য প্রচার করিতে লাগিলেন।
৩ তখন লোকেরা চারি জন লোক দিয়া এক জন পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোককে
বহন করাইয়া তাঁহার নিকটে আনিতেছিল। ৪ কিন্তু ভিড় প্রযুক্ত তাঁহার
নিকটে আসিতে না পারাতে, তিনি যেখানে ছিলেন, সেই স্থানের ছাদ
খুলিয়া ফেলিল, আর ছিদ্র করিয়া, যে খাটে পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোকটি
শুইয়াছিল, তাহা নামাইয়া দিল[৩০]। ৫ তাহাদের বিশ্বাস[৩১] দেখিয়া যীশু
সেই পক্ষাঘাতগ্রস্থকে কহিলেন, বৎস তোমার পাপ

---

২৮ মার্ক ২:১ পদ ও ৩:৬ পদের মধ্যে "বিতর্ক" রয়েছে, এ সকল বিতর্ক যিহুদী নেতাদেরকে যীশুর কাজ ও কতৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে সাহায্য করেছে, দেখুন মার্ক ২:১-১২, ২:১৩-১৭, ২:১৮-২২, ২:২৩-২৮, এবং ৩:১-৬ পদ। মার্ক সুসমাচারে যীশু মারা যাবেন তার প্রথম সূত্র এটি।

২৯ "বাক্যটি" যীশুর তাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করছিলেন যার ভিত্তি হচ্ছে মার্ক ১:১৪-১৫ পদ। সুসমাচারটি হচ্ছে সুখবর কারণ ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজা উপস্থিত, ঈশ্বরের রাজ্য ও এসেছে যেন ঐ লোকেরা বিশ্বাস করে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে। কিছু কালের জন্য ঈশ্বরের রাজ্য ও অন্ধকারের রাজ্য পাশাপাশি অবস্থান করেছে। নতুন যুগের বিস্ময়কর শক্তি বিশ্বাসীদের উপলব্ধি হয়েছে এমনকি এই সময়েও দেখুন (মার্ক ২:৫ পদ)। অন্যরা যেমন ফারসীরা, ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজাকে স্বীকৃতি দিতে প্রত্যাক্ষাণ করেছে এবং সে কারণে তারা আর্শিবাদের রাজ্যের বাইরে থেকেছে।

সকল মানুষই পাপের কারণে অন্ধকারের রাজ্যে জন্মেছে (দেখুন ইফিষীয় ২:১-৩ পদ)। যারা যীশুতে বিশ্বাস করেছে তারাই কেবল নতুন জন্ম লাভ করেছে। তারা

এই "দ্বিতীয় জন্মের" মাধ্যমে অন্ধকারের রাজ্য থেকে খ্রীষ্টের রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে (দেখুন ইফিষীয় ২:৪-১০পদ)।

৩০ লোকেরা ধারনা করে যে, যীশু পক্ষাঘাত গ্রস্থ ব্যক্তির দেহ সুস্থ করবেন। শারিরীক সুস্থতা এমন একটি বিষয় যা পুরাতন নিয়মের মহান ভাববাদীগন কখন কখন সাধন করেছেন। যদিও যীশু মানুষের পাপ ক্ষমা করেন। প্রানের সুস্থতা এমন একটি বিষয় যা কেবল ঈশ্বর সাধন করতে পারেন কেননা ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই পাপ করা হয়। লোকেরা যীশুর কাজে বিঘ্ন পায়।

৩১ এই পদের প্রথম ভাগে বিশ্বাস এবং দ্বিতীয় ভাগে পাপের ক্ষমার মধ্যে সম্পর্ক টি লক্ষ্য করুন। খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসের উপরই পাপের ক্ষমা নির্ভর করে।

সকল ক্ষমা হইল[৩২]। ৬ কিন্তু সেখানে কয়েক জন অধ্যাপক বসিয়াছিল; তাহারা মনে মনে এইরূপ তর্ক করিতে লাগিল, ৭ এই ব্যক্তি এমন কথা কেন বলিতেছে? এ যে ঈশ্বর নিন্দা করিতেছে; সেই এক জন, অর্থাৎ ঈশ্বর, ব্যতিরেকে আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে?[৩৩] ৮ তাহারা মনে মনে এইরূপ তর্ক করিতেছে, ইহা যীশু তৎক্ষণাৎ আপন আত্মাতে বুঝিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা মনে মনে এমন তর্ক কেন করিতেছ? ৯ কোন্‌টা সহজ, পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোককে 'তোমার পাপ ক্ষমা হইল' বলা, না 'উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া বেড়াও' বলা? ১০ কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্য পুত্রের[৩৪] ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্য– তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোককে বলিলেন–

---

৩২ পুরাতন নিয়মের অধিনে (যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পূর্বে ইস্রায়েলে একটি সময় কাল), যাদের বিশ্বাস ছিল তারা যিরুশালেম মন্দিরে গিয়েছে (অথবা যিরুশালেম মন্দির নির্মানের পূর্বে সমাগম তাম্বুর সামনে) এবং বলী উৎসর্গ করে পাপের ক্ষমা পেয়েছে। এই লোকটি যদিও যিরুশালেম মন্দির থেকে অনেক দূরে এবং কোন বলী উৎসর্গ করেনি পাপের ক্ষমা পেতে তথাপি তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। সে **যীশুর দেহ রুপ মন্দিরের** সামনে তার পাপের ক্ষমা পেয়েছে (দেখুন

যোহন ২:১৪-২২ পদ এবং ৪:২০-২৪ পদ)। আর যীশুও এই লোকের পাপের ক্ষমার জন্য কোন পশু উৎসর্গ করেননি কারণ যে ক্ষমা এই লোক পেয়েছেন তা নির্ভর করেছে যীশু যে নিজ দেহকে উৎসর্গ করতে চলেছেন তার উপর দেখুন যিশাইয় ৫৩:৪-১২পদ)। যে **সত্য ও চূড়ান্ত মন্দির,** যীশুই হলেন সেই "স্থান" যেখানে সকল লোকেরা আসে পাপের ক্ষমা, সুস্বাস্থ্য ও ঈশ্বরের সানিধ্য লাভের জন্য। এই **সত্য ও চূড়ান্ত উৎসর্গ,** যীশুর মৃত্যুই ঈশ্বরের ক্রোধকে শান্ত করে এবং পাপের ক্ষমা পেতে এই লোককে এবং যারা যীশুতে বিশ্বাস করে তাদের সম্পর্ক যোগ্য করে তোলে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যীশুই একমাত্র উৎসর্গ সাধন করেছেন যা পাপ দূর করে। পুরাতন নিয়মে পশু উৎসর্গ করা হয়েছে তা খ্রীষ্টেরই ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। খ্রীষ্টের সত্য ও চূড়ান্ত উৎসর্গের জন্য লোকদের প্রস্তুত করতে প্রচেষ্টা ছিল। এই পশু উৎসর্গ সত্যকার ভাবে পাপ দূর করতে পারেনি। ঈশ্বরের দয়ায় প্রদত্ত এ স্থান অস্থায়ী ভাবে পাপ "আচ্ছাদন" করেছে যতখন না খ্রীষ্ট প্রকৃত উৎসর্গ সাধন করছেন (দেখুন রোমীয় ৩:২৫-২৬ পদ এবং ইব্রীয় ১০:১-১৮ পদ)। জগতের পাপ দূরিকরণে খ্রীষ্ট একাই গৌরবের অধিকারী (দেখুন যোহন ১:২৯ পদ)।

৩৩ লেখকদের এই অনুধাবন সঠিক যে, একমাত্র ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করতে পারেন। বাইবেল এ বিষয় পরিষ্কার (দেখুন উদাহরণ স্বরূপ গীত ১৩০:৪ পদ)। যদিও তারা অত্যন্ত ভুল করেছেন যখন তারা খ্রীষ্টের কাজে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যীশু মানুষের পাপ ক্ষমা করতে পারেন কেননা তিনি পরিপূর্ণ ঈশ্বর এবং পরিপূর্ণ মানুষ।

৩৪ মার্ক সুসমাচারে "মনুষ্য পুত্র" শব্দটি এখানেই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। যীশু তার নিজের সম্বন্ধে প্রায়ই এই শব্দ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই উক্তিটি মার্কে ১৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে (এবং প্রায় ৪০ বারেও বেশি সুসমাচার সমূহে)। দেখুন মার্ক ২:১০, ২:২৮, ৪:৩১, ৪:৩৮, ৯:১২, ৯:৩১, ১০:৩৩, ১০:৪৫, ১৩:২৬, ১৪:২১, ১৪:৪১,এবং ১৪:৬২ পদ। যীশু যে ভাবে এই উক্তিটি ব্যবহার করেছেন তার ভিত্তি হচ্ছে দানিয়েল পুস্তকের ভাববানী "মনুষ্যপুত্র" বলে কেউ একজন আসবেন। দানিয়েল ৭:১৩-১৪ পদে "মনুষ্যপুত্র" পিতা ঈশ্বরের সামনে এসে "কতৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব" গ্রহণ করবেন। এই উদ্ধৃতিটি যীশু নিজের সম্পর্কে ব্যবহার করে দেখাচ্ছেন যে, তিনিই **"মনুষ্যপুত্র"** এবং তিনি লোকদের (তখনকার ও এখনকার উভয়দের) বলছেন যে, সমস্ত কিছুর উপরে তাকে কতৃত্ব দেওয়া হয়েছে (পাপের ক্ষমা দানের ক্ষমতাও এই কতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত)। যীশু নিজের সম্পর্কে প্রায়ই এই উক্তিটি ব্যবহার করেছেন, এটি একটি চিহ্ন যে তিনিই দানিয়েল পুস্তকে প্রতিজ্ঞাত সেই মনুষ্যপুত্র। তার অলৌকিক চিহ্ন কার্য্য সমূহ হচ্ছে তিনি যে মনুষ্যপুত্র তার অতিরিক্ত নির্দেশক। যারা যীশুর মুখে তার নিজের সম্বন্ধে শুনেছে

তারা সকলে এবং তিনি যে অলৌকিক কার্য্য করেছেন তা দেখেছে তারা সকলে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে যীশু যে অভূত-পূর্ব কতৃত্ব পেয়েছেন পাপের ক্ষমা প্রদান তার একটি প্রকাশ। মনুষ্যপুত্রকে "দেখা" এবং তার আরাধনা করতে ব্যর্থ হওয়া হচ্ছে মহাপাপ আর তা মহা শাস্তি যোগ্য।

১১ তোমাকে বলিতেছি, উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া তোমার ঘরে যাও[৩৫]। ১২ তাহাতে সে উঠিল, ও তৎক্ষণাৎ খাট তুলিয়া লইয়া সকলের সাক্ষাতে বাহিরে চলিয়া গেল; ইহাতে সকলে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইল, আর এই বলিয়া ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল যে, এমন কখনও দেখি নাই[৩৬]।
১৩ পরে তিনি আবার বাহির হইয়া সমুদ্র তীরে গমন করিলেন, এবং সমস্ত লোক তাঁহার নিকটে আসিল, আর তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। ১৪ পরে তিনি যাইতে যাইতে দেখিলেন, আল্‌ফেয়ের পুত্র লেবি করগ্রহণ স্থানে বসিয়া আছেন[৩৭]; তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস; তাহাতে তিনি উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। ১৫ পরে তিনি তাঁহার গৃহমধ্যে ভোজন করিতে বসিলেন, আর অনেক করগ্রাহী ও পাপী যীশুর ও তাঁহার শিষ্যগণের সহিত বসিল; কারণ অনেকে উপস্থিত ছিল, আর তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ চলিতেছিল। ১৬ কিন্তু তিনি পাপী ও করগ্রাহীদের সঙ্গে ভোজন করিতেছেন দেখিয়া ফরীশীদের অধ্যাপকেরা তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিল, উনি করগ্রাহী ও পাপীদের সঙ্গে ভোজন পান করেন কেন?[৩৮]। ১৭ যীশু তাহা শুনিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই, কিন্তু পীড়িতদেরই প্রয়োজন আছে; আমি ধার্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকেই ডাকিতে আসিয়াছি।

---

৩৫ অলৌকিক চিহ্ন কার্য্য সমূহ করা হয়েছে যেন লোকেরা বিশ্বাস করে যে, যীশুই সেই খ্রীষ্ট (দেখুন যোহন ২০: ৩০-৩১পদ)।

৩৬ লোকেরা অবাক হয়েছে কেননা তারা মনুষ্যপুত্রকে পাপ ও অসুস্থতার উপর কতৃত্ব করতে দেখেছে। যা থেকে, তাদের বিস্ময় সমপরিমাণ বিশ্বাস নয়। বিশ্বাস বিস্ময়ের থেকে বেশি কিছু। এটা খ্রীষ্টের পরিচয়ের স্বীকৃতি, তার উপর নির্ভরতা এবং তাকে ভালবাসা।

৩৭ একই ভাবে এটা কোন দূর্ঘটনা নয় যে, কয়েকজন শিষ্যই জেলে ছিল (দেখুন যিরিমিয় ১৬:১৬পদ), এটা দৃশ্যমান যে মথি একজন করগ্রাহী ছিলেন সেটাও দূর্ঘটনা নয়। করগ্রাহীদেরকে লোকেরা মহাপাপী বলে মনে করত কারণ, তারা রোমীয়দের সাথে কাজ করত এবং লোকদের ধারণা ছিল যে তারা তাদেরকে ঠকাচ্ছে (দেখুন মথি ১৮:১৭পদ এবং লূক ১৮:১০-১৩পদ)। সত্য বলতে, মথি কর আদায়ের আসনে বসেই যীশুকে অনুসরণের আহব্বান পেয়েছে যা মথি (মথি ৯:৯পদ) মার্ক (মার্ক ২:১৪পদ) এবং লূক (লূক ৫:২৭পদ) সুসমাচারে উল্লেখ আছে। অন্যভাবে বলা যায় মথি তার আহব্বানের সময় "প্রাক্তন" করগ্রাহী বলে উপস্থাপিত হননি। তিনি তখনও কর আদায় করছিলেন। এটা অবশ্যই লোকদের কে ব্যাথিত করেছে দেখে যে, যীশু এমন একজন লোককে ডাকছেন যে রোমের জন্য কর সংগ্রহ করে। যীশু যে পাপীদের ডাকছেন এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতে মথিকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনিই সেই যিনি তাদেরকে পরিবর্তন করেন।

৩৮ মার্ক সুসমাচারে খ্রীষ্টের সহভাগীতার টেবিল হচ্ছে একটি ছবি যে, এমন সময় আসছে যখন ক্ষমা প্রাপ্ত পাপীরা একে অন্যের সঙ্গে এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে উৎসব উপভোগ করবে। সেই দিন পর্যন্ত পূর্বাভাস নিয়েই আমরা অপেক্ষা করছি। (দেখুন যিশাইয় ২৫: ৬-৮ এবং প্রকাশিতবাক্য ১৯:৬-৯পদ)। প্রভুর ভোজ হচ্ছে একটি "ছোট উৎসব" এর অর্থ হলো আমাদের একে অন্যের ও খ্রীষ্টের সঙ্গে তার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে যে সহভাগিতা রয়েছে সেটা মনে করিয়ে দেওয়া (দেখুন ১ করিন্থীয় ১১:১৭-৩৪পদ)।

১৮ আর যোহনের শিষ্যেরা ও ফরীশীরা উপবাস করিতেছিল। আর তাহারা যীশুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, যোহনের শিষ্যেরা ও ফরীশীদের শিষ্যেরা উপবাস করে, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা উপবাস করে না, ইহার কারণ কি? ১৯ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, বর সঙ্গে থাকিতে কি বাসরঘরের লোকে উপবাস করিতে পারে? যাবৎ তাহাদের সঙ্গে বর থাকেন, তাবৎ তাহারা[৩৯] উপবাস করিতে পারে না। ২০ কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন তাহাদের নিকট হইতে বর নীত হইবেন; সেই দিন তাহারা উপবাস করিবে[৪০]। ২১ পুরাতন কাপড়ে কেহ নূতন কাপড়ের তালি দেয় না; দিলে সেই নূতন তালিতে ঐ পুরাতন কাপড় ছিঁড়িয়া যায়, এবং আরও মন্দ ছিদ্র হয়। ২২ আর পুরাতন কুপায় কেহ টাট্‌কা দ্রাক্ষারস রাখে না, রাখিলে দ্রাক্ষারসে কুপাগুলি ফাটিয়া যায়; তাহাতে দ্রাক্ষারস নষ্ট হয়, কুপাগুলিও নষ্ট হয়; কিন্তু টাট্‌কা দ্রাক্ষারস নূতন কুপাতে রাখিতে হইবে[৪১]।

---

৩৯ এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, পুরাতন নিয়মে ইয়াওয়ে (ঈশ্বর) কে তার লোকদের স্বামী হিসাবে উপস্থাপন করে (দেখুন যিশাইয় ৫৪:৫-৮পদ, ৬২:৫পদ, এবং হোশেয় ২:১৯-২০ পদ)। এখানে যীশু নিজে "বর"পদবী দাবী করেন। তিনি তার বাক্যে নির্দেশ করেন যে, ভাববাদীদের কথিত ইয়াওয়ে (ঈশ্বর) এর যে দায়ীত্ব তা তিনি পালন করেছেন। তিনি হচ্ছেন বর এবং মন্ডলী হচ্ছে কনে (দেখুন ১করিন্থিয় ৬:১৫-১৭ পদ এবং ইফিষীয় ৫:২২-৩৩ পদ)।

৪০ যীশুর শিষ্যরা উপবাস করেন নি কেননা তিনি তাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রযোজ্য বিষয় হচ্ছে, কনের উপস্থিতি উৎসব দাবী করে উপবাস নয়। যদিও যীশুর স্বর্গারোহণের পরে শিষ্যদের জীবনে উপবাস নিয়মিত বিষয় ছিল। বিশ্বাসীদের একটি চিহ্ন ছিল উপবাস (দেখুন উদাহরণ, প্রেরিত ১৩:১-৩ পদ)। আমরা উপবাস করিনা কারণ আমরা ঈশ্বরের রাজ্য আগমনের অপেক্ষা করছি (এ কারণেই পুরাতন নিয়মের অধিন বিশ্বাসী লোকেরা উপবাস করত)। খ্রীষ্টের মাধ্যমে এটি এসেছে। আমরা উপবাস করি কারণ ঈশ্বরের রাজ্য এখনও পরিপূর্ণ রূপে আসেনি। যখন খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন তখন আর কোন উপবাসের প্রয়োজন হবে না।

৪১ পুরাতন কাপড়ের ছেরা সারতে নতুন কাপড় দিয়ে তালি দেওয়া যায়না কারণ নতুন কাপড়ের তালি পুরাতন কাপড়কে কুচকে নষ্ট করে ফেলে। ঠিক একই ভাবে, পুরাতন নিয়মের সমস্যা ঠিক করতে নতুন নিয়ম কোন নতুন ও উন্নততর "তালি " নয় (মূলত পুরাতন নিয়মের কোন সমস্যা ছিল না - সমস্যা ছিল লোকদের পাপের কারণে যারা পুরাতন নিয়ম পালন করতে পারেনি (দেখুন ইব্রীয় ৮:৮ পদ)। যীশু পুরাতন নিয়মকে "ঠিক" করতে আসেননি বরং তিনি সম্পূর্ণ নতুন কিছু নিয়ে এসেছেন।

উপবাস (১৮- ২০পদ) এবং বিশ্রামবার পালন (২৩-২৮ পদ) হচ্ছে পুরাতন দূর্বলতার উদাহরণ। যীশু উপবাস যেমন ছিল তেমন বা বিশ্রাবার যেমন ছিল তেমন রাখতে আসেননি। এগুলো ছিল কেবলই সেই সত্যের ছায়া যা খ্রীষ্টে পূর্ণতা পেয়েছে।

২৩ আর তিনি বিশ্রামবারে শস্যক্ষেত্র দিয়া যাইতেছিলেন; এবং তাঁহার শিষ্যেরা চলিতে চলিতে শীষ ছিঁড়িতে লাগিলেন। ২৪ ইহাতে ফরীশীরা তাঁহাকে কহিল, দেখ, যাহা বিধেয় নয়, উহারা তাহা বিশ্রামবারে কেন করিতেছে? ২৫ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা কখনও পাঠ কর নাই? ২৬ তিনি ত অবিয়াথর মহাযাজকের সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে দর্শনরুটি যাজকবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও ভোজন করা বিধেয় নয়, তাহাই ভোজন করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গীগণকেও দিয়াছিলেন[৪২]। ২৭ তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, বিশ্রামবার মনুষ্যের নিমিত্তই হইয়াছে, মনুষ্য বিশ্রামবারের নিমিত্ত হয় নাই; ২৮ সুতরাং মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও কর্তা[৪৩]।

---

৪২ যীশু দায়ূদ এর কথা বলেছেন, কারণ সে ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজা যিনি ব্যবস্থা "ভেঙ্গেও" নির্দোষ বিবেচিত হয়েছেন। তিনি এটা করতে পেরেছেন কেননা তিনি ব্যবস্থা থেকে "মহান"। যীশু দায়ূদের উত্তরসুরী, শমূয়েল ২:৭ পদে প্রতিজ্ঞাত সেই

রাজা। যদি দায়ূদ ব্যবস্থা ভেঙ্গেও নির্দোষ থাকেন তবে নিশ্চয়ই খ্রীষ্টও সেই একই কাজ করতে পারেন। এর সম্পর্কে আরও জানতে হলে দেখুন মথি ১২:১-৮ পদ।

৪৩ কোন কিছুই নয় এমনকি বিশ্রামবারও মনুষ্যপুত্রের উপরে প্রভু নয়। তাকে সমস্ত কিছুর উপরেই কতৃত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি কি করতে পারেন বা পারেন না তা বিশ্রামবার নিশ্চিত করে না। কিন্তু যীশু শুধু বিশ্রামবারের কর্তা নন তার থেকে মহান প্রভু। আসলে তিনিই সত্যিকারের বিশ্রাম। শুধু যীশুতেই যে বিশ্রাম পাওয়া যাবে তার একটি ছবি হচ্ছে বিশ্রামবারে লোকদের বিশ্রাম নেওয়া (দেখুন মথি ১১:২৮-৩০ পদ) পুরাতন নিয়মে এমন অনেক কিছুরই নমুনা দেওয়া হয়েছে (মন্দির ,যাজকত্ব, বিশ্রামবার, উৎসব ইত্যাদি)। যার সত্যিকারের প্রকাশ পায় খ্রীষ্টের মধ্যে। যীশু এই বিষয়টি মথি ৫:১৭-২০ পদে নিশ্চিত করেছেন।

মার্ক ৩ অধ্যায়

১ আর তিনি আবার সমাজ গৃহে প্রবেশ করিলেন; সেখানে এক জন
লোক ছিল, তাহার একখানি হাত শুকাইয়া গিয়াছিল[৪৪]। ২ তখন
লোকেরা, তিনি বিশ্রামবারে[৪৫] তাহাকে সুস্থ করেন কি না, দেখিবার জন্য
তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল; যেন তাঁহার নামে দোষারোপ করিতে পারে।
৩ তখন তিনি সেই শুষ্কহস্ত লোকটিকে কহিলেন, মাঝখানে আসিয়া
দাঁড়াও। ৪ পরে তাহাদিগকে কহিলেন, বিশ্রামবারে কি করা বিধেয়?
ভাল করা না মন্দ করা? প্রাণরক্ষা করা না বধ করা? কিন্তু তাহারা চুপ
করিয়া রহিল। ৫ তখন তিনি তাহাদের অন্তঃকরণের[৪৬] কাঠিন্যে দুঃখিত
হইয়া সক্রোধে চারিদিকে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেই
লোকটিকে কহিলেন, তোমার হাত বাড়াইয়া দেও; সে তাহা বাড়াইয়া
দিল, আর তাহার হাত আগে যেমন ছিল, তেমনি হইল।

---

৪৪ ইস্রায়েলের মধ্যে সব কিছু ঠিক ছিলনা তার প্রমাণ বা চিহ্ন হচ্ছে ইস্রায়েলীয় লোকদের মধ্যে রোগ, ব্যাধি ও বিকলাঙ্গ তার বৃদ্ধি। অবাধ্যতার অভিশাপ গোটা জাতির উপর নেমে এসেছ (দেখুন দ্বিতীয় ২৮ অধ্যায়) কিন্তু যীশু দেশের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন। তিনি যেথায় গেছেন আর্শীবাদ তাকে অনুসরণ করেছে। তার কাজের ফলে অভিশাপ উল্টে গেছে। এই আরোগ্য একটি চিহ্ন যে যীশু সেই ব্যক্তি যিনি অভিশাপ শেষ করেন। বর্তমানে এ জগতে বিশ্বাসীরা যীশুর ক্রুশিয় বিজয়ের সঙ্গে যুক্ত সকল আর্শীবাদ লাভ করেনি এখনও। আমরা এর মধ্যে পাপের ক্ষমা ও অনন্ত জীবন পেয়েছি তথাপী, আমাদের এ মর্ত্তদেহ রোগ, ব্যাধিও মৃত্যু ভোগ করে। যদিও এমন একদিন আসছে যে দিন সমস্ত পাপের প্রভাব ও অভিশাপ চিরদিনের জন্য শেষ (ভুলে যাওয়া) হবে। যীশু অবশ্যই সকল শত্রুকে পদানত করা পর্যন্ত বিজয় যাত্রা করবেন। এভাবেই তিনি সকল পাপের প্রভাব ও আভিশাপের সমাপ্তি ঘটাবেন।

৪৫ এ অধ্যায়ের ৫ টি বিতর্কের মধ্যদিয়ে শেষ যে দুটি বিতর্ক মার্ক ২:১ ও ৩:৬ পদে পাওয়া যায় উভয়ই মূলত বিশ্রামবারে সাধিত হয়েছে (২ঃ২৩-২৮ এবং ৩:১-৬পদ)। যাত্রা ৩১:১২-১৭ পদ অনুসারে বিশ্রামবার পালন করতে দেওয়া হয়েছিল

একটি চিহ্ন স্বরূপ যেন লোকেরা জানতে পারে যে ঈশ্বরই তার লোকদের পাপ মোচন করেন। ঈশ্বরের লোকেরা নিজেদের কাজ দ্বারা তাদের পাপ মোচন (পবিত্র হওয়া) করতে পারেনা। সে কারণেই তাদেরকে বিশ্রাম করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরাও আমাদের কাজ দ্বারা পরিত্রাণ পাইনি। আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি কেননা খ্রীষ্ট তার কাজ শেষ করেছেন এবং আমরা তার বিশ্রামে প্রবেশ করেছি। ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবেশনের মাধ্যমে তিনি যে সত্য বর্ণনা করেছেন তা প্রকাশ করে যে, তিনি তা তার উদ্ধার কাজ সম্পন্ন করে বিশ্রামে আছেন (দেখুন ইব্রীয় ১০:১১-১৮ পদ) পুরাতন নিয়মের বিধি অনুসারের বিশ্রামবার ভঙ্গকারীর শাস্তি ছিল মৃত্যু (দেখুন যাত্রা ৩১:১২-১৭ পদ এবং ৩৫:১-৩ পদ)। ফরীশীরা যীশুকে বিশ্রামবার ভঙ্গকারী বলে মনে করত তাই তারা তাকে হত্যা করতে সুযোগের সন্ধানে ছিল।

যীশু বিশ্রামবার ভঙ্গকারী ছিলেন না কেননা তিনিই বিশ্রাম বারের কর্তা এবং তিনিই সত্যিকারের বিশ্রাম। সে কারণেই যারা খ্রীষ্টের কাছে আসে তারা তার মাঝে বিশ্রাম খুজে পায় কেননা যীশুই সত্যিকারের বিশ্রাম। খ্রীষ্টিয়ানদের আর সপ্তাহের বিশেষ কোন দিন বিশ্রামবার বলে পালনের প্রয়োজন নেই। প্রথম বিশ্রামবার ছিল লোকদেরকে খ্রীষ্টের দিকে আকৃষ্ট করার ছায়া মাত্র, খ্রীষ্টই আসল (দেখুন কলসীয় ২:১৬-১৭পদ)। খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্টের মধ্যে বিশ্রাম খুজে পেয়ে বিশ্রামবার বিধি পালন করে।

৪৬ ফরীশীরা দেখাতে চেয়েছে যে তারা ঈশ্বরের মঙ্গলময় বাক্য ভালবাসে। যদিও তাদের কাজের মাধ্যমে তার দেখিয়েছে যে তারা আসলে ঈশ্বরের সকল বাক্যেরই উদ্দেশ্য ছিল লোকদের তার পুত্রের কাছে আকর্ষণ করা ফরীশীরা যেহেতু ঈশ্বরের পুত্রকে অস্বীকার করেছে, ফলে ঈশ্বরের বাক্যকেও অস্বীকার করেছে।

৬ পরে ফরীশীরা বাহির হইয়া তৎক্ষণাৎ হেরোদীয়দের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিল, কি প্রকারে তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে পারে[৪৭]।

৭ পরে যীশু আপন শিষ্যদের সহিত সমুদ্রের নিকটে প্রস্থান করিলেন; তাহাতে গালীল হইতে বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল। ৮ আর যিহূদিয়া, যিরূশালেম, ইদোম, যর্দন নদীর অন্যপারস্থ দেশ এবং সোর ও

সীদোনের চারিদিক হইতে অনেক লোক, তিনি যে সমস্ত মহৎ মহৎ কার্য করিতেছিলেন, তাহা শুনিয়া তাঁহার নিকটে আসিল। ৯ তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে বলিলেন, ভিড় প্রযুক্ত যেন একখানি নৌকা তাঁহার জন্য প্রস্তুত থাকে, পাছে লোকে তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়ে। ১০ কেননা তিনি অনেক লোককে সুস্থ করিলেন, সেই জন্য ব্যাধিগ্রস্থ সকলে তাঁহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টায় তাঁহার গায়ের উপরে পড়িতেছিল। ১১ আর অশুচি আত্মারা তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া চেঁচাইয়া বলিত, ১২ আপনি ঈশ্বরের পুত্র; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দিতেন, যেন তাহারা তাঁহার পরিচয় না দেয়[৪৮]। ১৩[৪৯] পরে তিনি পর্বতে উঠিয়া, আপনি যাঁহাদিগকে ইচ্ছা করিলেন, নিকটে ডাকিলেন; তাহাতে তাঁহারা তাঁহার কাছে আসিলেন।

---

৪৭ খ্রীষ্ট দুঃখ্য ভোগ করেছেন যেন মানুষ সুস্থ হয়। তিনি ক্রুশে যে দুঃখ্য ভোগ করেছেন তার একটি ছোট্ট নমুনা এটি যেন সকল মানুষ সুস্থতা লাভ করে। এ সময়ে শিষ্যরা বুঝতে পারেনি যে, খ্রীষ্টকে অবশ্যই দুঃখ্য ভোগ করে মরতে হবে। যদিও খ্রীষ্ট দুঃখ্যভোগ করবেন এতে তাদের অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। খ্রীষ্টের দুঃখ্য ভোগের বিষয়টি পুরাতন নিয়মের ভাববাদীর একটি মূল বিষয় (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন যিশাইয় ৫০:৬-৭, ৫৩:৪-৮,লূক ২৪:২৬-২৭, ৪৪-৪৭ এবং ১ম পিতর ১:১০-১২ পদ)।

৪৮ যীশু চেয়েছেন যে তিনি যে চিহ্ন কার্য্য করেছেন তার মাধমে যেন লোকরা তার উপরে বিশ্বাস রাখে (দেখুন যোহন ২০:৩০-৩১ পদ এবং প্রেরিত ২:২২ পদ) এবং যারা তাকে ভালবাসে তাদের স্বাক্ষ্যের উপরে, মন্দ আত্মার কোন স্বক্ষ্যের উপরে নয়।

যীশুর কাজের সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ৭-১২ পদ। মার্ক এই সংক্ষিপ্ত সার অন্তভূক্ত করেছেন যেন তার পঠকেরা কোন একটি বিশেষ চিহ্ন বা যীশুর কথার উপর বেশী মনযোগী না হয় বরং সামগ্রিক ভাবে সকল চিহ্ন কার্য্যের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করে (দেখুন মার্ক ১:৩৪ এবং ৩৯ পদ) এই, সংক্ষিপ্ত সারের উদ্দেশই হচ্ছে আমরা যেন কোন একটি চিহ্ন কার্য্য নয় বরং সামগ্রিক ভাবে যীশুর পূর্ণ পরিচয়ের দিকে গুরুত্ব প্রদান করি। পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টের সম্পর্কে যে সকল ভাববানী রয়েছে সে

গুলোই তিনি পূর্ণ করেছিলেন। পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টেতে "চিহ্ন" সমূহের বর্ণনা পাওয়া যায় যিশাইয় ২৯:১৮, ৩০:২৬ ,৩৫:৫-৬, ৪২:৬-৭, ৪৯:২৪-২৫ পদ। লোকদের এই সকল চিহ্ন কার্য্যের "ওজন" বুঝে বিশ্বাসে খ্রীষ্টের কাছে আসা উচিৎ।

৪৯ খ্রীষ্টের সঙ্গে কত বিভিন্ন ধরনের লোক যুক্তছিল তার বর্ণনা দেখা যায়া ১৩-৩৫ পদে। ১৩-১৯ পদের মধ্যে বর্ণীত হয়েছে ১২ জন প্রেরীতের কথা। তিনি তাদেরকে ডেকে নিয়েছেন যেন তারা তার স্বীকৃত প্রতিনিধী হন। ২০-২১পদের মধ্যে বর্ণীত হয়েছে তার এ জাগতিক পরিবারের কথা। তারা মনে করত যে যীশু যেন পাগল হয়ে গেছে, তারা তাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিতে আসত। ২২-৩০ পদে বর্ণীত হয়েছে যিরুশালেমের অধ্যাপকদের কথা, যারা মনে করতেন যে, যীশুকে বেলসবুর (শয়তানের আর একটি নাম) এ পেয়েছে। ৩১-৩২ পদে পুনরায় বর্ণীত হয়েছে তার এ জাগতিক পরিবারের কথা যারা এনেছে যীশু যেন তাদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেন। চূড়ান্ত ভাবে ৩৩-৩৫ পদে বর্ণীত হয়েছে তাদের কথা যীশু যাদেরকে তার সত্যিকারের পরিবার বলে মনে করেন। এই লোকেরা তার সঙ্গে থেকে তার কথা শুনত সবসময় (আর একটি উদাহরণ দেখুন সত্যিকারের পারিবারিক সদস্যদের সম্পর্কে মার্ক ৫:১৫ পদে)। গরুত্বপূর্ণ লক্ষনীয় বিষয় হল যে, যীশু কেবল তার প্রেরিত এবং পরিবারের সদস্যদের কাছেই ঈশ্বরের রাজ্যের সম্পর্কে নিগুড় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন (দেখুন মার্ক ৪:১০-১২ পদ)।

১৪ আর তিনি বারো জনকে নিযুক্ত করিলেন (যাদেরকে তিনি প্রেরিত নাম দিলেন)[৫০], যেন তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, ও যেন তিনি তাঁহাদিগকে প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন, ১৫ এবং যেন তাঁহারা ভূত ছাড়াইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৬ আর তিনি শিমোনকে পিতর, এই নাম দিলেন, ১৭ এবং সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও সেই যাকোবের ভ্রাতা যোহন, এই দুই জনকে বোনেরগশ, অর্থাৎ মেঘধ্বনির পুত্র, এই উপনাম দিলেন[৫১]। ১৮ আর আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থোমা, আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকোব, থদ্দেয়, ও উদ্যোগী শিমোন, ১৯ এবং যে তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল, সেই ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা।

২০ পরে তিনি গৃহে আসিলেন, আর পুনর্বার এত লোকের সমাগম হইল যে, তাঁহারা আহার করিতেও পারিলেন না।

---

৫০ প্রেরিতদেরকে তাদের বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা, অথবা বিশেষ আর্শিবাদ কিংবা পবিত্রতার জন্য মননীত করা হয়নি। তারা খুবই সাধারন লোক। তারা ঈশ্বরের লোক হিসেবে মহান হয়েছিল কেননা খ্রীষ্ট তাদেরকে আহব্বান করেছেন, খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণ এবং খ্রীষ্টের উপর তাদের বিশ্বাসের কারণে ক্রুশের উপর যীশুর বিজয়ের কারণেই তিনি তার আত্মা, তাদের উপরে ঢেলে দিয়েছেন আর তারা সমুদয় জগতে তার সুসমাচার প্রচার করেছেন তার আদেশের প্রতি বাধ্য হয়ে (প্রেরিত ১:৮পদ)।

প্রেরিতদের গুরুত্ব কোনমতে খাটো করে দেখা যাবে না। যীশুর প্রত্যাশা অনুযায়ী তারাই হচ্ছেন পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী লোক। এটি আজও সত্যি। প্রেরিতদের এই বাক্য সত্য এবং এখনও কাজ করছে। অবশ্যই এ সকলের বাধ্য হতে হবে। যোহন ১৪:২৫-২৬ এবং ১৬: ১২-১৫ পদ অনুযায়ী যীশুর বাক্যানুসারে এটা সহজেই বোঝা যায়। প্রেরিতদের উপরেই দ্বায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে সঠিক ভাবে খ্রীষ্টের বাক্য ও ইতিহাস এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় ঘোষণা করতে। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের লেখা সমূহ এবং তাদের শিক্ষা একত্রে ঈশ্বরের বাসস্থানের ভিত্তি স্থাপন করেছে (দেখুন ইফিষীয় ২:১৯-২০পদ)। প্রথম শতাব্দি এবং বর্তামান উভয় মন্ডলীই নির্ভর করে প্রেরীতদের শিক্ষার উপর (দেখুন প্রেরিত ২:৪২পদ)। যদি কোন স্থানীয় মন্ডলী প্রেরিতদের শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তবে সে ঠিক খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কেননা প্রেরীতেরাই হচ্ছেন খ্রীষ্টের স্বীকৃত প্রতিনিধি।

মন্ডলীতে যারা আছেন তাদেরকে প্রেরিতদের সঠিক শিক্ষার ধরন বিবেচনা করতে হবে। তারা কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন? কোন বিষয় গুলোকে তারা গুরুত্ব দেননি? প্রেরীতেরা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে যে শিক্ষা দিয়েছেন মন্ডলী যদি সেই শিক্ষা সমূহকে গুরুত্ব দিয়ে ধরে না রাখে তবে সে মহা বিপদে আছে। প্রেরিতদের শিক্ষামালা মন্ডলীর সুরক্ষার জন্য বেড়া তৈরী করে। সেই বেড়ার ভেতরে আছে অনন্ত জীবন, শান্তি, আনন্দ, সুস্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা। প্রেরিতদের এই নিরাপত্তা বেষ্টনির বাইরে রয়েছে অনন্ত মৃত্যু।

এটা কোন দূর্ঘটনা নয় যে ১২ জন শিষ্য সেখানে ছিলেন। পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েল জাতি ১২ বংশে বিভক্ত। যীশুই ঈশ্বরের আসল "ইস্রায়েল" তারও ১২ বংশ রয়েছে

প্রেরিতরা। ইস্রায়েলকে "পুনর্গঠনের" প্রয়োজন হল কারণ তাদের অবাধ্যতা। স্বরণ কর ইস্রায়েল প্রতিমা পূজার কারণে জাতিগনের মাঝে ছিন্ন ভিন্ন হয়েছিল। যা হোক ভাববাদীদের ভাব্বানী করেছেন যে তারা পুনরায় সুসংগঠিত হবে (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৩০পদ)। ঈশ্বরের লোকদের জন্য যে প্রতিজ্ঞা তার শুরুই খ্রীষ্টকে দিয়ে। তিনি হচ্ছেন সত্যিকারের ইস্রায়েলিয় সত্যিকারের ঈশ্বর পুত্র। ১২ জন শিষ্যই হচ্ছে নতুন ঈশ্বেরের লোকদের ভিত্তি। প্রেরিতদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানে ঈশ্বরের লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

৫১ প্রথম আদম যেমনি প্রাণিকূলের নাম করন করেছিলেন (দেখুন আদি ২:১৯ পদ) শেষ আদম (দেখুন ১করন্থিয় ১৫:৪৫ পদ) যীশু তেমনি তার শিষ্যদের নাম দিয়েছেন।

২১ ইহা শুনিয়া তাহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে ধরিয়া লইতে বাহির হইল, কেননা তাহারা বলিল, সে হতজ্ঞান হইয়াছে[৫২]। ২২ আর যে অধ্যাপকেরা যিরূশালেম হইতে আসিয়াছিল, তাহারা কহিল, ইহাকে বেল্‌সবূবে পাইয়াছে, ভূতগণের অধিপতি দ্বারা এ ভূত ছাড়ায়[৫৩]। ২৩ তখন তিনি তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া কহিলেন, শয়তান কি প্রকারে শয়তানকে ছাড়াইতে পারে? ২৪ কোন রাজ্য যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে সেই রাজ্য স্থির থাকিতে পারে না। ২৫ আর কোন পরিবার যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হইয়া পড়ে, তবে সেই পরিবার স্থির থাকিতে পারিবে না। ২৬ আর শয়তান যদি আপনার বিপক্ষে উঠে, ও ভিন্ন হয়, তবে সেও স্থির থাকিতে পারে না, কিন্তু তাহার শেষ হয়। ২৭ আর অগ্রে সেই বলবান ব্যক্তিকে না বাঁধিলে কেহ তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্রব্য লুণ্ঠন করিতে পারে না; কিন্তু বাঁধিলে পর সে তাহার ঘর লুণ্ঠন করিবে[৫৪]।

---

৫২ যীশুর জাগতিক পরিবার এই সময়ে তার পরিবার বা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে বুঝতে পারেনি। এই বিষয়টি পুরাতন নিয়মে ভাব্বানী রয়েছে (দেখুন গীত ৬৯:৮-৯পদ)।

৫৩ যিরুশালেমের ধর্মীয় নেতাদের বোঝা উচিৎ ছিল যে যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। তাদের উচিৎ ছিল যীশুর চিহ্ন কার্য্য সমূহ দেখে খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ইস্রায়েল এর লোকদেরকে খ্রীষ্টের উপরে নির্ভর করতে আহব্বান জানান। যিরুশালেমের নেতারা তা না করে যীশু মন্দ আত্মা গ্রস্থ বলে ঘোষণা করেছে এবং সে কারণে তারা শয়তানের কাজ করেছে।

এই অংশের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত যিশাইয় ৪০:৯-১১ পদ দেখুন। এটি যিরুশালেমের জন্য একটি আহব্বান কেননা এটা খ্রীষ্টের অগমন দেখেছে এবং তার আগমনের সুসমাচার ছড়িয়ে পরেছে। যিরুশালেমের ধর্মীয় নেতারা এই অব্বংশ পূর্ণ করেনি। মন্ডলী আজও এই অব্বংশ পূর্ণ করে চলেছে।

৫৪ যীশু জোর দিয়ে বলেছেন যে, তিনি মন্দ আত্মায় পূর্ণ নন। তিনি শয়তানের সঙ্গে কাজ করছেন না বা শয়তানের শক্তিতে কাজ করছেন না। বরং তিনি শয়তানের রাজ্য ধ্বংশ করছেন। তিনি শয়তান (বলবান মানুষ) কে বেধেছেন কারণ তিনি শয়তানের চেয়ে বলবান এবং তার "ঘরে" ঢুকে সকল সম্পদের দখল নিয়েছেন (দেখুন প্রেরিত ১০: ৩৮পদ)। আপনি যদি যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী হন তবে আপনি দখল হয়েছিলেন তা উদ্ধার হয়েছে। আপনি অন্ধকারের রাজ্য থেকে উদ্ধার পেয়েছেন কারণ শয়তানের থেকে বলবান একজন এসেছেন (দেখুন ইফিষীয় ২:১-৩পদ) যতবার যীশু অসুস্থকে সুস্থ করেছেন বা মন্দ আত্মা দূর করেছেন অথবা পাপের ক্ষমা দিয়েছেন সে সকলই একটি চিহ্ন যে, বলবান একজন এসেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যে যীশুর দিকে ফিরেছে সে সকল একটি চিহ্ন যে বলবান একজন এসেছেন।

২৮ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, মনুষ্য সন্তানেরা যে সমস্ত পাপকার্য ও ঈশ্বরনিন্দা করে, সেই সকলের ক্ষমা হইবে। ২৯ কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, অনন্তকালেও তাহার ক্ষমা নাই, সে বরং অনন্ত পাপের দায়ী। ৩০ উহাকে অশুচি আত্মায় পাইয়াছে, তাহাদের এই কথা প্রযুক্ত তিনি এইরূপ কহিলেন[৫৫]।

৩১ আর তাঁহার মাতা ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ আসিলেন, এবং বাহিরে
দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ৩২ তখন তাঁহার চারিদিকে
লোক বসিয়াছিল; তাহারা তাঁহাকে কহিল, দেখুন, আপনার মাতা ও
আপনার ভ্রাতৃগণ বাহিরে আপনার অন্বেষণ করিতেছেন। ৩৩ তিনি উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমার মাতা কে? আমার ভ্রাতারাই বা
কাহারা? ৩৪ পরে যাহারা তাঁহার চারিদিকে বসিয়াছিল, তিনি তাহাদের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এই দেখ, আমার মাতা ও আমার
ভ্রাতৃগণ; ৩৫ কেননা যে কেহ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার
ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা[৫৬]।

---

৫৫ যীশু ২৮-৩০ পদে পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব ও কাজকে সম্মান করেছেন, ত্রীত্বের তৃতীয় ব্যক্তি যিনি অধ্যাপকদের দ্বারা চরম ভাবে অপমানিত হয়েছেন (দেখুন ২২পদ)। লক্ষ করুন ত্রীত্বের তৃতীয় সদস্যদের সম্মান ও সুনামের প্রতি যীশুর বিশেষ খেয়াল রয়েছে। খ্রীষ্ট অনুসারি হিসাবে আমাদেরও ঈশ্বরের সুনামের দিকে যীশুর মতই একই রকম খেয়াল রাখা উচিৎ।

২৮-৩০ পদে আমাদের জন্য মহিমাময় প্রতিজ্ঞা ও ভয়ঙ্কর সাবধান বাণী রয়েছে। মহিমাময় প্রতিজ্ঞাটি হচ্ছে যে, প্রত্যেক পাপের ক্ষমা হবে। যীশু এটি দেখিয়েছেন করগ্রাহী ও পাপীদের সঙ্গে ভোজন পান করে। ভয়ঙ্কর সাবধান বাণী হচ্ছে যে, পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে পাপ কোন ক্ষমার অযোগ্য। পবিত্র আত্মাকে মন্দ আত্মা বলা একটি অনন্তকালীর অপরাধ যার কোন ক্ষমা নেই (দেখুন যিশাইয় ৬৩:১০পদ)।

৫৬ রক্তের সম্পর্কে যারা যীশুর সঙ্গে যুক্ত তিনি তাদেরকে তার সত্যিকারের পরিবার বলে বিবেচনা করেননি। তার সত্যিকারের পরিবার হল তারা যারা তার চরনে বসে এবং তার কথা শুনে ও তিনি যা বলেন তা পালন করে। যীশুর কথা লোকেরা দ্বিতীয় বিবরণ ১৮: ১৫-১৯ পদে উল্লেখিত বাক্যের বাধ্য হয় (মার্ক ৯:৭ পদে খ্রীষ্ট সম্পর্কে পিতা ঈশ্বরের বাক্য দেখুন)।

মার্ক ৪ অধ্যায়

১ পরে তিনি আবার সমুদ্রের তীরে উপদেশ দিতে লাগিলেন; তাহাতে
তাঁহার নিকটে এত অধিক লোক একত্র হইল যে, তিনি একখানি
নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রে বসিলেন, এবং সমাগত লোক সকল সমুদ্রের
তীরে স্থলে থাকিল। ২ তখন তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে অনেক
উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপদেশের মধ্যে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,
৩ শুন;[৫৭] দেখ, বীজবাপক বীজ বপন[৫৮] করিতে গেল; ৪ বপনের সময়ে
কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষীরা আসিয়া তাহা খাইয়া
ফেলিল। ৫ আর কতক বীজ পাষাণময় স্থানে পড়িল, যেখানে অধিক
মাটি পাইল না; তাহাতে অধিক মাটি না পাওয়াতে তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত
হইয়া উঠিল, ৬ কিন্তু সূর্য উঠিলে পর পুড়িয়া গেল, এবং তাহার মূল না
থাকাতে শুকাইয়া গেল। ৭ আর কতক বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়িল,
তাহাতে কাঁটাবন বাড়িয়া তাহা চাপিয়া রাখিল, তাহার ফল ধরিল না।
৮ আর কতক বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ও বাড়িয়া
উঠিয়া ফল দিল; কতক ত্রিশ গুণ, কতক ষাট গুণ, ও কতক শত গুণ
ফল দিল। ৯ পরে তিনি কহিলেন, যাহার শুনিবার কান থাকে, সে
শুনুক। ১০ যখন তিনি নির্জনে ছিলেন, তাঁহার সঙ্গীরা সেই দ্বাদশ জনের
সহিত তাঁহাকে দৃষ্টান্ত কয়টির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন[৫৯]। ১১ তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাদিগকে দত্ত
হইয়াছে; কিন্তু ঐ বাহিরের লোকদের নিকটে সকলই দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা
হইয়া থাকে;

---

৫৭ মার্ক ৪ অধ্যায় আমরা দেখি যে, যীশু ঈশ্বরের বাক্য বলছেন, এবং লোকদেরকে আদেশ করছেন এই বাক্য "শুনতে"। (এই অধ্যায়ে শুনতে ক্রিয়া পদটি ১৩ বার ব্যবহার হয়েছে। "শুনতে" শব্দটির অর্থ এখানে সাধারন ভাবে শোনা থেকে বেশি কিছু। এ কথার অর্থ হচ্ছে যীশুর বাক্য শোনা। তিনি যে বাক্য

বলছেন সে বাক্যকে ভালবাসা এবং এই বাক্যের বাধ্য হওয়া। যীশুর এই বাক্যকে শুনতে অস্বীকার হচ্ছে পাপ। এটা পাপ কেননা পিতা ঈশ্বর যীশুকে জীবিত করেছেন এবং তার বাক্য যীশুর মুখে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ অধ্যায়ে মোশির পূর্ণতা যিনি সাধন করেছেন যীশুই সেই ব্যক্তি (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫ পদ)। আগ্রহের সঙ্গে তার বাক্য শুনতে ঈশ্বরের লোকদের এই ভাববাদীর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। অপেক্ষা করতে হয়েছে যে কখন ঈশ্বর এই ভাববাদীকে উৎপন্ন করবেন। যীশু মোশির মত কেননা তিনি ঈশ্বরকে সম্মুখা সম্মুখি ভাবে দেখেন (পুরাতন নিয়মে আর কোন ভাববাদীর জন্য এ কথা বলা হয়নি)। যীশুকে অস্বীকার করা মানে পিতা ঈশ্বরকেই অস্বীকার করা। "আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৮-১৯ পদ)। আরও দেখুন মার্ক ৯:৭ পদ এবং প্রেরিত ৩: ২২-২৩ পদ।

৫৮ মথি, মার্ক ও লূক সুসমাচারে বীজ বাপকের দৃষ্টান্তটি হচ্ছে প্রথম উপমা। এই উপমাটি তার গুরুত্বেও কারণেই প্রথমে এসেছে। এই উপমাতে আমরা তাদের বর্ণনা পাই যারা ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার শুনেছে এবং অস্বীকার করেছে (মন্দ ভূমি) এবং তাদের বর্ণনা যারা ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার শুনে গ্রহণ করেছে (উত্তম ভূমি)।

৫৯ মার্ক ৩:৩৪ যীশু দেখিয়েছেন যে, যারা তার চারপাশে বসে তার কথা শুনছিল তারাই হচ্ছে তার প্রকৃত পরিবার। এখানে আমরা দেখি যে যীশু তার পরিবারের সদস্যদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের নিগুরতত্ত্ব প্রকাশ করছেন।

খ্রীষ্টের বাক্য সমূহ হচ্ছে অনুগ্রহের দান যা অবশ্যই সংগৃহিত হওয়া উচিৎ। তিনি ঈশ্বরকে সামনা সামনি দেখেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের কাছে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের সম্বন্ধে যা দেখেছেন তা বর্ণনা করেন। যারা তার এই প্রকৃত পরিবারের বাইরে আছে (যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস রাখেনি)। খ্রীষ্টের এই বাক্য তারা পায়না। তার এই বাক্যের বর্ণনা পায়না কারণ তারা এটা চায়না। তারা খ্রীষ্ট কিংম্বা তার বাক্যকে ভালোবাসে না। তারা তার চরনে বসবে না।

১২ যেন,
তাহারা দেখিয়া দেখে, কিন্তু টের না পায়,
এবং শুনিয়া শুনে, কিন্তু না বুঝে,
পাছে তাহারা ফিরিয়া আইসে,
ও তাহাদিগকে ক্ষমা করা যায়[৬০] ।
১৩ পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এই দৃষ্টান্ত কি বুঝিতে পার না?
তবে কেমন করিয়া সকল দৃষ্টান্ত বুঝিতে পারিবে?[৬১] ১৪ সেই বীজবাপক
বাক্য বীজ বুনে। ১৫ পথের পার্শ্বে যাহারা, তাহারা এমন লোক,
যাহাদের মধ্যে বাক্য বীজ বুনা যায়; আর যখন তাহারা শুনে, তৎক্ষণাৎ
শয়তান আসিয়া, তাহাদের মধ্যে যাহা বপন করা হইয়াছিল, সেই বাক্য
হরণ করিয়া লইয়া যায়[৬২] । ১৬ আর সেইরূপ যাহারা পাষাণময় ভূমিতে
উপ্ত, তাহারা এমন লোক, যাহারা বাক্যটি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আহ্লাদপূর্বক
গ্রহণ করে; ১৭ আর তাহাদের অন্তরে মূল নাই, কিন্তু তাহারা অল্পকাল
মাত্র স্থির থাকে, পরে সেই বাক্য হেতু ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে
তৎক্ষণাৎ বিঘ্ন পায়। ১৮ আর অন্য যাহারা কাঁটাবনের মধ্যে উপ্ত,
তাহারা এমন লোক, ১৯ যাহারা বাক্যটি শুনিয়াছে, কিন্তু সংসারের চিন্তা,
ধনের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের অভিলাষ ভিতরে গিয়া ঐ বাক্য চাপিয়া
রাখে[৬৩], ২০ তাহাতে তাহা ফলহীন হয়। আর যাহারা উত্তম ভূমিতে
উপ্ত, তাহারা এমন লোক,

---

৬০ এটা যিশাইয় ৬:৯-১০পদের উদ্ধৃতি। যীশু যারা বাইরে আছে তাদের সকলকে সাবধান করছেন (তাহারা যারা আমার কাছে বসে আমার কথা শুনবে না) যিশাইয়র এই ভাব্বানী রয়েছে যিশাইয় ৬:৯-১৩ পদে যা তাদের জন্য প্রজোয্য। যদিও যীশু কেবল ৯ পদ উল্লেখ করেছেন। এই বাক্যের সঙ্গে যে এর সম্পর্ক আছে সেটা বোঝা অত্যন্ত জরুরী (১০-১৩ পদ) কেননা যিহুদী নেতারা হয়ত এই বাক্য মুখস্ত রেখেছেন এবং এ ও জীবিত সে যীশু বলেছিলেন এই বাক্যের প্রয়োগ তাদের প্রতি প্রযোজ্য। যীশু বলেছেন যে যদিও তাদের চোখ আছে তথাপি তারা দেখতে

পায়না, কান থাকলেও শুনতে পারবে না (অন্য ভাবে বলা যায় বুঝে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা খ্রীষ্টের কাছে না আসছে) তারা আক্ষরিক অর্থেই সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংশ হবে।

৬১ মার্ক সুসমাচারের শিষ্যদের সম্পর্কে এটাই প্রথম না বোধক মন্তব্য। যীশু কে এবং তিনি কি জন্য এসেছেন তা বোঝার গতি অত্যন্ত ধীর এদের। দেখুন মার্ক ৪:৪০-৪১ পদ, ৬:৫১-৫২, ৭:১৭-১৯, ৮:১৪-২১, ৪:৩১-৩৩ এবং ৯:৩০-৩২ পদ। যীশু চেয়েছেন সে তার শিষ্যরা যে চিহ্ন কার্য্য দেখেছে এবং যে বাক্য শুনেছে সেই বিষয়ে অত্যন্ত গভীর ভাবে চিন্তা করে। তারা গভীর ভাবেই ভাবছে তবে তারা বিভ্রান্ত। খ্রীষ্টকে স্পষ্ট রূপে জানতে স্বর্গের একটি অলৌকিক কাজ তাদের দরকার।

৬২ মার্ক ৩:২৭ পদ যদিও স্পষ্ট করেছে যে, খ্রীষ্ট শয়তান কে বন্দি করেছেন এবং "তার ঘরের দখল" নিয়েছেন। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শয়তান তার পরেও মহা বিপদ ঘটাতে সক্ষম। প্রাণঘাতি ক্ষত নিয়েও বিষধর সাপ যেমন তার পাশে ছোবল মারে তেমনি শয়তান এখনও বিপদজনক। সেই সময় আসবে যখন এই শয়তান চূড়ান্ত ভাবে "অগ্নি ও গন্ধক হ্রদে" নিক্ষিপ্ত হবে (দেখুন প্রকাশিতবাক্য ২০: ১০পদ)। সেই দিন পর্যন্ত প্রভু যীশুকে বিশ্বাসীদের সাবধান থাকা প্রয়োজন (দেখুন ১পিতর ৫:৮-৯পদ)।

৬৩ যদিও কিছু লোক প্রাথমিক ভাবে কিছু সময়ের জন্য আনন্দের সঙ্গে এই বাক্য বিশ্বাসে গ্রহণ করে প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে এর অর্থ এই নয় যে, তাদের পরিত্রাণের বিশ্বাস আছে সত্যিকারের খ্রীষ্টের পরিবারের সদস্য হয়েছে। কোন ব্যক্তির সত্যিকারে পরিত্রাণের বিশ্বাস রয়েছে তার এক মাত্র প্রমাণ হচ্চে উত্তম ফসল। এক জন ব্যক্তি কেমন ভূমি তার সাক্ষদেয় এই ফসল (দেখুন মথি ৩: ৮ পদ এবং ৭: ১৫-২০পদ)। যদিও লোকেরা প্রাথমিক ভাবে যীশুর আশ্চার্য্য কাজ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, তথাপি তাদের অধিকাংশই উত্তম ফসল উৎপন্ন করতে পারেনি। তারা মন্দ ভূমির একটি উদাহরণ। একারণে স্বভাবতই তারা যীশুকে ত্যাগ করেছে (দেখুন যোহন ৬:৬০-৭১ পদ)।

যাহারা সেই বাক্য শুনিয়া গ্রাহ্য করে, এবং কেহ ত্রিশ গুণ, কেহ ষাট গুণ, ও কেহ শত গুণ, ফল দেয়[৬৪]। ২১ তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, ঢাকনার নিচে কিম্বা খাটের নিচে রাখিবার জন্য কেহ কি প্রদীপ আনে? না দীপাধারের উপরে রাখিবার জন্য[৬৫]? ২২ কেননা এমন গুপ্ত কিছুই নাই, যাহা প্রকাশিত হইবে না; এমন লুক্কায়িত কিছুই নাই, যাহা প্রকাশ পাইবে না[৬৬]। ২৩ যাহার শুনিবার কান থাকে, সে শুনুক। ২৪ আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা দেখিও, কি শুন; তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে; এবং তোমাদিগকে আরও দেওয়া যাইবে। ২৫ কারণ যাহার আছে, তাহাকে আরও দেওয়া যাইবে;

---

৬৪ এই উপমাটি দুই ধরনের ভূমি নিয়ে, মন্দ ভূমি যা ফসল উৎপন্ন করে না এবং উত্তম ভূমি যা প্রচুর ফসল উৎপন্ন করে। মন্দ ভূমি সম্পর্কে যীশু তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন (পথের পাশের ভূমি, পাথরময় ভূমি এবং কাটা ঝোপ পূর্ণ ভূমি) এবং উত্তম ভূমির তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন (সে ভূমি ত্রিশগুণ, যে ভূমি ষাট গুন এবং যে ভূমি শতগুন ফসল উৎপন্ন করে)। মন্দ ভূমিকে খ্রীষ্টের প্রকৃত অনুসারী হিসেবে দেখা যায়না। সত্যিকারের খ্রীষ্টের অনুসারীরা তার বাক্য শয়তানকে ছিনিয়ে নিতে দেয়না। নির্যাতনের ফলে তারা পিছিয়ে পরে না এবং কাটার আঘাতে থমকে যায়না। খ্রীষ্টের সত্যিকারের অনুসারীরা ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত স্থির থাকে। উত্তম ভূমি অলৌকিক ভাবে প্রচুর পরিমানে শস্য উৎপন্ন করে। খ্রীষ্টে যারা আছে তাদের সকলের জন্যই এটা সত্যি। এমন কোন বিশ্বাস নেই যা কোন ফল উৎপন্ন করে না। যারা খ্রীষ্টে আছে তার প্রচুর ফল উৎপন্ন করে (দেখুন যোহন ১৫: ১-৮ পদ)।

আদিপুস্তক ১: ২৮ পদে, ঈশ্বর মানুষকে আর্শিবাদ করেছেন এবং বলেছেন "প্রজাবন্ত ও বহু বংশ হও"। উত্তম ফসলের উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের মহা গৌরব প্রকাশ করা যেন তার মহত্ত প্রকাশ পায়। আদম উত্তম ফসল উৎপন্ন করতে পারেনি। ঈশ্বরের মঙ্গলময় বাক্য সংরক্ষণের পরিবর্তে সে বিদ্রহ করেছে ফলে এদন বাগান থেকে বিতাড়িত হয়ে অভিশপ্ত ভূমিতে বাস করতে হয়েছে যেখানে উত্তম ফসল উৎপন্ন করতে পারেনি সে। যারা খ্রীষ্টে আছে তারা বন্ধা মরুপ্রান্তর যা কোন

ফসল উৎপন্ন করেনা সেখানে বাস করছেনা। কারণ খ্রীষ্টের কারণে অভিশাপ উল্টে গেছে। খ্রীষ্ট হচ্ছেন নতুন এদন বাগানের মত - তিনিই সেই "স্থান" যেখানে উত্তম ফসল উৎপন্ন হয়। (দেখুন গালাতিয় ৫:২২-২৩ পদ যেখানে খ্রীষ্টের যারা আছে তাদের জীবনে কি ধরনের ফসল উৎপন্ন হয় তার বর্ণনা পাওয়া যায়।

৬৫ বাস্তবে গ্রীক ভাষায়, পাঠ করা হয়, "ঝুড়ির নিচে রাখার জন্য কি আলো এসেছিল?" যীশুই সেই আলো যা অত্যন্ত অন্ধকার এ জগতে এসেছে (দেখুন যোহন ৪:১২পদ এবং প্রকাশিতবাক্য ২১:২৩ পদ)। তিনি নিরব থাকবেন বলে আসেননি (তার সঙ্গে ফরীশীরা এটাই করতে চেয়েছিল)। তাকে লুকিয়ে রাখা যাবে বলে তিনি আসেননি (তার জাগতিক পরিবার এই কাজটি করতে চেয়েছিল)। তিনি এসেছেন যেন প্রকাশিত হন এবং ভালবাসা, নির্ভরতা ও আরাধনা পান। তিনি এসেছেন যেন সকলেই আলো দেখতে পায়, তার আলোকে ভালবাসে এবং তার আলোয় পরিত্রাণ পায়। আরও দেখুন যোহন ১:৫-৯ পদ এবং ৩:১৯-২১ পদ।
যেহেতু যীশুই জগতের জ্যোতি সেহেতু যারা তার মধ্যে রয়েছে তাদের মধ্যে তার জ্যোতি আছে তাই তাদেরকেও জগতের জ্যোতি বলে ডাকা হয়। (দেখুন মথি ৫: ১৪-১৬ পদ)।

৬৬ যীশু "গোপন" পথে এসেছেন। লোকেরা তার অনন্তকালীন মহিমা দেখতে তার বাহ্যিক অবয়বের উপর নির্ভর করতে পারেনা (দেখুন যিশাইয় ৫৩;১-২ পদ)। তাদের বিশ্বাসের চোখ দিয়ে তার মহিমা দেখা প্রয়োজন। কিন্তু যীশুর মহিমা চিরদিন গোপন থাকুক ঈশ্বরের এমন উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বর নম্রতার খ্রীষ্টকে পাঠিয়েছেন যেন সকলেই তার আসল মহিমা দেখতে পায় (দেখুন ফিলিপীয় ২:৫-১১পদ)।

আর যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট হইতে লওয়া যাইবে[৬৭]। ২৬ তিনি আরও কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য[৬৮] এইরূপ। ২৭ কোন ব্যক্তি যেন ভূমিতে বীজ[৬৯] বুনে; পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও উঠে, ইতিমধ্যে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠে, কিন্তু কিরূপে তাহা বাড়িয়া উঠে তাহা সে জানে না। ২৮ ভূমি আপনা আপনি ফল উৎপন্ন করে; প্রথমে অঙ্কুর, পরে শীষ, তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য।

২৯ কিন্তু ফল পাকিলে সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়, কেননা শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত[৭০]।

৩০ আর তিনি কহিলেন, আমরা কিসের সহিত ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করিব? কোন্ দৃষ্টান্ত দ্বারাই বা তাহা ব্যক্ত করিব? ৩১ তাহা একটি সরিষা দানার তুল্য; সেই বীজ ভূমিতে বুনিবার সময়ে ভূমির সকল বীজের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র বটে, ৩২ কিন্তু বুনা হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সকল শাক হইতে বড় হইয়া উঠে, এবং বড় বড় ডাল ফেলে; তাহাতে আকাশের পক্ষিগণ তাহার ছায়ার নিচে বাস করিতে পারে[৭১]।

---

৬৭ খ্রীষ্টের শিক্ষা আমরা কিভাবে শুনি সেই বিষয়ে যীশু কথা বলেছেন। আমরা যদি তার প্রতি সম্পূর্ণ মনযোগী হই তবে তিনি আমাদেরকে আরও বেশী দেবেন। আমরা তার যে বাক্য শুনেছি তার প্রতি যদি আমরা মোটেও মনযোগী না হই তবে আমাদেরকে যে বাক্য দেওয়া হয়েছে তাও কেরে নেওয়া হবে। বাধ্যতায় ও আনন্দে খ্রীষ্টকে গ্রহণ কর তবে ঈশ্বর তার আর্শীবাদ তোমার উপর ঢেলে দেবেন। খ্রীষ্টকে অস্বীকার করলে ঈশ্বরও তোমায় অস্বীকার করবেন। এই উপমা যারা খ্রীষ্টের নির্ভর করেছে তাদের মনে প্রত্যাশা যোগায়। আর অনেক তাদেরকে দেওয়া হবে। এ কথার অর্থ এই নয় যে ,যারা খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেছে তারা এ জীবনেই একসঙ্গে ঈশ্বরের সকল আর্শিবাদ লাভ করেছে। খ্রীষ্টের মত সত্যিকারের বিশ্বাসীরা এই সময়ে নির্যাতন ভোগ করবে।

৬৮ ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ক পাওয়া যায় মার্ক ১:১৫, ৪:১১, ৪:২৬, ৪:৩০, ৯:১, ৯:৪৭, ১০:১৪, ১০:১৫, ১০:২৩, ১০:২৪, ১০:২৫ ,১২:৩৪, ১৪:২৫, ১৫:৪৩ পদে, এর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত বিষয়, "আমাদের পিতা দায়ূদের রাজ্য" পাওয়া যায় ১১:১০পদে।

৬৯ দেখুন মার্ক ১:১৫পদ "বীজ" হচ্ছে সুসমাচারের বাক্য। সুসমাচার অনুতাপ ও বিশ্বাস দাবী করে।

৭০ সুসমাচার যেহেতু রোপিত হয়েছে প্রকৃত ঈশ্বরের পরিবারের সদস্যরা নিশ্চিত হতে পারে যে ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটা তারা দেখতে পাক সেই লোকটির মত যে জেগে আছে অথবা (সে লোকটির মত যে ঘুমিয়ে আছে)। খ্রীষ্টের পরিবারের সত্যিকারের সদস্যদের নিশ্চিত করা যায় যে এই বীজ মরবে না বরং

বৃদ্ধি পাবে এবং শস্য সংগ্রহের সময় স্বাভাবিক ভাবে অবশ্যই আসবে। এই উপমাটি অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক বিশেষ করে যখন মনে হয় যে, ঈশ্বরের রাজ্য অপসারিত হচ্ছে সেই সময়। "বীজ" এ উপমাটি (১-৯, ২৫-২৯ এবং ৩০-৩২ পদ) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে যে বীজ ফসল উৎপন্ন করে এই বিষয়ে। ঈশ্বরের বীজ সেই উৎপন্ন করে কেননা যীশুই হলেন ফসল উৎপন্নকারী সেই ব্যক্তি (দেখুন যিশাইয় ১১:১পদ এবং যোহন ১৫:১-১১পদ)।

৭১ সরষে দানার উপমাটি ঠিক এটির আগের উপমার মতই, উদ্দেশ্য হচ্ছে খ্রীষ্টের প্রকৃত পরিবারের সদস্যদের অনুপ্রাণিত করা। যীশু চেয়েছেন যে তার পরিবারের সদস্যরা যেন জানতে পারে যে, ঈশ্বরের রাজ্যের সূচনা এই সরষেদানার মত হয়। তিনি এটাও চান যে, যেন তারা জানে এটা ছোট থাকবে না। ঈশ্বরের রাজ্য অতি ক্ষুদ্র মনে হলেও এটি সম্ভবতই এমন একটা কিছুতে পরিনত হবে যার তুলনা করা যায় একটা খুব বড় গাছের সঙ্গে যেটা পুরো বাগান জুরে আছে। যীশু চাননি যে ঈশ্বরের রাজ্য এ জগতকে পরিপূর্ণ করবে তার অপেক্ষা করতে তার পরিবারের সদস্যরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধি পাওয়ার এই সময় যার জন্য আমরা পরি যে, বিশ্বাস ও ধৈর্যের মাধ্যমে আমরা প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারী হই(দেখুন ইব্রীয় ৬:১২ পদ)।

৩৩ এই প্রকার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি তাহাদের শুনিবার ক্ষমতা অনুসারে তাহাদের কাছে বাক্য প্রচার করিতেন; ৩৪ আর দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে তাহাদিগকে কিছুই বলিতেন না; পরে বিরলে আপন শিষ্যদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিতেন।

৩৫ সেই দিন সন্ধ্যা হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, চল, আমরা ওপারে যাই[৭২]। ৩৬ তখন তাঁহারা লোকদিগকে বিদায় করিয়া, তিনি নৌকাখানিতে যেমন ছিলেন, তেমনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন; এবং আরও নৌকা তাঁহার সঙ্গে ছিল। ৩৭ পরে ভারী ঝড় উঠিল, এবং তরঙ্গমালা নৌকায় এমনি আঘাত করিল যে, নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল। ৩৮ তখন তিনি নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রিত

ছিলেন;[৭৩] আর তাঁহারা তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, হে গুরু, আপনার কি চিন্তা হইতেছে না যে, আমরা মারা পড়িলাম? ৩৯ তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতাসকে ধমক্ দিলেন, ও সমুদ্রকে বলিলেন, নীরব হও, স্থির হও; তাহাতে বাতাস থামিল, এবং মহাশান্তি হইল। ৪০ পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এইরূপ ভীরু হও কেন? এ কেমন, তোমাদের বিশ্বাস নাই? ৪১ তাহাতে তাঁহারা অতিশয় ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ইনি তবে কে যে, বায়ু এবং সমুদ্রও ইহাঁর আজ্ঞা মানে?[৭৪]

---

৭২ মার্ক এই ঘটনাটি উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই উপমাটির পরে রেখেছেন। এই ঘটনাটির উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস দৃঢ় করা। আক্ষরিক অর্থে তিনি নির্ভরযোগ্য। তাদের এ যাত্রা কত বিপদজনক ছিল সেটা কোন বিষয় নয় (বিশৃঙ্খলার প্রতিক ছিল সমুদ্র), খ্রীষ্ট তার লোকদেরকে যে স্থানে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি তাদের যেখানে নেবেন। তিনি ভিত নন তাই তাদেরও ভয় করার প্রয়োজনা নেই।

সকল কিছু দখল করতে ঈশ্বরের রাজ্য (এটা যেন হবে বাগানের সবচেয়ে বড় গাছের মত) যখন ক্ষুদ্র সূচনা থেকে পরিবর্তিত হচ্ছে (এটা ক্ষুদ্র সরিষাদানার মত শুরু হয়েছ) তখন যীশুর পরিবারের প্রকৃত সদস্যদের দুঃসময়ে টিকে থাকতে অধ্যাবসায়ী হতে দৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন। ঈশ্বরের রাজ্য আর ক্ষুদ্র সরিষারদানার মত নেই। ইতিমধ্যে এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু এটা এখন পূর্ণ বৃক্ষে পরিনত হয়নি তথাপি বড় হচ্ছে। যীশু যে চিহ্নকার্য্য করেছেন তা দেখে, এর অর্থ বিবেচনা করে যীশুতে নির্ভর করার মাধ্যমে এই "বৃদ্ধি" পাওয়ার সময়ে যীশুর পরিবারের প্রকৃত সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

এই ঘটনাটির মূল বিষয় হচ্ছে সকল কিছুকে (এমনকি দুর্যোগপূর্ণ সমূদ্রও) তার বাধ্য করার ক্ষমতা খ্রীষ্টের আছে। সে কারণেই তিনি নির্ভরযোগ্য যে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা তিনি পূর্ণ করবেন। যীশু যে কাজ নৌকাতে করেছে সে বিষয়ে পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর পূর্বেই বলেছেন। গুরুত্বের সঙ্গে পড়ুন ইয়োব ৯:৪-১২, ২৬:১২-১৪, ৩৮:৮-১১, গীত ৬৫:৭-৮, ৮৯:৯-১০, ১০৬:৮-৯, ১০৭:২৩-৩১ এবং যিশাইয় ৫১:৯-১১ পদ। এই পদ সমূহ মহান ঈশ্বর সমুদ্রের উপরে তার

ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন এবং কিছু কিছু পরে " রাহব" নামের প্রানীর (সমুদ্রে বাসকারী ভয়ঙ্কর সমুদ্রদানবের বাহ্যিক নাম এটি) উপর। মহান ঈশ্বর যে কথা বলেছেন সে কাজ করার মাধ্যমে যীশু দেখিয়েছেন যে তিনিই ঈশ্বর এবং তার লোকদের রক্ষা করার ক্ষমতা তার আছে ও সমুদ্রের (দুর্যোগপূর্ণ) মধ্যদিয়েও তিনি তাদের নিরাপদে (ঈশ্বরের নিরাপত্তা) শুকনা তীরে নিয়ে যেতে সমর্থ।

৭৩ ভয়ঙ্কর ঝড়ের মধ্যে বালিশে মাথা রেখে ঘুমান ঈশ্বরের প্রতি তার অগাধ অটল বিশ্বাসই প্রকাশ করে। (দেখুন হিতোপদেশ ৩:২১-২৬ পদ।)

৭৪ শিষ্যরা ভয় পেয়েছিল কেননা তারা বুঝতে শুরু করেছিল যে যীশু অবশ্যই আত্ম মানব। তিনি তাই করছেন যা কেবল ঈশ্বর করতে পারেন। যীশু হচ্ছেন "আমাদের সহিত ঈশ্বর"। ঈশ্বর নেমে এসে তার লোকদের সঙ্গে নৌকায় চরেছেন। এই ঘটনায় আমরা দেখি যে যীশু দূর্যোগপূর্ণ সমুদ্র যাত্রায় তার লোকদের সঙ্গি হয়েছেন। তাহলে শিষ্যদের জন্য যা বাস্তব ছিল তা একই ভাবে বাস্তব আজকের যীশুর অনুসারীদের ক্ষেত্রে। দুর্যোগপূর্ণ এই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে তিনিই আমাদের নিরাপদে পার করবেন। যীশু বলেছেন, "যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি (মথি ২৮:২০ পদ)।

মার্ক ৫ অধ্যায়

১ পরে তাঁহারা সমুদ্রের ওপারে গেরাসেনীদের দেশে উপস্থিত
হইলেন[৭৫]। ২ তিনি নৌকা হইতে বাহির হইলে তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি
কবর স্থান হইতে তাঁহার সম্মুখে আসিল, তাহাকে অশুচি আত্মায়
পাইয়াছিল। ৩ সে কবরের মধ্যে বাস করিত, এবং কেহ তাহাকে শিকল
দিয়াও আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না। ৪ কেননা লোকে বার বার
তাহাকে বেড়ী ও শিকল দিয়া বাঁধিত, কিন্তু সে শিকল ছিঁড়িয়া ফেলিত,
এবং বেড়ী ভাঙ্গিয়া খন্ডবিখন্ড করিত; কেহ তাহাকে বশ করিতে পারিত
না[৭৬]। ৫ আর সে রাত দিন সর্বদা কবরে ও পর্বতে থাকিয়া চিৎকার
করিত, এবং পাথর দিয়া আপনি আপনাকে কাটিত। ৬ সে দূর হইতে
যীশুকে দেখিয়া দৌড়াইয়া আসিল, তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং উচ্চরবে
চেঁচাইয়া কহিল, ৭ হে যীশু, পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র, আপনার সহিত
আমার সম্পর্ক কি? আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, আমাকে
যাতনা দিবেন না। ৮ কেননা তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, হে অশুচি
আত্মা এই ব্যক্তি হইতে বাহির হও। ৯ তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর করিল, আমার নাম বাহিনী,[৭৭]
১০ কারণ আমরা অনেকগুলি আছি। পরে সে অনেক বিনতি করিল,
যেন তিনি তাহাদিগকে সেই অঞ্চল হইতে পাঠাইয়া না দেন। ১১ সেই
স্থানে পর্বতের পার্শ্বে এক বৃহৎ শূকরপাল চরিতেছিল[৭৮]। ১২ আর
তাহারা বিনতি করিয়া কহিল, ঐ শূকরগুলির মধ্যে প্রবেশ

---

৭৫ যদিও মার্ক এই ঘটনাতে উল্লেখিত চরিত্র সমূহ যীহুদি না পরজাতি সে বিষয়ে কিছুই বলেননি তথাপি এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তারা সকলেই যীহুদি ছিল। এটা হয়ত অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ যে মার্ক নির্দিষ্ট করে বলেন নি যে যারা জীবিত ছিল তারা পরজাতিয় (লক্ষ করুন তিনি মার্ক সুসমাচারের ৭:২৬ পদে এক মহিলার বিষয় নিয়ে এটি বলেছেন)। কেউ কেউ বলেন যে এখানে যে লোকেরা

ছিল তারা অবশ্যই পরজাতিয় কেননা যীহুদিদের শুকর খাবার অনুমোদন ছিলনা। যাহোক এই স্থানে যীহুদিদের দূর্বলতার একটি চিহ্ন হতে পারে এই বড় শুকরের পাল। আর এই বাক্যাংশটি যিশাইয় ৬৫:১-৭ পদকে প্রতিফলিত করে, একটি অধ্যায় যা লোকদের বিদ্রোহের বর্ণনা করে। বিশেষত লক্ষ করুন ২-৫ পদ "২ আমি সমস্ত দিন বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দের প্রতি আপন অঞ্জলি বিস্তার করিয়া আছি; তাহারা আপন আপন কল্পনার অনুসরণ করিয়া কুপথে গমন করে। ৩ সেই প্রজারা আমার সাক্ষাতে নিত্য নিত্য আমাকে অসন্তুষ্ট করে, উদ্যানের মধ্যে বলিদান করে, ইষ্টকের উপরে সুগন্ধিদ্রব্য জ্বালায়। ৪ তাহারা কবর স্থানে বসে, গুপ্ত স্থানে রাত্রি যাপন করে; তাহারা শূকরের মাংস ভোজন করে, ও তাহাদের পাত্রে ঘৃণার্হ মাংসের ঝোল থাকে; ৫ তাহারা বলে, স্বস্থানে থাক, আমার নিকটে আসিও না, কেননা তোমা অপেক্ষা আমি পবিত্র। ইহারা আমার নাসিকার ধূম, সমস্ত দিন প্রজ্বলিত অগ্নি।"

৭৬ মার্ক ধৈর্য্য ধরে আমাদেরকে বলেছেন যে, এই লোককে দমিয়ে রাখার শক্তি কার নেই। যীশু তাই করেন যা অন্য কার পক্ষে করা সম্ভব নয়, কেননা তিনিই সর্বপেক্ষা শক্তিশালী (দেখুন মার্ক ৩:২৭ পদ)।

৭৭ মন্দ আত্মাকে বের করতে একটা নাম জানা প্রয়োজন বলে যীশু এটির নাম জানতে চাননি (তিনি নাম না জেনেই অনেক মন্দ আত্মাকে বের করেছেন)। এবং তিনি তার অনুসারীদেরকে মন্দ আত্মা দূরকরার কোন সূত্র শেখাতেও এটির নাম জানতে চাননি। তিনি এটির নাম জানতে চেয়েছেন কারণ, যেন তার অনুসারীরা জানতে পারে যে এটা একটি সত্যিকারের যুদ্ধ ও তারা যেন বুঝতে পারে কত শত্রু সেখানে রয়েছে। যীশু একা শত্রু **বাহিনীর** বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন। (রোমীয় সৈন্যদের একটি বাহিনী হচ্ছে ৬০০০ সৈন্যের একটি বড় দল)।

৭৮ যিহুদীদের শুকর খাবার অনুমোদন নেই। সে কারণে এই শুকর পালন করত পরজাতিয়রা। যাহোক, সত্য ঘটনা হল যে, এই অঞ্চলে যিহুদীদের বিদ্রোহের প্রকাশ করেছে এই শুকরের বড়পাল। (দেখুন যিশাইয় ৬৫:১-৭পদ)।

করিতে আমাদিগকে পাঠাইয়া দিউন। ১৩ তিনি তাহাদিগকে অনুমতি দিলেন[৭৯]। তখন সেই অশুচি আত্মারা বাহির হইয়া শূকরদের মধ্যে প্রবেশ করিল; তাহাতে সেই শূকর পাল, কমবেশ দুই সহস্র শূকর,[৮০] মহাবেগে দৌড়াইয়া ঢালু পাড় দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িল, এবং সমুদ্রে ডুবিয়া মরিল[৮১]। ১৪ তখন যাহারা সেইগুলিকে চরাইতেছিল, তাহারা পলায়ন করিয়া নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে গিয়া সংবাদ দিল। তখন কি ঘটিয়াছে, দেখিবার জন্য লোকেরা আসিল; ১৫ এবং যীশুর নিকটে আসিয়া দেখে, সেই ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি, যাহাকে বাহিনী ভূতে পাইয়াছিল, সে কাপড় পরিয়া সুবোধ হইয়া বসিয়া আছে[৮২]; ১৬ তাহাতে তাহারা ভয় পাইল। আর ঐ ভূতগ্রস্থ লোকটির ও শূকর পালের ঘটনা যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা তাহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। ১৭ তখন তাহারা আপনাদের সীমা হইতে প্রস্থান করিতে তাঁহাকে বিনতি করিতে লাগিল[৮৩]। ১৮ পরে তিনি নৌকায় উঠিতেছেন, এমন সময়ে যে ব্যক্তিকে ভূতে পাইয়াছিল, সে তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারে। ১৯ কিন্তু তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন না, বরং কহিলেন, তুমি বাটীতে তোমার আত্মীয়গণের নিকটে চলিয়া যাও, এবং প্রভু তোমার জন্য যে যে মহৎ কার্য করিয়াছেন, ও তোমার প্রতি যে কৃপা করিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত কর। ২০ তখন সে প্রস্থান করিয়া, যীশু তাহার জন্য যে যে মহৎ কার্য করিয়াছিলেন, তাহা দিকাপলিতে

---

৭৯ যীশু মন্দ আত্মাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাননি এবং তাদের পরামর্শও শোনেননি। যীশু তার নিজের কারণে মন্দ আত্মাদের শুকরের মধ্যে পাঠিয়েছেন। তিনি যদি মন্দ আত্মাদের শুধু বার করে দিতেন ঐ অঞ্চল থেকে তাহলে পাঠকেরা জানতে পারত না, যে যুদ্ধ সম্পন্ন হয়েছে তার আকার কত বড়, যা যীশু সে বিজয় লাভ করেছে তা কতটা গৌরবের অদৃশ্য মন্দআত্মার বিরুদ্ধে। যদিও শুকরেরা অদৃশ্য নয়। গালিল সাগরের যে মৃত ২০০০ শুকর ভাসা ছিল তা যেন একজনের দ্বারা বধ করা ২০০০ বা তার বেশি যোদ্ধা।

৮০ পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, একজন ইস্রায়েল ১০০০ শত্রুকে উড়িয়ে দেবে (দেখুন যিহোশূয় ২৩:১০পদ)। যীশুই আদর্শ ইস্রায়েলীয়, এই সংখ্যা দ্বিগুন করে শত্রুকে পরাজিত করেছেন। দেখুন লেবীও ২৬:৪পদ, দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৩০, বিচারকর্ত্তৃগন ১৫:১৬, ১শমূয়েল ১৪:৭, বংশাবলী ১২:১৪ এবং যিশাইয় ৩০:১৭ পদ।

৮১ এই ঘটনা পাঠককে স্বরণ করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বর তার লোকদেরকে নিরাপদে মিশর দেশ থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন তাদের এই যাত্রা পথে লোহিত সাগরে মিশরীয়দের মৃতদেহ ভেসে যেতে দেখেছেন (দেখুন যাত্রা ১৪:২৬ -৩১ পদ এবং গীত ১০৬:৪-১২ পদ)। ইস্রায়েলের শত্রুরা তাদের সামনে মৃত পরে রয়েছে। এই মুক্তি ফলাফল হচ্ছে ঈশ্বরের মহা প্রশংসা (যেমন ইস্রায়েলীয়রা করেছিল যাত্রা ১৫ অধ্যায়। যদিও কেবল একজন লোক, যে মুক্ত হয়েছিল সে ঈশ্বরকে গৌরব দিয়েছে বাকী অন্যান্যরা যদিও তারা চিহ্ন কার্য্য (তারা দেখেছে ২০০০ শুকর সমুদ্রে ভাসছে দেখেছে তথাপি খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেছে এবং চলে যেতে বলেছে।

৮২ যে লোকটি মন্দ আত্মা গ্রস্থ ছিল এখন যীশুর পায়ের কাছে বসে তার কথা শুনছে। সে খ্রীষ্টের প্রকৃত পরিবারের সদস্য হয়েছে (দেখুন মার্ক ৩:৩৪ পদ) যীশু সেই ব্যক্তি যিনি আবারও যিশাইয় ৪৯:২৪-২৫ পদ পূর্ণ করেছেন।

৮৩ একমাত্র সেই ব্যক্তি মন্দ আত্মা গ্রস্থ ছিল সেই তার জীবনে যীশুর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিল। অন্য সব লোক যারা সেখানে ছিল তারা যীশুকে চলে যেতে বলেছিল। তার কাজ পছন্দ করেনি এবং তারা মনে করেছে যে তাকে তাদের কোন প্রয়োজন নেই। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মন্দ আত্মা গ্রস্থ লোকটির কাজ যীশুর প্রয়োজনীয়তা যেমন ছিল তাদের জন্যও তার প্রয়োজনীয়তা তেমনি অপরিসীম। কিন্তু তাদেরকে যীশু সূচীকরেন তাতে তারা অসম্মত ছিল। কেননা তারা তার সাহায্য অস্বীকার করেছে, যীশু চলে গেছেন এবং তারা তাদের বিদ্রহী অবস্থানে রয়েছে।

প্রচার করিতে লাগিল;[৮৪] তাহাতে সকলেই আশ্চর্য জ্ঞান করিল[৮৫]।

২১[৮৬] পরে যীশু নৌকায় পুনরায় পার হইয়া আসিলে তাঁহার নিকটে
বিস্তর লোকের সমাগম হইল; তখন তিনি সমুদ্র তীরে ছিলেন। ২২ আর
সমাজের অধ্যক্ষদের মধ্যে যায়ীর নামে এক জন আসিয়া তাঁহাকে
দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন, ২৩ এবং অনেক বিনতি করিয়া
কহিলেন, আমার মেয়েটি মারা যায়,[৮৭] আপনি আসিয়া তাহার উপরে
হস্তার্পণ করুন, যেন সে সুস্থ হইয়া বাঁচে। ২৪ তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে
চলিলেন; এবং অনেক লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, ও তাঁহার
উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়িতে লাগিল। ২৫ আর এক জন স্ত্রীলোক
বারো বৎসর অবধি প্রদর

---

৮৪ ১৯ পদে যে ব্যক্তি মন্দ আত্মা গ্রস্থ ছিল যীশু তাকে বলেছেন, "তোমর বন্ধুদের কাছে বাড়ী ফিরে যাও এবং তাদের কে বল প্রভু তোমার জন্য কত করেছেন এবং তোমার প্রতি তার কেমন দয়া।" ২০ পদে লোকটি তার বন্ধুদের বলেছেন, "তার মধ্য থেকে যীশু কি করেছেন।" গীত ১০৭ এ যে ত্রীত্বের তারই প্রতিধ্বনি হচ্ছে যীশুর আদেশ। এ গীতটি হচ্ছে যারা ইয়াওয়ে (মহান ঈশ্বর) কতৃক রক্ষা পেয়েছে তাদের অভিব্যক্তির প্রকাশ। তারা ইয়াওয়ে (মহান ঈশ্বর)কে তার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দিয়েছেন (কখন কখন বলা হয়েছে "দৃঢ় ভালবাসা")। মন্দআত্মা গ্রস্থ লোকটি যীশুর প্রশংসা করার মধ্যদিয়ে এই গীতের আদেশটির পূর্ণতা শাধন করেছেন। মার্ক ৪:৪১ পদে ঈশ্বরের যে প্রশংসা তা যীশুকে নিতে দেখে শিষ্যরা যে প্রশ্ন করেছিল সেই প্রশ্ন আমাদেরও করতে হয়, "তাহলে ইনি কে?" যীশু ১০০% ঈশ্বর এবং ১০০% মানুষ এবং তিনি তার লোকদের মুক্ত করতে এসেছেন। মন্দ আত্মা গ্রস্থ লোকটি যেমনি তার প্রতি সারা দিয়েছিল তেমনি আমাদেরও তার প্রতি সারা দেওয়া প্রয়োজন। আমাদেরও অন্যদেও বলা প্রয়োজন যে যীশু আমাদের জন্য কি করেছেন এবং আমাদের প্রতি তার কেমন দয়া। আর আমাদের তার চরনে বসে তার কাছে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন এবং আমাদের তাকে ভালবাসা ও আরাধনা করা প্রয়োজন।

৮৫ আগে যে মন্দ আত্মা গ্রস্থ ছিল তাকে তার সঙ্গে আসতে না দেওয়ায় মনে হয় যেন যীশু নিষ্ঠুর কিন্তু ঘটনাটি সেরকম নয়। যীশু এই লোককে পরিত্যাগ করেননি বরং যীশু তার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজে পাঠিয়েছেন। আগের এ অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি

এখন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। সে মনুষ্যধারী। তিনি এখন সেই কাজ করছেন যা দুইধরনের জমির উপমাতে দেখা যায়। সে এখন ফসল উৎপন্ন করছে।

৮৬ মার্ক ৫:২১-৪৩ পদে দুটি ভিন্ন ধরনের সুস্থতার বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু মার্ক তাদেরকে একত্রে বেধেছেন। এই যে দুটি ঘটনা কে এক করার কৌশল মার্ক প্রায়ই ব্যবহার করেছেন। তিনি এটি করেছেন যেন তার পাঠকেরা এই ঘটনা সমূহকে একত্রে বিবেচনা করে। এগুলো একত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করছে। তিনি একটি আরগ্যের ঘটনা বর্ণনা করেছেন (২৫-৩৪ পদ) তারপরে তিনি প্রথমটি শেষ করেছেন (৩৫-৪৩ পদে)। বিশ্বাস হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা এই দুটি ঘটনাকে একত্র করেছে (দেখুন ৫:৩৪ এবং ৫:৩৬ পদ)।

৮৭ সত্য হল যে, একটি ছোট মেয়ে অসুস্থ এবং সে বাঁচবে না যা লোকদের উদ্বেগের কারণ। তার এই অসুস্থতা প্রমাণ করে যে, ইস্রায়েল দেশের সবকিছু ঠিক চলছে না (দেখুন দ্বীতিয় বিবরণী ২৮:৪৫-৪৬ পদ)। যীশুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি অভিশাপকে উল্টে দিতে পারেন।

রোগগ্রস্থ হইয়াছিল,[৮৮] ২৬ অনেক চিকিৎসকের দ্বারা বিস্তর ক্লেশ ভোগ
করিয়াছিল, এবং সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও কিছু উপশম পায় নাই, বরং আরও
পীড়িত হইয়াছিল। ২৭ সে যীশুর বিষয় শুনিয়া ভিড়ের মধ্যে তাঁহার
পশ্চাৎ দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্র স্পর্শ করিল। ২৮ কেননা সে কহিল,
আমি যদি কেবল উহাঁর বস্ত্র স্পর্শ করিতে পাই, তবেই সুস্থ হইব।
২৯ আর তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তস্রোত শুকাইয়া গেল; আর আপনি যে ঐ
রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহা শরীরে টের পাইল। ৩০ যীশু তৎক্ষণাৎ
অন্তরে জানিতে পাইলেন যে, তাঁহা হইতে শক্তি বাহির হইয়াছে, তাই
ভিড়ের মধ্যে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কে আমার বস্ত্র স্পর্শ করিল?
৩১ তাঁহার শিষ্যেরা বলিলেন, আপনি দেখিতেছেন, লোকেরা আপনার
উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়িতেছে, তবু বলিতেছেন, কে আমাকে স্পর্শ
করিল? ৩২ কিন্তু কে ইহা করিয়াছিল, তাহাকে দেখিবার জন্য তিনি

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ৩৩ তাহাতে সেই স্ত্রীলোকটি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, তাহার প্রতি কি করা হইয়াছে জানাতে, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রণিপাত করিল, আর সমস্ত সত্য বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিল। ৩৪ তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, হে কন্যে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করিল, শান্তিতে চলিয়া যাও, ও তোমার রোগ হইতে মুক্ত থাক[৮৯]। ৩৫ তিনি এই কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে সমাজ গৃহের অধ্যক্ষের বাটী হইতে লোক আসিয়া কহিল, আপনার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, গুরুকে আর কেন

---

৮৮ পুরাতন নিয়মানুসারে এই মহিলা ছিল অসূচী (দেখুন লেবীয় ১৪:২৫-৩৩ পদ)। যেখানেই সে যেত তাকে এই সত্যটি স্বরণ করিয়ে দেওয়া হত। যদিও যীশু অসূচীকে সূচী করেছেন। যীশু অসূচীদের স্পর্শে অসূচী হন নি বরং যত জন (বিশ্বাসে) তাকে স্পর্শ করেছে সকলেই সূচী হয়েছে।

মার্ক ৫ অধ্যায়ে যীশু যে মহিলাকে সূচী করেছেন তার অসূচীতার বর্ণনাটি তুলনা করা যায় লেবীয় ১৫: ২৫-৩৩ পদের বর্ণনার সঙ্গে। লেবীয় ১৫ অধ্যায়ে, যে ব্যক্তি সূচী হয়েছে তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে "সমাগম তাম্বুতে" গিয়ে তার সূচীতার জন্য বলী উৎসর্গ করতে হয়। মার্ক ২৫ অধ্যায় মহিলা এর কিছুই করেন নি। সে কোন নির্দিষ্ট দিন ধরে অপেক্ষা করেনি, সে যিরুশালেম মন্দিরে যায় নি এবং সে কোন বলী উৎসর্গ ও করেনি। বরং সে যখন যীশুর দেহ রুপ "মন্দিরের" সামনে এসেছে সঙ্গে সঙ্গেই সে সুস্থ হয়েছে। এবং তিন মহিলার বিশ্বসানুযায়ী তাকে শান্তিতে যেতে বলেছেন। মহিলাকে কোন পাখি উৎসর্গ করতে হয়নি, কারণ যীশু (যখন তিনি ক্রশে মরেছেন) নিজ দেহকে উৎসর্গ করেছেন সকল মানুষের সমস্ত অসূচীতাকে দূর করতে। যীশু খ্রীষ্ট নুতন নিয়মে সমস্ত মানুষের সূচীতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তারই একটি প্রতিচ্ছবি হচ্ছে পুরাতন নিয়মের অধিনে সূচীতার জন্য করা এই বলী উৎসর্গ।

লেবীয় ১৫:২৪-৩৩ পদে উল্লেখিত বিধি সমূহকে যীশু মার্ক ৫ অধ্যায় যে কাজ করেছেন তার সঙ্গে তুলনা করা যাক। লেবীয় ১৫ অধ্যায়ে ৭ দিন অপেক্ষার পর কোন ব্যক্তিকে শুধু সূচী ঘোষণা করা হয়। যীশু এই মহিলাকে সঙ্গে সঙ্গেই সূচী ঘোষণা করেছেন। পুরাতন নিয়মে পুরহিত এক জোরা কবুতর বা এক জোড়া ঘুঘু

বলী রূপে উৎসর্গ করে। যদিও নিজেকেই বলী রূপে উৎসর্গ করেছেন। তাদের যাজকত্ব ছিল ক্ষনস্থয়ী। তথাপি তার যাজকত্ব হচ্ছে অনন্তকালীন (দেখুন ইব্রীয় ৯:১১-২৮ পদ)।

৮৯ অসংখ্য লোক ভিরের মধ্যে যীশুর স্পর্শ পাচ্ছিল কিন্তু তারা কেউই সুস্থতা লাভ করেনি তার কাছ থেকে। তার কারণ হল সত্যিকার অর্থে কেবল মাত্র একজন সেই "অসূচী" মহিলা পূর্ণ **বিশ্বাসে** তাকে স্পর্শ করেছিল। ঐ মহিলাই সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে "সূচী" হয়েছিল। বাকী অন্যরা যারা বিশ্বাসে তাকে স্পর্শ করেনি, তারা যীশুর কাছ থেকে সূচীতা লাভ করেনি। ঐ মহিলার যেমন তার কাছ থেকে সূচীতার প্রয়োজন ছিল অন্যদেরও তেমনই প্রয়োজন। রোমীয় ৩:১০-১৮ পদে তাদের সকলের সূচীতা প্রয়োজনের কারণ বর্ণিত হয়েছে।

কষ্ট দিতেছেন? ৩৬ কিন্তু যীশু সেই কথা শুনিতে পাইয়া সমাজ গৃহের অধ্যক্ষকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস কর[৯০]। ৩৭ আর পিতর, যাকোব এবং যাকোবের ভাই যোহন, এই তিন জন ছাড়া তিনি আর কাহাকেও আপনার সঙ্গে যাইতে দিলেন না[৯১]। ৩৮ পরে তাঁহারা সমাজের অধ্যক্ষের বাটীতে আসিলেন, আর তিনি দেখিলেন, কোলাহল হইতেছে, লোকেরা অতিশয় রোদন ও বিলাপ করিতেছে। ৩৯ তিনি ভিতরে গিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কোলাহল ও রোদন করিতেছ কেন? বালিকাটি মরে নাই, ঘুমাইয়া রহিয়াছে[৯২]। ৪০ ইহাতে তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল; কিন্তু তিনি সকলকে বাহির করিয়া দিয়া, বালিকার পিতামাতাকে এবং আপন সঙ্গীদিগকে লইয়া, যেখানে বালিকাটি ছিল, সেখানে প্রবেশ করিলেন। ৪১ পরে তিনি বালিকার হাত ধরিয়া তাহাকে কহিলেন, টালিথা কুমী; অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই, বালিকা, তোমাকে বলিতেছি, উঠ[৯৩]। ৪২ তাহাতে বালিকাটি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেননা তাহার বয়স বারো বৎসর ছিল। ইহাতে তাহারা বড়ই বিস্ময়ে একেবারে চমৎকৃত হইল। ৪৩ পরে তিনি

তাহাদিগকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিলেন, যেন কেহ ইহা জানিতে না পায়, আর কন্যাটিকে কিছু আহার দিতে আজ্ঞা করিলেন[৯৪]।

---

৯০ এই চিহ্ন কার্য্য সমস্ত কিছুর এমন কি মৃত্যুর উপরে যীশুর ক্ষমতা প্রকাশ। এই ছোট মেয়ে শারিরীক পুনরুত্থানের যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা একদিন যীশুর পরিবারের সকলেই লাভ করবে (দেখুন যিশাইয় ২৪:৮, দানিয়েল ১২:১-৩, যোহন ১১:১৭-২৭ এবং করন্থীয় ১৫:১২-৫৮পদ)।

৯১ যীশু তার সাক্ষিদের সঙ্গে নিয়ে চলছিলেন। এই স্বাক্ষীরা অন্য প্রেরিতদের কাছে তার কাজের বিবরণ দেবে। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে দুইজন নুতন নিয়মের পুস্তক রচয়িতা। অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি সাক্ষ্য নিশ্চিত করেছে যে, লোকেরা বলতে পারবেনা যে যীশু আসলে এই অলৌকিক চিহ্ন কার্য্য সমূহ করেন নি।

৯২ ঈশ্বরের লোকদেরকে বলা হয় যে, তারা ঘুমাচ্ছে কারণ ঘুম কোন চিরস্থায়ী বিষয় নয়। ঘুমান লোকে জেগে ওঠে। ঈশ্বর পুনরুত্থানে তার সাধুদের মৃতদেহকে জাগিয়ে তুলবেন (দেখুন দানিয়েল ১২:১-৩ এবং প্রেরিত ৭:৬০ পদ)।

৯৩ আবার, খ্রীষ্ট যিরুশালেমে সেবাকারী যাজকদের মত নন। তারা মৃত্যুর দ্বারা অসূচী হয়েছিল (দেখুন লেবীয় ২১:১-১৫ পদ কিভাবে যাজকেরা মৃত দেহের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিল)। খ্রীষ্ট মৃত্যু দ্বারা অসূচী হননি। কোন বিশেষ আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজনও ছিল না মৃতদেহ স্পর্শ করার পরে কেননা তিনি চিরসূচী। যাজকদের জন্য প্রদত্ত বিধি প্রমাণ করে যে, পুরাতন নিয়মের যাজকরা ঈশ্বরের লোকদের কোন শত্রুর থেকে মহান ছিলনা। তার মৃত্যুর উপরে কতৃত্ব ছিল (দেখুন ১ করন্থিয় ১৫:২০-২৮ পদ)।

৯৪ এই উভয় ঘটনাই (যে মহিলা সুস্থ হয়েছে তার রক্তস্রাব থেকে এবং যে মেয়েকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছে) হচ্ছে চিহ্ন যে, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য উপস্থিত হয়েছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেখানে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস পাওয়া গেছে সেখানেই এসেছে সূচিতা, খাটিত্ব এবং জীবন। খাটিত্ব খ্রীষ্টের মধ্যে পাওয়া যায়। এটি ব্যবস্থা পালনের মাধ্যমে অর্জন যোগ্য নয় (দেখুন মার্ক ৭:১৪-২৩ পদ)। মনে রাখেন যে এই উভয় ঘটনা ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধির চিহ্ন, খুব অল্প লোকই সত্যিকার ভাবে তা দেখতে পায়।

মার্ক ৬ অধ্যায়

১ পরে তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া আপন দেশে আসিলেন, এবং
তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। ২ বিশ্রামবার উপস্থিত
হইলে তিনি সমাজগৃহে উপদেশ দিতে লাগিলেন; তাহাতে অনেক লোক
তাঁহার কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিল, ইহার এই সকল কোথা
হইতে হইয়াছে? ইহাকে যে জ্ঞান দত্ত হইয়াছে, এবং ইহার হস্ত দ্বারা যে
এইরূপ পরাক্রম কার্য সকল সম্পন্ন হয়, এই বা কি? ৩ এ কি সেই
সূত্রধর, মরিয়মের সেই পুত্র এবং যাকোব, যোষি, যিহূদা ও শিমোনের
ভাই নয়? এবং ইহার ভগিনীরা কি এখানে আমাদের মধ্যে নাই?
এইরূপে তাহারা তাহাতে বিঘ্ন পাইতে লাগিল[৯৫]। ৪ তখন যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, আপনার দেশ ও আত্মীয় স্বজন এবং আপনার
বাটী ভিন্ন আর কোথাও ভাববাদী অসম্মানিত হন না। ৫ তখন তিনি
সেই স্থানে আর কোন পরাক্রম কার্য করিতে পারিলেন না, কেবল কয়েক
জন রোগগ্রস্থ লোকের উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।
৬ আর তিনি তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন[৯৬]।

---

৯৫ সত্য হল এই যে, লোকেরা খ্রীষ্টের দ্বারা অসন্তষ্ট হয়েছে, যে বিষয় পুরাতন নিয়মে ভাববানী করা হয়েছে (দেখুন যিশাইয় ৮:১৪-১৫ পদ এবং ১ম পিতর ২:৮ পদ)। যীশুর অনুসারীদের তাদের ত্রাণকর্তার থেকে বেশী ভাল ব্যবহার লোকদের কাছে আশা করা ঠিক হবে না।

৯৬ যীশু নিজ শহরে বেশী আশ্চর্য্য কাজ **করতে পারেননি** কারণ লোকেরা বিশ্বাসে তার কাছে **আসেনি**। তারা তাকে সম্মান করেনি কারণ তারা তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন বলে বিবেচনা করেনি। তারা শুধু দেখেছে তার নম্রতা। যীশুর নিজ শহরে বেশী আশ্চর্য্য কাজ করতে না পারা, যীশুর দিক থেকে শক্তির ঘাটতি প্রকাশ করেনা। এটা লোকদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাবকেই প্রকাশ করে। তার মনুষ্যত্বের প্রতি লোকেরা অসন্তষ্ট। সে কারণেই তারা বিশ্বাস করতে পারেনি যে যীশুই সেই খ্রীষ্ট। যীশু ১০০% মানুষ। এ উভয়ই লোকদের কাছে আক্রমনাত্বক হতে পারে।

এই পদ সমূহকে মার্ক ৫:৩৪-৩৬ পদের সঙ্গে তুলনা করুন। ঐ পদ সমূহে, যীশু বিশ্বসীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তার নিজ শহরের লোকদের কোনই বিশ্বাস ছিল না। "অসূচী মহিলার" মত অনুরুপ ভাবে যীশুর নিজ শহরের কেউই বিশ্বাসে তার কাপড় স্পর্শ করতে এগিয়ে আসেনি।

পরে তিনি চারিদিকে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া উপদেশ দিলেন।

৭ আর তিনি সেই বারো জনকে ডাকিয়া দুই দুই জন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং তাহাদিগকে অশুচি অত্মাদের উপরে ক্ষমতা দান করিলেন; ৮ আর আজ্ঞা করিলেন, তোমরা যাত্রার জন্য এক এক যষ্টি ব্যতিরেকে আর কিছু লইও না, রুটিও না, ঝুলিও না, গেঁজিয়ায় পয়সাও না; ৯ কিন্তু পায়ে পাদুকা দেও, আর দুইটি জামা পরিও না[৯৭]। ১০ তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, তোমরা যে কোন স্থানে যে বাটীতে প্রবেশ করিবে, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করা পর্যন্ত সেই বাটীতেই থাকিও। ১১ আর যে কোন স্থানের লোকে তোমাদিগকে গ্রহণ না করে, এবং তোমাদের কথাও না শুনে, তথা হইতে প্রস্থান করিবার সময় তাহাদের উদ্দেশে স্বাক্ষ্যের জন্য আপন আপন পায়ের ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিও। ১২ পরে তাঁহারা প্রস্থান করিয়া এই কথা প্রচার করিলেন যে, লোকেরা মন ফিরাউক। ১৩ আর তাঁহারা অনেক ভূত ছাড়াইলেন, ও অনেক পীড়িত লোককে তৈল মাখাইয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন[৯৮]।

---

৯৭ বিশেষ ভাবে লক্ষ করুন ১২ জন প্রেরিতদের (৭-১৩ পদ) যে সামান্য সুযোগ ছিল তার সঙ্গে হেরোদ আনতিপাস এ বিলাস বহুল সম্পদের ব্যবহারের সুযোগের বৈষম্যের দিকে (১৪-২৯ পদ)। খ্রীষ্টের অনুসারীদের ঈশ্বর ও তার প্রদত্ত সুবিধার উপরেই নির্ভর করতে হয়নি।

৯৮ আবারও মার্ক দুটি ঘটনাকেই একত্রিত করেছেন। তিনি শুরু করেছেন যীশুর ১২ জন প্রেরিতকে বাইরে পাঠান দিয়ে (৭-১৩ পদ) তার পর তিনি বর্ণনা করেছেন হেরোদের দ্বারা যোহনকে হত্যা (১৪-২৯ পদ)। মার্ক চেয়েছেন যেন তার পাঠকেরা এই উভয় ঘটনাকে একত্রে দেখে। মার্ক পাঠকদেরকে এ দুটি ঘটনাকে **কি ভাবে** যুক্ত করেছেন তার বর্ণনা দিচ্ছেন না। যত্নের সঙ্গে তার লেখা বার বার পাঠের মাধ্যমে এটা **আবিস্কার** করা প্রয়োজন।

১৪ আর হেরোদ রাজা[৯৯] তাঁহার কথা শুনিতে পাইলেন, কেননা তাঁহার
নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, যোহন বাপ্তাইজক
মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন, আর সেই জন্য পরাক্রম সকল
তাঁহাতে কার্য সাধন করিতেছে। ১৫ কিন্তু কেহ কেহ বলিল, উনি এলিয়;
এবং কেহ কেহ বলিল, উনি এক জন ভাববাদী, ভাববাদীদের মধ্যে
কোন এক জনের সদৃশ। ১৬ কিন্তু হেরোদ তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন,
আমি যে যোহনের মস্তক ছেদন করিয়াছি, তিনিই উঠিয়াছেন। ১৭ কারণ
হেরোদ আপন ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার নিমিত্ত আপনি লোক
পাঠাইয়া যোহনকে ধরিয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন, কেননা তিনি
তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৮ কারণ যোহন হেরোদকে
বলিয়াছিলেন, ভাইয়ের স্ত্রীকে রাখা আপনার বিধেয় নয়[১০০]। ১৯ আর
হেরোদিয়া তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে চাহিতে ছিল,
কিন্তু পারিয়া উঠে নাই। ২০ কারণ হেরোদ যোহনকে ধার্মিক ও পবিত্র
লোক জানিয়া ভয় করিতেন ও তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। আর তাঁহার
কথা শুনিয়া তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইতেন, এবং তাঁহার কথা শুনিতে
ভাল বাসিতেন। ২১ পরে এক সুবিধার দিন উপস্থিত হইল, যখন
হেরোদ তাঁহার জন্মদিনে আপন মহৎ লোকদের, সেনাপতিগণের এবং
গালীলের প্রধান লোকদের নিমিত্ত এক রাত্রিভোজ প্রস্তুত করিলেন;
২২ আর হেরোদিয়ার কন্যা ভিতরে আসিয়া ও নাচিয়া হেরোদ এবং
যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ভোজে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তোষ জন্মাইল।

তাহাতে রাজা সেই কন্যাকে কহিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দিব। ২৩ আর তিনি শপথ করিয়া তাহাকে কহিলেন, অর্ধেক রাজ্য পর্যন্ত হউক, আমার কাছে যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিব। ২৪ তাহাতে সে বাহিরে গিয়া আপন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি চাহিব? সে বলিল,

---

৯৯ হেরোদ আসলে একজন রাজা নন। তিনি হলেন কৈশরের পক্ষে একজন প্রশাসক ""(দেখুন মথি ১৪:১ এবং লূক ৯:৭-৯ পদ)। কিন্তু হেরোদ একজন রাজা হোতে চেয়েছেন এবং রাজার মতই আচরণ করতেন। প্রসংশার ছলে নিন্দা হলেও এটাই সত্য যে যীশুই প্রকৃত রাজা এবং যোহন বাপ্তাইজক হলেন প্রকৃত রাজার সংবাদ বাহক (মার্ক ১৫ অধ্যায়ের আগে যীশকে কোথাও রাজা বলে সম্বোধন করা হয়নি)। এখানে মিথ্যা রাজা (হেরোদ) আসল রাজার সংবাদ বাহককে হত্যার মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতি তার ঘৃণার প্রকাশ করেছে। হেরোদ তার স্ত্রীর মেয়েকে তার রাজ্যের অর্ধেক দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু হেরোদের কোন রাজ্য ছিল না। সে কারণে তার পক্ষে এ উপহার দেওয়া সম্ভব ছিল না। এ জগতের সকল মিথ্যে রাজার ক্ষেত্রেও হয়ত একটি কথা বলা যায়। তাদের কোন রাজা নেই এবং তারা যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তা পুরন করতে পারে না। যাহোক যীশু আসল রাজা এবং তার রাজ্য আসল। তিনি প্রতিশ্রুতি দিযেছেন যে তার লোকেরা এই জগত অধিকার করবে (দেখুন গীত ৩৭:৯-১১,২২,২৯,৩৪, যিশাইয় ৫৭:১৩ এবং মথি ৫:৫ পদ)। সত্যিকারের রাজার মত যীশু তার এ জগত অধিকার করবে এবং তারা দুষ্টদের শাস্তি দেখবে (আমার দেখুন গীত ৩৭ অধ্যায়)। যোহনের মৃত্যু যীশুর মৃত্যুর পূর্বছায়া।

১০০ যোহনের সুসমাচার হচ্ছে সকল মানুষকে (ধনী বা গরীব, ক্ষমতাবান বা ক্ষমতাহীন, রাজা বা দাস, যিহুদী বা পরজাতি) অবশ্যই অনুতাপ করতে হবে। এটি আজও সত্যি: তিনি এখন সর্বত্র লোকদেরকে অনুতাপ করতে আজ্ঞা দিয়েছের। (প্রেরিত ১৭:৩০ পদ)

যোহন বাপ্তাইজকের মস্তক। ২৫ সে তৎক্ষণাৎ রাজার নিকটে আসিয়া তাহা চাহিল, বলিল, আমি ইচ্ছা করি যে, আপনি এখনই যোহন বাপ্তাইজকের মস্তক থালায় করিয়া আমাকে দিউন। ২৬ তখন রাজা অতিশয় দুঃখিত হইলেও আপন শপথ হেতু, এবং যাহারা ভোজে বসিয়াছিল, ২৭ তাহাদের ভয়ে, তাহাকে ফিরাইয়া দিতে চাহিলেন না। আর রাজা তৎক্ষণাৎ এক জন সেনাকে পাঠাইয়া যোহনের মস্তক আনিতে আজ্ঞা করিলেন; সে কারাগারে গিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিল, ২৮ পরে তাঁহার মস্তক থালায় করিয়া আনিয়া সেই কন্যাকে দিল, এবং কন্যা আপন মাতাকে দিল।
২৯ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহার দেহ লইয়া গিয়া কবরে রাখিল[১০১]।

---

১০১ যোহন বাপ্তাইজক এর মৃত্যু আপাত দৃষ্টিতে সরিষাদানার উপমাটির সঙ্গে খাপখায় বলে মনে হয় না (মার্ক ৪:৩০পদ) কারণ যোহনের শিরোচ্ছেদের মধ্যদিয়ে মনে হয় যেন ঈশ্বরের রাজ্য অন্ধকারের শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে। যোহন বাপ্তাইজক একজন পবিত্র লোক, যদিও তিনি একজন দুষ্টের দ্বারা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনা কি ভাবে ঈশ্বরের বাক্যের বৃদ্ধি প্রকাশ করে ?

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, পুরাতন নিয়মে অসংখ্য ভাববাদীদের এবং আমাদের প্রভুর ও প্রায় সকল প্রেরিতদের আর অগণিত অন্যান্যদের জীবনে একটি ঘটনা ঘটেছে। আজও ঘটছে। খ্রীষ্টের অনুসারী হয়ে যখন দেখি এ ধরনের অসংখ্য "পরাজয়" তখন কি ভাবে আমরা বিশ্বাসে পথ চলতে পারি? আমাদের স্বরণে রাখা দরকার যে এই পরাজয় আসল পরাজয় নয়। এগুলো হল বিজয়। যখন কোন সাধু দুঃখ ভোগ করেও মারা যায়, তারা প্রকাশ করে যে তারা নিজেদের থেকে ঈশ্বরকে বেশী ভালবাসে। প্রথম আদম শয়তানের বিরুদ্ধে দ্বাড়াতে পারেনি। সে তার ঈশ্বর ও রাজার জন্য নিজ প্রাণ সমর্পন করেনি। সে শয়তান ও তার মিথ্যার থেকে ঈশ্বরের স্থানকে রক্ষা করেনি। আদমের দায়িত্ব ছিল এদন বাগানকে রক্ষা করা। (দেখুন আদি ২:১৫ পদ)। এর অর্থ হল মন্দ থেকে এই বাগানকে রক্ষা করা তার দায়িত্ব। সে এটি করেনি। ঈশ্বরের গৌরব রক্ষার থেকে সে নিজের জীবনকেই বেশী ভালবেসেছে যদিও খ্রীষ্টের অনুসারীরা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য এবং খ্রীষ্টের

সম্মানের জন্য নিজেদের প্রাণ সমর্পণ করে। একদম এই কাজটি যোহন করেছেন এ অধ্যায়ে। তিনি জানতেন যে, হেরোদকে তার পাপের জন্য অনুতাপ করতে অহব্বান করা বিপদজনক, তবুও ভয়ে তিনি নিবৃত্ত হননি। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছেন, তিনি জানতেন যে শেষ দিনে তিনি লজ্জিত হবেনা।

সাধুরা (এমনকি পুরাতন নিয়মের সাধুরা) শয়তানের উপর বিজয়ি হয়েছে কারণ যীশু ক্রুশে বিজয়ী এবং খ্রীষ্টের উপর তাদের বিশ্বাস। "আর মেষশাবকের রক্ত প্রযুক্ত, এবং আপন আপন স্বাক্ষ্যের বাক্য প্রযুক্ত, তাহারা তাহাকে জয় করিয়াছে; আর তাহারা মৃত্যু পর্যন্ত আপন আপন প্রাণও প্রিয় জ্ঞান করে নাই। " (প্রকাশিত বাক্য ১২:১১ পদ)।

এটা সহায়ক যে এই পরাজয় দেখে যীশু কিভাবে সামনের দিকে এগিয়েছেন তা বিবেচনা করা। তিনি নিরব থাকেননি। বরং মহাদূর্ভোগের মধ্যেও আমাদের জানা প্রয়োজন যে, একজন সাধুর মৃত্যুতে প্রকৃত মানুষ হিসেবে যীশু অত্যান্ত ব্যাথিত হন। তিনি সামনের দিকে গিয়েছেন "কারণ তার সামনে আনন্দ স্থাপিত ছিল (ইব্রিয় ১২:২ পদ)। যীশু এই সময়ে যোহনের জীবন রক্ষা করেছে (যারা তার উপর নির্ভর করেছে তাদেরকে যে ভাবে তিনি রক্ষা করেছেন ঠিক তেমনি ভাবে)। তিনি এটি সাধন করেছেন যখন তিনি ক্রুশে মরেছেন তখন। যীশু যোহনের প্রতি এ অন্যায় এ সময় বন্ধ করেননি। তিনি তার থেকে বৃহত্তর কিছু করেছেন। তিনি সকল অন্যায়কে চিরদিনের জন্য ধ্বংশ করতে ক্রুশে মরেছেন।

যোহন বাপ্তাইজকের মৃত্যু নির্দেশ করে যে, খ্রীষ্টের "দূত" হিসেবে তার দায়িত্বপূর্ণ হয়েছে। তিনি খ্রীষ্টের আগমন ঘোষণা করেছেন এবং তার উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়েছে। যদিও তার পরিচর্যা প্রথম খ্রীষ্টকে লোকদেরকে প্রভাবিত করেছে। (দেখুন প্রেরিত ১৮: ২৫ এবং প্রেরিত ১৯:৩-৪ পদ) যা এখনও লোকদেরকে প্রভাবিত করে। কোন সাধুর দুঃখ ভোগ ও মৃত্যু বৃথা যায়নি।

৩০ পরে প্রেরিতেরা যীশুর নিকটে আসিয়া একত্র হইলেন; আর তাঁহারা যাহা কিছু করিয়াছিলেন, ও যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছিলেন, সে সমস্তই তাঁহাকে জানাইলেন। ৩১ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা বিরলে এক নির্জন স্থানে আসিয়া কিছু কাল বিশ্রাম কর। কারণ অনেক লোক

আসা যাওয়া করিতেছিল, তাই তাঁহাদের আহার করিবারও অবকাশ ছিল না। ৩২ পরে তাঁহারা নৌকাযোগে বিরলে এক নির্জন[১০২] স্থানে যাত্রা করিলেন। ৩৩ কিন্তু লোকে তাঁহাদিগকে যাইতে দেখিল, এবং অনেকে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিল, তাই সকল নগর হইতে পদব্রজে সেখানে দৌড়াইয়া তাঁহাদের অগ্রে গেল। ৩৪ তখন যীশু বাহির হইয়া বিস্তর লোক দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, কেননা তাহারা পালক বিহীন মেষপালের ন্যায় ছিল;[১০৩] আর তিনি তাহাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন[১০৪]।

---

১০২ মার্ক তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জনশূন্য স্থানের বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন (দেখুন মার্ক ৬: ৩১-৩২ এবং ৩৫ পদ)। মার্ক চেয়েছেন যে পাঠকেরা যেন এই স্থানকে মরুপ্রান্তর রূপে কল্পনা করে। ঠিক মোশির মত যীশু লোকদেরকে মরুপ্রান্তর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন (এস্থানে খাবার নেই) ঈশ্বরের মঙ্গলময় স্থানে। যীশু আবারও দেখিয়েছেন যে, তিনি মোশির মত একজন ভাববাদী (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণী ১৮: ১৫-১৯ পদ)। ঈশ্বরের লোকদেরকে ঈশ্বরের স্থানের দিকে চালিত করছেন। কিন্তু এ ঘটনা শুধু এটা লোকদেরকে বুঝায় না যে, যীশু নুতন এবং উন্নত মোশি। তারা যেন তাকে সত্যিকারের স্বর্গীয় খাদ্য রূপে দেখতে পায় (দেখুন যোহন ৬ অধ্যায়)। তারা যেন তাকে চেনে একজন উত্তম মেষপালক হিসেবে (দেখুন গীত ২৩:১-২ পদ)। তারা যেন তাকে প্রাচুর্য্য ও তৃপ্তি দাতা রূপে (দেখুন যোয়েল ২:২৪-২৭ পদ এবং আমোষ ৯:১৩-১৫পদ)।

১০৩ "পালক বিহীন মেষ কথাটি মোশি প্রথম ব্যবহার করেছেন গণনা পুস্তক ২৭:১৭ পদে। মোশি মৃত্যু পথযাত্রী তাই মোশি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন একজন "মেষ পালকের" জন্য যে তাদের সামনে বাইরে যাবে এবং তাদের সামনে ভেতরে আসবে। যে তাদের বাইরে যেতে ও ভিতরে আসতে নেতৃত্ব দেবে যেন প্রভুর মন্ডলী মেষ পালক বিহীন মেষর মত না হয়। "যিহোশূয় মোশির প্রার্থনার অস্থায়ী উত্তর। ঈশ্বর তার লোকদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে জর্দনের মধ্য দিয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে যেতে যিহোশূয়কে ব্যবহার করেছেন। যদিও যিহোশূয়ের অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। সে মোশির কতৃত্বের **অল্প** কিছু কতৃত্ব পেয়েছিল (দেখুন গণণা ২৭:২০ পদ) আর মোশির মত সামনা সামনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেনি (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:১০-১২ পদ)। বরং ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে তাকে একজন

যাজকের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে (দেখুন গণনা ২৭:২১ পদ)। যদিও যিহোশূয় অনেক **বহিশত্রুদের** পরাজয় করতে লোকদেরকে সাহায্য করতে সমর্থ হয়েছিল। যিহোশূয় লোকদেরকে তাদের নিজেদের থেকে মুক্ত করতে পারেনি। যিহোশূয়র অন্য সমস্যা হল অবশেষে সে মারা গেছে (দেখুন যিহোশূয় ২৪:৩১ পদ)। সার সংক্ষেপ হলো এই যে, যিহোশূয় লোকদেরকে সত্যিকারের বিশ্বাস দিতে পারেননি। তাদের শত্রুদের থেকে বিশ্রাম এবং তাদের সংগ্রামের থেকে বিশ্রাম (দেখুন ইব্রীয় ৩ ও ৪ অধ্যায়)। যিহোশূয়ের মৃত্যুর পরে অন্য আরও "মেষপালক" যাদের অনেকেই যিহোশূয়ের মত বিশ্বস্ত ছিল না ইস্রায়েলকে নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে। ইস্রায়েল এই মেষপালকদেরকেই অনুসরণ করেছে। এভাবে একজন বিচারক বা রাজা যদি ভাল হয় তবে লোকেরা যা সঠিক সে দিকে এই মেষপালকদের অনুসরণ করে। কিন্তু যদি একজন বিচারক বা রাজা যদি মন্দ হয় তবে লোকেরা যা মন্দ সেদিকেই তাদের অনুসরণ করে। যখন দায়ূদ একজন মহান রাজা, তিনিও তখন নিখুত মেষ পালক নন। লোকদের দায়ূদের থেকেও সেরা একজন মেষপালক প্রয়োজন্। গণনা ২৭:১৭ পদে মোশির প্রার্থনা মূলত পুরাতন নিয়মের কোন "মেষপালকের" মাধ্যমে পূর্ণতা পায় নি। সে কারণেই পুরাতন নিয়মে ভাববাদীরা ঘোষণা করেছেন যে, একজন নুতন "মেষপালক" আসবেন যিনি নিখুত ভাবে ঈশ্বরের লোকদের যত্ন নেবেন (দেখুন যিহিস্কেল ৩৪: ১-৩১ পদ)। নতুন নিয়ম ঘোষণা করে যে, যীশুই উত্তম মেষপালক (দেখুন যোহন ১০:১-৩০পদ, ইব্রীয় ১৩:২০-২১পদ, ১পিতর ২:২৪ পদ এবং ৫:৪ পদ) উত্তম মেষপালক হিসেবে যীশু তার মেষদের খাওয়ান, যত্মনেন এবং রক্ষা করেন। যীশু আপন প্রাণ মেষদের জন্য সমর্পন করেন। তিনি তার মেষদের পূর্ণ ও চূড়ান্ত বিশ্রামে নিয়ে যান (দেখুন মথি ১১:২৮-৩০পদ)।

মন্ডলীর প্রাচীনবর্গ হল তার লোকদের চলমান যত্ন নেওয়ার যীশুর একটি উপায়। নতুন নিয়মে প্রাচীন বর্গকে মেষপালক বলে অভিহিত করা হয়েছে। তারা প্রধান মেষপালক যীশুর অধিনে পরিচর্য্যা কাজ করে থাকে। যীশুর মত তারা রয়েছে যেন খ্রীষ্টের মেষদের খাওয়ায়, যত্ন নেয় এবং রক্ষা করে। যীশুর মতই প্রাচীনের ঈশ্বরের বক্য রুপ খাদ্য পরিবেশন করে। প্রাচীনেরা যীশুর মতই মেষদের জন্য তাদের জীবন সমর্পন করতে হয়েছে (দেখুন প্রেরিত ২০:১৭-৩৮ এবং ১ পিতর ৫:১-৪ পদ)।

১০৪ ঈশ্বরের লোকদের পালনকারী হিসাবে যীশু ঈশ্বরের বাক্য তাদের খাওয়ান"। আবার যীশু মোশির মত ভাববাদী যার কথা অবশ্যই শুনতে হবে। তিনি ঈশ্বরের লোকদের পালন ও পরিচালনা করেছেন ঈশ্বরের স্থানের দিকে (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-১৯ পদ)।

৩৫ পরে দিবা প্রায় অবসান হইলে তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এটি নির্জন স্থান, এবং দিবাও অবসান প্রায়; ৩৬ ইহাদিগকে বিদায় করুন, যেন ইহারা চারিদিকে পল্লীতে পল্লীতে ও গ্রামে গ্রামে গিয়া আপনাদের নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্য কিনিতে পারে। ৩৭ কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই উহাদিগকে আহার দেও[১০৫]। তাঁহারা কহিলেন, আমরা গিয়া কি দুই শত সিকির রুটি কিনিয়া লইয়া উহাদিগকে খাইতে দিব? ৩৮ তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কাছে কয়খানা রুটি আছে? গিয়া দেখ। তাঁহারা দেখিয়া কহিলেন, পাঁচখানি রুটি এবং দুইটি মাছ আছে। ৩৯ তখন তিনি সকলকে সবুজ ঘাসের উপরে দলে দলে

---

১০৫ যীশু তার কাজ করবার ক্ষমতা প্রেরিতদের প্রদান করেছেন (দেখুন মার্ক ৩: ১৩-১৯ এবং ৬:৭-১৩ পদ)। তিনি তাদেরকে তার প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তারা সফল হয়েছে। এখানে যীশুই প্রধান মেষ পালক তার অধিনস্ত মেষ পালকদের নির্দেশ দিয়েছেন লোকদের খাওয়াতে। প্রেরিতেরা যীশুর বাধ্য হয়নি বরং তার কথায় সন্দেহ করেছে। তারা ভুলে গেছে যে, আগে যখন তাদের প্রেরণ করা হয়েছিল তখন ঈশ্বর তাদের সমস্ত প্রয়োজনের যোগান দিয়েছেন (মার্ক ৬:৭-১৩ পদ)। একই ঘটনা ঘটেছে যখন যীশু ৪০০০ লোককে খাইয়েছেন (দেখুন ৮:১-১০ পদ)। প্রেরিতদের এখনও শেখা প্রয়োজন যে তারা যীশুতে নির্ভর করতে পারে।

বসাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ৪০ তাহারা শত শত জন ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া সারি সারি বসিয়া গেল। ৪১ পরে তিনি সেই পাঁচখানি রুটি ও দুইটি মাছ লইয়া স্বর্গের দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং সেই রুটি কয়খানি ভাঙ্গিয়া লোকদের সম্মুখে রাখিবার জন্য শিষ্যদিগকে দিতে লাগিলেন; আর সেই দুইটি মাছও

সকলকে ভাগ করিয়া দিলেন। ৪২ তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল[১০৬]। ৪৩ পরে তাঁহারা গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা বারো ডালা[১০৭] এবং মাছও কিছু তুলিয়া লইলেন[১০৮]। ৪৪ যাহারা সেই রুটি ভোজন করিয়াছিল, তাহারা পাঁচ হাজার পুরুষ[১০৯]।

৪৫ পরে তিনি তৎক্ষণাৎ শিষ্যদিগকে দৃঢ় করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন তাঁহারা নৌকায় উঠিয়া তাঁহার অগ্রে অন্য পারে বৈৎসৈদার দিকে যান, আর ইতিমধ্যে তিনি লোকদিগকে বিদায় দেন। ৪৬ লোকদিগকে বিদায় করিয়া তিনি প্রার্থনা করিবার জন্য পর্বতে

---

১০৬ মার্ক ৮:৮ পদে লোকদের "সন্তুষ্টির" গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উভয় খাওয়ানোর ঘটনা অবশিষ্ট খাদ্যের ঝুড়ি (৫০০০ ও ৪০০০ হাজার লোককে খাওয়ানোর ঘটনা) প্রমাণ করে যে, সেখানে সকলের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বেশী খাবার ছিল। এই ঘটনা বিশেষ বৈশিষ্ট পূর্ণ কারণ পুরাতন নিয়মে নিশ্চিত ভাববানী রয়েছে এ বিষয়ে যে "প্রভুর দিন যখন আসবে ,সেই দিন যখন ঈশ্বরের রাজ্য পরাক্রমের সঙ্গে উপস্থিত হবে তখন এ ঘটনা গুলো ঘটবে। ভাববাদীরা লিখেছেন যে, এ সময় দেশে ফসলের প্রাচুর্য্য থাকবে। তারা ভাববানী করেছেন যে, ঈশ্বরের লোকেরা আহার করবে ও তৃপ্ত হবে। "তোমরা প্রচুর খাদ্য ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে, এবং তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করিবে, যিনি তোমাদের প্রতি আশ্চর্য ব্যবহার করিয়াছেন; আর আমার প্রজাগণ কদাচ লজ্জিত হইবে না। ২৭ তাহাতে তোমরা জানিবে, আমি ইস্রায়েলের মধ্যবর্তী, এবং আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, অন্য কেহ নাই, এবং আমার প্রজারা কদাচ লজ্জিত হইবে না।" (যোয়েল ২:২৬-২৭ পদ)। লোকেরা যথেষ্ট পরিমানে খাবে ও তৃপ্ত হবে এ বিষয়ে প্রাধান্য দিয়ে মার্ক তার পাঠকদের বলেছেন যে, যীশুই এই ভাববানীর পূর্ণতা দানকারী। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি ইস্রায়েলের অবাধ্যতার ফল তাদের উপর নেমে আসা অভিশাপ উল্টে দিয়েছেন। "তাহারা ভোজন করবে কিন্তু তৃপ্ত হবেনা " (হোশেয় ৪:১০ পদ)। ৫০০০ লোককে খাওয়ানোর ঘটনাটি একটি চিহ্ন যে, যীশুই সেই ব্যক্তি যিনি স্বর্গ থেকে মান্না প্রদান করেন যেন, ঈশ্বরের লোকেরা আর কখনও ক্ষুধিত ও তৃষ্ণিত না হয় (দেখুন যোহন ৬ অধ্যায়)। কিন্তু যীশু স্বর্গ থেকে শুধু মান্না প্রদান করা থেকেও বেশী কিছু করেছেন। তিনি নিজেই

স্বর্গীয় সেই মান্না। যীশু সেই রুটি যা, জগতকে জীবন দানের জন্য ভাঙ্গা হয়েছে। (দেখুন মার্ক ১৪:২২ পদ)

১০৭ এ ঘটনা সমূহে ১২ সংখ্যার পুনরুক্তি কোন গুরুত্ব বহন করে না (দেখুন মার্ক ৫:২৫, ৫:৪২,৬:৭ এবং ৬:৪২পদ)। ইস্রায়েল জাতির গোত্রের সংখ্যা হচ্ছে ১২। এটি হতে পারে ঈশ্বরের প্রকৃত লোকদের আরোগ্যা ও পূর্ণগঠনের তার পরিচর্য্যা কাজের প্রতি প্রধান্য দেবার একটি অতি সুক্ষ উপায়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈশ্বরের লোকেরা কোন একটি নির্দিষ্ট জাতি নয়। যেখানে যিহুদী বা পরজাতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। খ্রীষ্টে বিশ্বাসী সকলেই, তারা যিহুদী বা পরজাতি যাই হোক না কেন সকলে ঈশ্বরের লোকদের অবংশ (দেখুন ইফিষীয় ২:১১ -২২পদ)। খ্রীষ্টে বিশ্বাসী সকলেই "ঈশ্বরের ইস্রায়েল বলে" গন্য (দেখুন গালাতীয় ৬: ১৬ পদ)। খ্রীষ্টে বিশ্বাসী সকলেই অব্রাহমের কাছে প্রতিজ্ঞাত আর্শিবাদ লাভ করে (দেখুন আদি ১২:১-৩ পদ)। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃত লোকদের (যারা বিশ্বাস করে) খ্রীষ্ট যখন সুস্থ করেন, পুনরগঠন করেন এবং তৃপ্ত করেন তখন এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, "অবিশ্বাসী ইস্রায়েল" সুস্থ হয়নি। অনেকেই যীশুর চারপাশে ভির করেছে কিন্তু কোন সাহায্যই তার কাছ থেকে গ্রহণ করেনি।

১০৮ যোহন ৬:১৪ পদে এই আশ্চর্য্য কাজকে "চিহ্ন" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। "চিহ্ন" সমূহের উদ্দেশ্য বুঝতে দেখুন যোহন ২০: ৩০-৩১ পদ।

১০৯ ৫০০০ লোককে খাওয়ান এবং জলের উপর দিয়ে হাটা চিহ্ন কার্য্য দুটি সম্পর্কযুক্ত (দেখুন ৬:৫১-৫২ পদ)। মার্ক আবারও চাচ্ছেন তার পাঠক যেন এই চিহ্ন কার্য্য দুটিকে একত্রে বিবেচনা করে। ৫০০০ লোককে খাওয়ানোর বিষয় কিছু একটা প্রেরিতেরা বুঝতে পারেনি। এই দুটি চিহ্ন কার্য্যের আসল অর্থ বুঝতে পাঠকেরা যেন গভীর ভাবে চিন্তা করে।

চলিয়া গেলেন[১১০]। ৪৭ যখন সন্ধ্যা হইল, তখন নৌকাখানি সমুদ্রের মাঝখানে ছিল, এবং তিনি একাকী স্থলে ছিলেন। ৪৮ পরে সম্মুখ বাতাস প্রযুক্ত তাঁহারা নৌকা বাহিতে বাহিতে কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া, তিনি প্রায় চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া তাঁহাদের নিকটে আসিলেন,[১১১] এবং তাহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে উদ্যত

হইলেন[১১২]। ৪৯ কিন্তু সমুদ্রের উপর দিয়া তাঁহাকে হাঁটিতে দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, অপচ্ছায়া, আর চেঁচাইয়া উঠিলেন; ৫০ কারণ সকলেই তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন ও ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, তাঁহাদিগকে বলিলেন, সাহস কর, এ আমি,[১১৩] ভয় করিও না। ৫১ পরে তিনি তাঁহাদের নিকটে নৌকায় উঠিলেন, আর বাতাস থামিয়া গেল; তাহাতে তাঁহারা মনে মনে যার পর নাই আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন। ৫২ কেননা রুটির বিষয়ে তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহাদের অন্তঃকরণ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।
৫৩ পরে তাঁহারা পার হইয়া স্থলে, গিনেষরৎ প্রদেশে, আসিয়া নৌকা লাগাইলেন। ৫৪ আর নৌকা হইতে বাহির হইলে লোকেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিয়া সমুদয় অঞ্চলে চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল, ৫৫ আর পীড়িত লোকদিগকে খাটের উপরে করিয়া, তিনি যে কোন স্থানে আছেন শুনিতে পাইল, সেই স্থানে আনিতে লাগিল। ৫৬ আর গ্রামে, কি নগরে, কি পল্লীতে, যে কোন স্থানে তিনি প্রবেশ করিলেন, সেই স্থানে তাহারা পীড়িতদিগকে বাজারে বসাইল; এবং তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন উহারা তাঁহার বস্ত্রের থোপমাত্র স্পর্শ করিতে পায়, আর যত লোক তাঁহাকে স্পর্শ করিল, সকলেই সুস্থ হইল[১১৪]।

---

১১০ যীশুর প্রার্থনার বিষয় মার্ক আমাদের বলেননি। এটা যেন মনে হয় যে, তিনি পিতার কাছে প্রার্থনা করছেন যেন লোকদের চোখ খুলে দেন (বিশেষ করে প্রেরিতদের চোখ) যেন তারা দেখতে পায় যে তিনি কে এবং বিশ্বাসে তার কাছে আসে। যেমনি ৪:১৭-২১ পদে সুস্পষ্ট। যদিও এ সময়ে প্রেরিতেরাও দ্বিধান্বিত। যীশুর প্রকৃত পরিচয় তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। যীশুর সত্যিকারের পরিচয় উপলব্ধি করতে স্বর্গের অলৌকিক চিহ্ন কার্য্য তাদের প্রয়োজন। বিষয়টি একই ভাবে আজও সত্য।

১১১ মার্ক ৪:৩৫-৪১ পদে যেমন, যত্নের সঙ্গে পড়ুন ইয়োব ৯:৪-১২ পদ, ২৬:১২-১৪, ৩৮:৪-১১, গীত ৬৫:৭-৮, ৮৯:৯-১০, ১০৬:৮-৯, ১০৭:২৩-৩১ এবং যিশাইয় ৫১:৯-১১ পদ। আবার ইয়াওয়ে (ঈশ্বর) যেমন বলেছেন তেমনি কাজ করার মাধ্যমে যীশু প্রকাশ করছেন যে, তিনিই ঈশ্বর এবং তার লোকদেরকে

রক্ষা করার আর সমুদ্রের মধ্য দিয়ে নিরাপদে শুকনো ভূমি দিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা তার আছে। যীশু সেই কাজ করেন যা কেবল ঈশ্বরই করতে পারেন। তিনি তার লোকদের খাওয়ান এবং জলের উপর দিয়ে হেটে যান। এগুলো তার মহা শক্তির চিহ্ন। তার এই মহা শক্তির কারণে, প্রেরিতেরা এবং তার সত্যিকারের পরিবার তাদের জীবনের জন্য তার উপর নির্ভর করতে পারে।

১১২ একই ক্রিয়া পদ "ছাড়াইয়া যাওয়া" পুরাতন নিয়মে ইয়াওয়ে (ঈশ্বর) এর ক্ষেত্রে ব্যাবহৃত হয়েছে যাত্রা ৩৩:১৯, ৩৪:৬ পদে এবং ইয়োব ৯:১১ পদে। ইয়াওয়ে এর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত এ সমস্ত পদ গুলি তার মহা ক্ষমতার কথাই প্রকাশ করে। ইয়াওয়ে যা করেন যীশুও তাই করছেন! যদিও তিনি ভিত প্রেরিতদের "ছাড়িয়ে" যাননি। যেন "আমাদের সহিত ঈশ্বর" তিনি তাদের সঙ্গে নৌকায় উঠলেন।

১১৩ "মনে রাখ এটাই আমি" এর পরিবর্তে গ্রীকেরা পরে, মনে রাখ, "আমি যে আছি সেই আছি"। জলের উপর দিয়ে হাটার আশ্চর্য্য কাজ অনুসারে (যা কেবল মাত্র ঈশ্বরই করতে সমর্থ) এমন মনে হয় যে, যীশু চেয়েছেন যেন প্রেরিতেরা উৎসাহিত হয় কারণ তিনিই "আমি যে আছি সেই আছি"। ঈশ্বরের পবিত্র নাম হচ্ছে "আমি যে আছি সেই আছি"(দেখুন যাত্রা ৩:১৩-১৫ এবং ৬:২-৮ পদ) যীশু এই নাম ব্যবহার করতে সক্ষম কেননা পিতা ঈশ্বর তাকে এই নাম দিয়েছেন (দেখুন ফিলিপিয় ২: ৮-১১পদ।

১১৪ এটা মার্কের আরও একটি সংক্ষিপ্ত সার বক্তব্য। লক্ষ্য করুন, এই পদে মার্ক যীশুর কোন বিশেষ একটি কাজের প্রতি গুরুত্ব দেননি। তিনি যা যা করেছেন তার অনেক বিষয়ই তিনি বলেছেন। এই সংক্ষিপ্ত সার বক্তব্যই পুস্তকটিকে খন্ডে খন্ডে বিভক্ত করেছে। একটি বক্তব্যের পরে, একটি নতুন খন্ড শুরু হয়েছে। পাঠকের বুঝতে হবে যে নতুন খন্ডটি পূর্ববতী খন্ড থেকে কিভাবে ভিন্নতর।

মার্ক ৭ অধ্যায়

১ আর ফরীশীরা ও কয়েক জন অধ্যাপক যিরূশালেম হইতে আসিয়া
তাঁহার নিকটে একত্র হইল[১১৫]। ২ তাহারা দেখিল যে, তাঁহার কয়েক
জন শিষ্য অশুচি অর্থাৎ অধৌত হস্তে আহার করিতেছে। ৩ ফরীশীগণ ও
যিহূদীরা সকলে প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধি মান্য করায় ভাল করিয়া
হাত না ধুইয়া আহার করে না। ৪ আর বাজার হইতে আসিলে তাহারা
স্নান না করিয়া আহার করে না; এবং তাহারা আরও অনেক বিষয়
মানিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা– ঘটি, ঘড়া ও পিত্তলের নানা পাত্র
ধৌত করা[১১৬]। ৫ পরে ফরীশীরা ও অধ্যাপকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিল, তোমার শিষ্যেরা প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধি অনুসারে চলে না,
কিন্তু অশুচি হস্তে আহার করে, ইহার কারণ কি? ৬ তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, কপটীরা, যিশাইয় তোমাদের বিষয়ে বিলক্ষণ ভাববাণী
বলিয়াছেন, যেমন লেখা আছে,

"এই লোকেরা ওষ্ঠাধরে আমার সম্মান করে,
কিন্তু ইহাদের অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে থাকে।
৭ ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা করে,
মনুষ্যদের আদেশ ধর্মসূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয়[১১৭]।"

---

১১৫ এটা একটা নতুন অধ্যায় শুরু। ফরীশীদের সঙ্গে আর একটি সংঘাত দিয়ে এটির শুরু। ফরীশীদের সঙ্গে প্রথম সংঘাতের বর্ণনা রয়েছে মার্ক ২:১৩-২৮ পদে)।

১১৬ এই পদ সমূহ যেখানে মার্ক যিহুদীদের রীতিনীতির বর্ণনা দিয়েছেন তা নির্দেশ করে যে মার্ক পরজাতিয় পাঠকদের কথা মাথায় রেখে লিখেছেন। নতুবা যিহুদীদেরও রীতিনীতির বর্ণনা করার প্রয়োজন পড়ত না।

১১৭ যীশু যিশাইয় ২৯:১৩ পদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এখানে, কিন্তু যিশাইয়র এ বিশেষ অধ্যায়ের শুধু এই একটি পদ থেকেও প্রায় নিশ্চিত ভাবেই যীশু আরও অনেক বেশী কিছু ভাবছিলেন। যিশাইয় থেকে নতুন একটি অধ্যায়ের শুরুতে যীশু এ উদ্ধৃতি দিয়ে ফরীশীদের বলেছেন (এবং মার্কের পাঠকদের তিনি এখন বলেছেন) এই পুরো খন্ডকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে (যিশাইয় ২৯:১৩-

২৪পদ) যিশাইয়র এই পদ সমূহ যত্নের সঙ্গে পাঠ করে দেখা যায় যে যিশাইয় ২৯:১৩-২৪ পদ অনেকেটাই মার্ক ৭ এর মত। নিম্নের এই অধ্যায় সমূহের সম্পর্ক/ সাদৃশ্য বিবেচনা করুন।

ইস্রায়েলের "জ্ঞানবান লোক" ও "বিবেচক লোক" এর সম্পর্কে যিশাইয় ২৯:১৩-১৬ পদ লেখা হয়েছে। ইস্রায়েলের এই "জ্ঞানী" নেতারা ঈশ্বরকে ভালোবাসেনা বরং তারা যে নিয়ম সৃষ্টি করেছে তা পালনের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা করার ভান করে। মার্ক ৭:১-১৩ পদে যীশু বলেছেন যে, ফরীশীরাই তারা যাদের বিষয় যিশাইয় লিখেছেন।

যদিও এই "জ্ঞানী" লোকেরা ঈশ্বরের আরাধনা করে না তথাপি ঈশ্বর "লোকদের মাঝে চমৎকার কাজ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন" (যিশাইয় ২৯:১৪পদ)। একদম এই ঘটনাটি ঘটেছে মার্ক ৭ অধ্যায়ে। যিহুদী নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ঈশ্বর যীশুর মাধ্যমে লোকদের মাঝে চমৎকার কাজ করেছেন। যদিও "জ্ঞানী" ফরীশীরা তার এই কাজ সনাক্ত করতে পারেনি। ঈশ্বর যে চমৎকার কাজ করেছেন তা সনাক্ত করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে কেননা তারা তাদের তৈরী নিয়মের প্রতি নিবিষ্ট ছিল।

ঈশ্বর যে চমৎকার কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা দেখতে পাওয়া যায় যিশাইয় ২৯:১৭-১৮ পদ। মার্ক ৭ অধ্যায়ে এই পদ সমূহই ধ্বনিত হয়েছে। লেবানন দেশ জরিয়ে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত প্রথম "চমৎকার কাজ" এর সঙ্গে যিশাইয় ২৯:১৭পদ বলে "অতি অল্পকাল গত হইলে লিবানোন কি উদ্যানে পরিণত হইবে না? আর উদ্যান কি অরণ্য বলিয়া গণ্য হইবে না?"। যিশাইয় একটি সময়ের বর্ণনা করছিলেন যখন যিহুদী নেতারা মানুষের তৈরী নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতিরোধ করেছিলেন। ইস্রায়েলের বাইরে একটি অঞ্চল হচ্ছে লেবাননে পরজাতিদের অঞ্চল, ঈশ্বরের জন্য ফল উৎপন্ন করবে। একদম এই ঘটনাটাই ঘটেছে মার্ক ৭:২৪-৩০ পদে। যীশু "সোর ও সিদন অঞ্চলে" গিয়েছিল সেই একই অঞ্চল হল লেবানন- দেখুন যিশাইয় ২৯ :১৭পদ)। বিশ্বাসে সুর ফৈনীকী মহিলা তার কাছে এসে তার মেয়ের সুস্থতা ভিক্ষা চেয়েছে। তার এই ভিক্ষা চাওয়াই প্রমাণ করে যে সত্যিকার বিশ্বাস তার রয়েছে। মেয়েটি সুস্থ হয়েছে। যখন ইস্রায়েলের নেতারা (ফরীশীরা) খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের এই চমৎকার কাজ গ্রহণ করবেনা তখন তিনি এমন এক অঞ্চলে গেলেন যেখানে সেগুলো গৃহিত হয়েছে। এই বিধর্মীদের অঞ্চল ফলপ্রসু হয়েছে। কিন্তু যিশাইয় ২৯ এবং মার্ক ৭ এর মধ্যে আরও একটি সম্পর্ক রয়েছে এখনও যিশাইয় ২৯:১৮ পদ বলে যে, " সেই দিন বধিরগন পুস্তকের বাক্য শুনিবে"। মার্ক ৭:৩১-৩৬ পদে যীশু একজন বধির কে সুস্থ করেছেন। চূড়ান্ত ভাবে যিশাইয় ২৯:১৯ পদে বলে"নম্রগণও সদাপ্রভুতে উত্তরোত্তর আনন্দিত হইবে, এবং মনুষ্যদের মধ্যবর্তী দরিদ্রগণ ইস্রায়েলের পবিত্রতমে উল্লাস করিবে।" মার্ক ৭:৩৭ পদে বলে "আর তাহারা যার পর নাই

চমৎকৃত হইল, বলিল, ইনি সকলই উত্তমরূপে করিয়াছেন, ইনি বধিরদিগকে শুনিবার শক্তি, এবং বোবাদিগকে কথা বলিবার শক্তি দান করেন।" এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই অংশে ফরীশী এবং নেতারা অবাক হয়নি এবং খ্রীষ্টের প্রশংসাও করেনি। তারা তাকে ও তার কাজকে ঘৃণা করেছে। যারা খ্রীষ্টের কাজকে প্রশংসা করেছে তারা একদম সাধারন লোক। যিশাইয় ২৯ একমাত্র অধ্যায় নয় যা মার্ক পুস্তকে ধ্বনিত হয়েছে। যিশাইয় বাক্য সমূহ এই পুস্তক জুরেই ধ্বনিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরুপ দেখুন যিশাইয় ৩৫ অধ্যায়।

৮ তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা ত্যাগ করিয়া মনুষ্যদের পরম্পরাগত বিধি
ধরিয়া রহিয়াছ।
৯ তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, তোমাদের পরম্পরাগত বিধি
পালনের জন্য তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা বিলক্ষণ অমান্য করিতেছ।
১০ কেননা মোশি বলিয়াছেন, "তুমি আপন পিতাকে ও আপন মাতাকে
সমাদর কর," আর "যে কেহ পিতার কি মাতার নিন্দা করে, তাহার
প্রাণদন্ড হউক।" ১১ কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, মনুষ্য যদি পিতাকে
কিম্বা মাতাকে বলে, 'আমা হইতে যাহা দিয়া তোমার উপকার হইতে
পারিত, তাহা কর্বান্, অর্থাৎ ঈশ্বরকে দত্ত হইয়াছে,' ১২ তোমরা তাহাকে
পিতার কি মাতার জন্য আর কিছুই করিতে দেও না। ১৩ এইরূপে
তোমাদের সমর্পিত পরম্পরাগত বিধি দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের বাক্য নিষ্ফল
করিতেছ; আর এই প্রকার অনেক ক্রিয়া করিয়া থাক। ১৪ পরে তিনি
লোকসমূহকে পুনরায় কাছে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে আমার
কথা শুন ও বুঝ। ১৫ মনুষ্যের বাহিরে এমন কিছুই নাই, যাহা তাহার
ভিতরে গিয়া তাহাকে অশুচি করিতে পারে; ১৬ কিন্তু যাহা যাহা মনুষ্য
হইতে বাহির হয়, সেই সকলই মনুষ্যকে অশুচি করে।
১৭ পরে তিনি লোকসমূহের নিকট হইতে গৃহমধ্যে আসিলে তাঁহার
শিষ্যেরা তাঁহাকে সেই দৃষ্টান্তটির ভাব জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৮ তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও কি এমন অবোধ? তোমরা কি বুঝ না

যে, যাহা কিছু বাহির হইতে মনুষ্যের ভিতরে যায়, তাহা তাহাকে অশুচি করিতে পারে না? ১৯ তাহা ত তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না, কিন্তু উদরে প্রবেশ করে, এবং বহিঃস্থানে গিয়া পড়ে। এই কথায় তিনি সমস্ত খাদ্য দ্রব্যকে শুচি বলিলেন[১১৮]। ২০ তিনি আরও কহিলেন, মনুষ্য হইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে। ২১ কেননা ভিতর হইতে, মনুষ্যদের অন্তঃকরণ হইতে, ২২ কুচিন্তা বহির হয়– বেশ্যাগমন, চৌর্য, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, ছল, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অভিমান ও মূর্খতা; ২৩ এই সকল মন্দ বিষয় ভিতর হইতে বাহির হয়, এবং মনুষ্যকে অশুচি করে[১১৯]।

---

১১৮ মার্কের এটি একটি সম্পাদকীয় বক্তব্য। তিনি এ কাজটি আরও করেছেন ৩:৩, ৫; ৮, ৭:৩-৪ এবং ১৩:১৪ পদে।

১১৯ এই দূর্বল বিষয় সমূহ সকলই " আদমের ফল"। খ্রীষ্ট লোকদের এই দূর্বলতা দূর করতে এসেছেন, যেন তারা "আত্মার ফল" উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। দেখুন গালাতীয় ৫:২২-২৩ পদ)।

২৪ পরে তিনি উঠিয়া সেই স্থান হইতে সোর ও সীদোন অঞ্চলে গমন করিলেন। আর তিনি এক বাটীতে প্রবেশ করিলেন, ইচ্ছা করিলেন, যেন কেহ জানিতে না পারে; কিন্তু গুপ্ত থাকিতে পারিলেন না। ২৫ কারণ তখনই এক জন স্ত্রীলোক, যাহার একটি মেয়ে ছিল, আর তাহাকে অশুচি আত্মায় পাইয়াছিল, তাঁহার বিষয় শুনিতে পাইয়া আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। ২৬ স্ত্রীলোকটি গ্রীক, জাতিতে সুর ফৈনীকী। সে তাঁহাকে বিনতি করিতে লাগিল, যেন তিনি তাহার কন্যার ভূত ছাড়াইয়া দেন। ২৭ তিনি তাহাকে কহিলেন, প্রথমে সন্তানেরা তৃপ্ত হউক, কেননা সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে

ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়[১২০]। ২৮ কিন্তু স্ত্রীলোকটি উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, হাঁ, প্রভু, আর কুকুরেরাও মেজের নিচে ছেলেদের খাদ্যের গুঁড়াগাঁড়া খায়। ২৯ তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, এই বাক্য প্রযুক্ত চলিয়া যাও, তোমার কন্যার ভূত ছাড়িয়া গিয়াছে। ৩০ পরে সে গৃহে গিয়া দেখিতে পাইল, কন্যাটি শয্যায় শুইয়া আছে, এবং ভূত বাহির হইয়া গিয়াছে[১২১]।

---

১২০ এটা এমন মনে হতে পারে যে, মহিলা পরজাতিয় বলে যীশু এই মহিলার প্রতি কোন ভালবাসা দেখাচ্ছেন না বা তার প্রতি নির্দয় হয়েছেন। যদিও যীশু প্রেমহীন বা নির্দয় নন। যীশু স্পষ্টই পরজাতিদের ভালবাসেন কেননা ঈশ্বর তাদের ভালবাসেন আর যীশুর মনোভাব ও কাজ সর্বদাই ঈশ্বরকে সুখি করা (দেখুন মার্ক১:১১ এবং ৯:৭পদ)। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর বার বার পরজাতিদের তার প্রেম প্রকাশ করেছেন। (উদাহরণ হচ্ছে রাহব, রুত, হিত্তিয় উরিয়, এলিওর সময়ের বিধবা, নিনবীর নামান, এবং যোনার সঙ্গের নাবিকেরা)। যীশুর জন্মের সময় ঈশ্বর পরজাতিদেরকে এসে খ্রীষ্টের আরাধনা করার সুযোগ দিয়েছিলেন যা প্রমাণ করে যে খ্রীষ্টই সকল মানুষের রাজা। (দেখুন মথি ২:১-১২ পদ)। তার পুনরুত্থানের পরে, যীশু তার শিষ্যদের "পৃথিবীর শেষ প্রান্ত" পর্যন্ত যেতে প্রেরণ করেছেন (প্রেরিত ১:৮পদ)। এর অর্থ হল পরজাতিদের কাছে পাঠিয়েছেন।যখন প্রেরিতেরা এই আদর্শ পালনে দেরি করেছে, পবিত্র আত্মা তখন সুনির্দিষ্ট ভাবে পরজাতিদের কাছে প্রচার করতে আহব্বান করেছেন (দেখুন প্রেরিত ১০:১১পদ)। এভাবেই এ জগতে খ্রীষ্টের পরিচর্যার এবং তার পুনরুত্থানের পরে সমস্ত লোকদের তারা যিহুদী ও পরজাতি যাই হোক তাদের প্রতি ঈশ্বর তার গভীর প্রেম প্রকাশ করেছেন। তাহলে কেন যীশু তার এ জাগতিক পরিচর্য্যা কালে সুনির্দিষ্ট ভাবে যিহুদীদের কাছে গিয়েছিলেন? তিনি এটি করেছেন কেননা ইস্রায়েলের লোকদের কাছেই তিনি প্রেরিত হয়েছেন। তাকে পরজাতিদের কাছে পাঠান হয়নি। ঐ কাজটি মন্ডলীর জন্য রাখা হয়েছে।

মার্ক (বা অন্য কোন সুসমাচারে) খ্রীষ্টের কোন কাজে মনে হয় যেন, কোন তাৎপর্য বহন করেনা তখন আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, খ্রীষ্ট খুব সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এ জগতে এসেছেন। তিনি অদ্বিতীয়, তার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পূর্বেই এ জগতে সাধারনের পরিচর্য্যার অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তাকে বিশেষ ভাবে কিছু কাজ শেষ করতে হবে। উদাহরণ স্বরুপ, যীশু যখন তার করা কোন অলৌকিক কাজের কথা বলতে লোকদেরকে নিষেধ করেছেন, আমাদের স্বরণে রাখা প্রয়োজন যে ,তার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পূর্বে এ জগতে তার পরিচর্য্যা কাজের জন্য প্রযোজ্য

খুব সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। ঠিক একই ভাবে তার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পূর্বে এ অল্প সময়ে যীশু যিহুদীদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। কেননা এ জগতের লোকদের জন্য আর্শিবাদ যিহুদীদের মধ্যে দিয়ে এসেছে।

১২১ আমরা ১-৩০ পদের মধ্যে দিয়ে নকল ও আসল বিশ্বাসের মধ্যে একটি তুলনা দেখতে পাই। ফরীশীরা যেন মনে হয় ঈশ্বরের "আসল বিশ্বাসী" (৭:১-২৩ পদ), কিন্তু তারা অভিযুক্ত হয়েছে। সুর ফৈনীকী মহিলাটি বাইরের দিক থেকে অসূচী। যদিও তার বিশ্বাস রয়েছে এবং ঈশ্বরের আর্শিবাদ পেয়েছে। আসল ঘটনা হচ্ছে সে যীশুর কাছে তার মেয়ের সুস্থতা প্রার্থনা করেছে যা তার বিশ্বাসকে প্রকাশ করেছে (৭:২৪-৩০পদ)।

৩১ পরে তিনি সোর অঞ্চল হইতে বাহির হইলেন এবং সীদোন হইয়া দিকাপলি অঞ্চলের মধ্যে দিয়া গালীল সাগরের নিকটে আসিলেন। ৩২ তখন লোকেরা এক জন বধির তোৎলাকে তাঁহার নিকটে আনিয়া তাঁহাকে তাহার উপরে হস্তার্পণ করিতে বিনতি করিল। ৩৩ তিনি তাহাকে ভিড়ের মধ্য হইতে বিরলে এক পার্শ্বে আনিয়া তাহার দুই কর্ণে আপন অঙ্গুলি দিলেন, থুথু ফেলিলেন, ও তাহার জিহ্বা স্পর্শ করিলেন। ৩৪ আর তিনি স্বর্গের দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন, ইপ্‌ফাথা, অর্থাৎ খুলিয়া যাউক। ৩৫ তাহাতে তাহার কর্ণ খুলিয়া গেল, জিহ্বার বন্ধন মুক্ত হইল, আর সে স্পষ্ট কথা কহিতে লাগিল[১২২]। ৩৬ পরে তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এই কথা কাহাকেও বলিও না; কিন্তু তিনি যত বারণ করিলেন, ততই তাহারা আরও অধিক প্রচার করিল।

৩৭ আর তাহারা যার পর নাই চমৎকৃত হইল, বলিল, ইনি সকলই উত্তমরূপে করিয়াছেন, ইনি বধিরদিগকে শুনিবার শক্তি, এবং বোবাদিগকে কথা বলিবার শক্তি দান করেন।

---

১২২ ভাববাদীরা ঘোষণা করেছেন যে, বধিরের কান সুস্থ হওয়া হচ্ছে খ্রীষ্ট ও প্রভুর গৌরবময় দিনের চিহ্ন (দেখুন যিশাইয় ২৯:১৮ এবং ৩৫:৫ পদ)। যাদের বিশ্বাসের চোখ রয়েছে তারা আসল ঘটনা বুঝতে পারে যে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রভুর দিন উপস্থিত হয়েছে।

মার্ক ৮ অধ্যায়

১ সেই সময়ে যখন আবার লোকের ভিড় হইল, আর তাহাদের কাছে
কোন খাবার ছিল না, তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে নিকটে ডাকিয়া
কহিলেন, ২ এই লোকসমূহের প্রতি আমার করুণা হইতেছে; কেননা
ইহারা আজ তিন দিবস আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে, এবং ইহাদের
নিকটে খাবার কিছুই নাই। ৩ আর আমি যদি ইহাদিগকে অনাহারে গৃহে
বিদায় করি, তবে ইহারা পথে মূর্চ্ছা পড়িবে; আবার ইহাদের মধ্যে কেহ
কেহ দূর হইতে আসিয়াছে। ৪ তাঁহার শিষ্যেরা উত্তর করিলেন, এখানে
প্রান্তরের মধ্যে কে কোথা হইতে রুটি দিয়া এই সকল লোককে তৃপ্ত
করিতে পারিবে? ৫ তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের
কাছে কয়খানা রুটি আছে? তাঁহারা কহিলেন, সাতখানা। ৬ পরে তিনি
লোকদিগকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং সেই সাতখানি রুটি
লইয়া ধন্যবাদপূর্বক ভাঙ্গিয়া লোকদের সম্মুখে রাখিবার জন্য
শিষ্যদিগকে দিতে লাগিলেন; তাঁহারা লোকদের সম্মুখে রাখিলেন।
৭ তাঁহাদের নিকটে কয়েকটি ছোট ছোট মাছও ছিল, তিনি আশীর্বাদ
করিয়া সেইগুলিও লোকদের সম্মুখে রাখিতে বলিলেন। ৮ তাহাতে
লোকেরা আহার করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং তাঁহারা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া সাত
ঝুড়ি তুলিয়া লইলেন। ৯ লোক ছিল কমবেশ চারি হাজার; পরে তিনি
তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। ১০ আর তখনই তিনি শিষ্যদের সহিত
নৌকায় উঠিয়া দল্‌মনুথা প্রদেশে আসিলেন।[১২৩]

---

১২৩ দেখুন ৫০০০ লোককে খাওয়ানোর ঘটনাটি (মার্ক ৬:৩০-৪৪ পদে)। এটা লক্ষ্য করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, উভয় ঘটনাতেই একই ধরনের বিষয়বস্তু পাওয়া গেছে। জায়গাটি নির্জন (৮:৪/৬: ৩১-৩২ পদ)। লোকদের প্রতি যীশু সহানুভূতিশীল (৮:২/৬:৩৪ পদ)। যীশু বলেছেন অবশ্যই লোকদের খাওয়াতে (৮:২-৩/৬:৩৭পদ)। তাদের কাছে যা আছে তা দিয়ে লোকদের খাওয়ানো সম্ভব প্রেরিতেরা এ কথা বিশ্বাস করেনি (৮:৪/৬:৩৭ পদ)। যীশু খুব ছোট আকারে এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন, এগুলো ভেঙ্গেছেন এবং লোকদের মাঝে বিতরন জন্য প্রেরিতদের কাছে দিয়েছেন (৮:৬-৭/ ৬:৪১ পদ)। লোকেরা খেয়েছেন ও

তৃপ্ত হয়েছে (৮:৮/৬:৪২ পদ)। অবশিষ্টাংশ দ্বারা ঝুড়ি পূর্ণ করা হয়েছে এবং ঝুড়ির সংখ্যা গণনা করা হয়েছে (৮:৮/৬:৪৩ পদ) যত লোক খেয়েছে তাদের সংখ্যাও গণনা করা হয়েছে (৮:৯/৬:৪৪পদ)।

সত্য ঘটনা হলো এ চিহ্ন কার্য্য দুইবার ঘটেছে (মার্ক ৬:৩০-৪৪ এবং ৮:১-১০পদ) যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যীশু কেন এই একই কাজ দুইবার করেছেন? এবং কেন মার্ক অনুভব করলেন যে এই ঘটনা দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বর্ণনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ? মার্ক সুসমাচারে এই ঘটনা যথেষ্ট স্থান দখল করে আছে। আর মার্ক অন্যান্য আশ্চর্য্য কাজ সমূহ যেমন সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশ করেছেন তেমনি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আবার যখন এই উভয় ঘটনা একই রকম তখন কেন তিনি এত পুঙ্খানুপুঙ্খা ভাবে উভয় খাওয়ানোর বর্ণনা দিলেন? স্পষ্টত যীশু চেয়েছেন যে, **তার প্রেরিতেরা** তার পরিচয় ও কাজ সম্পর্কে বুঝতে পারে। এবং যীশু চেয়েছেন **লোকেরাও** তার পরিচয় ও কাজ সম্পর্কে বুঝতে পারে। কিন্তু তিনি এই সকল দলকে কি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন? যা পাঠকদের অবশ্যই বোঝা প্রয়োজন। সব শেষে যীশু তার প্রেরিতদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই তার মেষদের প্রতি সচেতন থাকতে হবে। এছাড়াও, তাদের অবশ্যই তার মেষদের সাহায্য করতে হবে ও খাওয়াতে হবে। তিনি এটা করতে তাদের শিখিয়েছেন কারণ, তার শক্তিতে সব সময় মেষদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুদ থাকে। কিন্তু এরকম ঘটনা কি আরও আছে? এটা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে মার্কে যীশুর রুটি ভাঙ্গার আরও একটি বর্ণনা আছে। এটি শেষ নৈশভোজের রাতের ঘটনা (দেখুন ১৪:২২-২৫ পদ)। এ সময় যীশু রুটি ভাঙ্গেন ও প্রেরিতদের বলেন ভাঙ্গা এ রুটি তার দেহ। তিনি তার অনুসারিদেও এ রুটি খেতে আদেশ দেন। মার্ক নিশ্চিত ভাবে চাচ্ছেন তার পাঠকেরা এসকল ঘটনাকে রুটি ভাঙ্গার ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করুক। যীশু শুধুই নতুন মশি হিসাবে ঈশ্বরের ক্ষুধার্ত লোকদের জন্য স্বর্গীয় মান্না এনেছেন তা নয় (৬:৩০-৪৪ এবং ৮:১-৯পদ) বরং তিনিই নিজেই সেই রুটি (১৪:২২-২৫ পদ)! যীশুর ভাঙ্গা দেহের বাইরে ঈশ্বরের লোকদের কোন কিছুরই স্থায়ীত্ব নেই (আরও দেখুন যোহন ৬ অধ্যায়)। যীশু তার অনুসারিদের তার নিকট থেকে তাদের জীবন গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি তার অনুসারিদের এ ভাঙ্গা রুটি অন্যদের সঙ্গে সহভাগ করতেও আদেশ করেছেন। এটি ঘটে যখন আমরা অন্যদের কাছে সুসমাচার প্রচার করি তখন। এ রুটি যারা খায় তারা অনন্তকালীন তৃপ্তি লাভ করে।

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ৮:১৪-২১পদে শিষ্যদেরকে ধমক দিয়েছেন কারণ তারা এই চিহ্ন কার্যের অর্থ বুঝতে পারেনি। আজকের পাঠকদের এই চিহ্ন কার্যের অর্থ বুঝতে অত্যান্ত সাবধানতার সঙ্গে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করা দরকার।

১১ পরে ফরীশীরা বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে
লাগিল, পরীক্ষাভাবে তাঁহার নিকটে আকাশ হইতে এক চিহ্ন দেখিতে
চাহিল। ১২ তখন তিনি অত্মায় দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, এই
কালের লোকেরা কেন চিহ্নের অন্বেষণ করে? আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, এই লোকদিগকে কোন চিহ্ন দেখান যাইবে না। ১৩ পরে
তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া আবার নৌকায় উঠিয়া অন্য পারে গেলেন।[১২৪]

---

১২৪ এটা বৈশিষ্ট পূর্ণ যে ৪০০০ লোককে খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই ১-১৩ পদ অনুসৃত হয়েছে। যীশু কেবলই এক মহাপরাক্রমি চিহ্ন কার্য্য করেছেন তথাপি তাকে পরীক্ষায় ফেলতে ফরীশীরা আর একটা অলৌকিক কাজ করতে অনুরোধ করছিল। যীশু যে কাজ করেছেন তার কোন একটি চিহ্ন কার্য্য দেখতে অস্বিকার করেছেন তারা। তারা চেয়েছিল যীশু যেন তাদের পছন্দ মত চিহ্ন কার্য্য করেন। এটা হচ্ছে মহা দূর্বলতা। যখন যীশু ঘোষণা করলেন যে,"এই প্রজন্ম" এর জন্য একটিও চিহ্ন দেবেননা, তখন তিনি আর কখন কোন অলৌকিক কাজ করবেন না বোঝাননি তা স্পষ্ট, তিনি বুঝিয়েছেন যে, তিনি এই দূর্বল লোকদের জন্য (ফরীশীদের মত) আর কোন চিহ্ন কার্য্য করবেন না কারণ তিনি যে সমস্ত চিহ্নকার্য্য এর মধ্যে করেছে তাতে তারা নির্ভর করতে অস্বীকার করেছে। "এই **ব্যভিচারী ও পাপী** প্রজন্ম" বলার ভিন্ন একটি উপায় হচ্ছে, "এই প্রজন্ম" বলা (দেখুন ৮:৩৮, মথি ১২:৩৯ এবং মথি ১৬:৪ পদ)। "ব্যভিচারী" এই শব্দটি এখানে ব্যবহার হয়েছে কারণ, পুরাতন নিয়মে ইয়াওয়েকে (ঈশ্বরকে) ডাকা হয়েছে ইস্রায়েলের স্বামী হিসেবে এবং ইস্রায়েল অবশ্যই ঈশ্বরের বাধ্য / বিশ্বস্ত হওয়া উচিত ছিল। ঈশ্বর তার প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত কিন্তু ইস্রায়েল অন্য ঈশ্বরদের আরাধনা করছে। পুরাতন নিয়মের ইস্রায়েলের লোকদের মত একদম একই রকম হচ্ছে ফরীশীরা। তারা মানুষের তৈরী ধর্ম কর্ম, রীতি নীতি পালনের মাধ্যমে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ব্যভিচার করেছে। "পাপপূর্ণ" শব্দটি ব্যবহার হয়েছে কারণ ফরীশীরা পাপ করেছে। তাদের পাপের মধ্যে রয়েছে, যীশুকে খ্রীষ্ট বলতে অস্বীকার করা, খ্রীষ্টের কাছ থেকে লোকদের ভাগানোর চেষ্টা এবং যীশুকে হত্যার পরিকল্পনা করা।

১৪ আর শিষ্যগণ রুটি লইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, নৌকায় তাঁহাদের
কাছে কেবল একখানি ব্যতীত আর রুটি ছিল না। ১৫ পরে তিনি
তাঁহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, সাবধান, তোমরা ফরীশীদের তাড়ীর
বিষয়ে ও হেরোদের তাড়ীর বিষয়ে সাবধান থাকিও। ১৬ তাহাতে
তাঁহারা পরস্পর তর্ক করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমাদের কাছে ত রুটি
নাই। ১৭ তাহা বুঝিয়া যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের রুটি নাই
বলিয়া কেন তর্ক করিতেছ?[১২৫] তোমরা কি এখনও কিছু জানিতে
পারিতেছ না, বুঝিতে পারিতেছ না? তোমাদের অন্তঃকরণ কি কঠিন
হইয়া রহিয়াছে? ১৮ চক্ষু থাকিতে কি দেখিতে পাও না? কর্ণ থাকিতে
কি শুনিতে পাও না? আর মনেও কি পড়ে না? ১৯ আমি যখন পাঁচ
হাজার লোকের মধ্যে পাঁচখানা রুটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম, তখন তোমরা
গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা কত ডালা তুলিয়া লইয়াছিলে? ২০ তাঁহারা কহিলেন,
বারো ডালা। আর যখন চারি হাজার লোকের মধ্যে সাতখানা রুটি
ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম, তখন গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা কত ঝুড়ি তুলিয়া
লইয়াছিলে? তাঁহারা কহিলেন, সাত ঝুড়ি। ২১ তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, তোমরা কি এখনও বুঝিতে পারিতেছ না?[১২৬] ২২ পরে তাঁহারা
বৈৎসৈদাতে আসিলেন; আর লোকেরা এক জন অন্ধকে তাঁহার নিকটে
আনিয়া তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন তিনি তাহাকে স্পর্শ করেন।

---

১২৫ যীশু আক্ষরিক অর্থে বলছেন না। তিনি ফরীশীদের হেরোদ এবং তার অনুসারীদের মন্দ প্রভাবের কথাই বলেছেন (দেখুন মথি ১৬:৫-১২পদ)। প্রেরিতেরা যেন এসব প্রভাব পরিহার করে চলেন। বরং খ্রীষ্টের কাছ থেকে তারা যেন সত্যিকারের খাবার গ্রহণ করে।

১২৬ ১৪-২১ পদে পুনরায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ৫০০০ ও ৪০০০ হাজার লোককে খাওয়ানোর ঘটনার বিশেষ গুরুত্বের প্রতি। প্রেরিতেরা এই চিহ্নকার্য্যের অর্থ এখনও বুঝতে পারেনি। তাদের খ্রীষ্টকে দেখার দৃষ্টি এখনও অস্পষ্ট। পরবর্তী চিহ্ন কার্য্যটি (বর্ণীত হয়েছে ২২-২৬ পদে) প্রেরিতদের এই অস্পষ্ট দৃষ্টি সাথে সম্পর্ক যুক্ত। খ্রীষ্টকে স্পষ্ট দেখতে তাদের প্রয়োজন স্বর্গীয় আশ্চার্য্য কাজ।

২৩ তখন তিনি সেই অন্ধের হাত ধরিয়া তাহাকে গ্রামের বাহিরে লইয়া
গেলেন; পরে তাহার চক্ষুতে থুথু দিয়া ও তাহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ২৪ কিছু দেখিতে পাইতেছ? সে চক্ষু তুলিয়া
চাহিল ও বলিল, মানুষ দেখিতেছি, গাছের মতন দেখিতেছি,
বেড়াইতেছে। ২৫ তখন তিনি তাহার চক্ষুর উপরে আবার হস্তার্পণ
করিলেন, তাহাতে সে স্থির দৃষ্টি করিল, ও সুস্থ হইল, স্পষ্টরূপে সকলই
দেখিতে পাইল। ২৬ পরে তিনি তাহাকে তাহার বাটীতে পাঠাইয়া
দিলেন, বলিলেন, এই গ্রামে প্রবেশ করিও না।[১২৭]
২৭ পরে যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ প্রস্থান করিয়া কৈসরিয়া ফিলিপী
অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে গেলেন। আর পথিমধ্যে তিনি আপন শিষ্যদিগকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে, এই বিষয়ে লোকে কি বলে? ২৮ তাঁহারা
তাঁহাকে কহিলেন, অনেকে বলে, আপনি যোহন বাপ্তাইজক;

---

১২৭ যীশুর কখন কখন একজনকে সুস্থ করতে দুই বার চেষ্টা করতে হয়েছে এটা দেখাতে **উদ্দেশ্যেমূলক ভাবে** এই ঘটনাটির বর্ণনা দেওয়া হয়নি। প্রথম বার যীশু তাকে আংশিক সুস্থ করার কারণ ছিল। কিন্তু লোকটির এই আংশিক সুস্থতা এবং অস্পষ্ট দৃষ্টির কি কারণ ছিল? পাঠক বাধ্য এই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে এই সুস্থতার বিষয়ে। মনে হয় যেন এর উত্তর এই ঘটনার চারপাশের পদ সমূহের মধ্যে রয়েছে। এই সুস্থতার ঠিক আগের পদ (৮:১৪-২১) প্রেরিতদের স্পষ্ট দেখার অসমর্থতা নিয়ে (দেখুন বিশেষ করে ৮:১৭-১৮ পদ)। তাদেরও দৃষ্টি অস্পষ্ট। এই সুস্থতার পরের পদে (৮:২৭-৩০) পিতর এক বিস্ময়কর ঘোষণা দিয়েছে যে যীশুই হচ্ছেন খ্রীষ্ট (দেখুন ৮:২৯ পদ)। এই পদ সমূহে পিতর খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। এমন কিছু একটা ঘটেছে যার ফলে প্রেরিতরা অত্যান্ত পরিছন্ন ভাবে খ্রীষ্টকে দেখতে পাচ্ছে। সেকারণেই **প্রেরিতদের দৃষ্টিতে** এই সুস্থতার মূল মনে হচ্ছে এই দৃষ্টি।

এই সুস্থতার ঘটনাটা যেন একটি ঘটে যাওয়া উপমা। প্রেরিতদের মত হচ্ছে লোকটি। সে যীশুর স্পর্শ পেয়েছে তথাপি সে তখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। সে যখন লোকদের দিকে তাকিয়েছে ,তাদেরকে মনে হচ্ছে যেন চলমান গাছ। প্রেরিতেরা এই লোকটির মত। তারাও যীশুর স্পর্শ পেয়েছে। তথাপি খ্রীষ্টকে তারা

দেখতে পাচ্ছেনা। সে তখনও তাদের কাছে অস্পষ্ট। স্পষ্ট দেখতে লোকটিকে দ্বীতিয় বার যীশুর স্পর্শ করতে হয়েছে। ঠিক একই ভাবে খ্রীষ্টকে স্পষ্ট রূপে দেখতে প্রেরিতদেরও স্বর্গীয় আলোর প্রয়োজন হয়েছে।

৮:২২-২৬ পদে অন্ধ লোকের ঘটনা হচ্ছে একটি **খামের** অবংশ যা মার্কের একটি নতুন অধ্যায়কে আলাদা করে রেখেছে। মার্কের এই অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা হয়েছে আর একজন অন্ধ ভিক্ষুকের সুস্থতা দিয়ে (দেখুন ১০:৪৬-৫২ পদ)।ঐ ঘটনাটি **খামের** দ্বিতীয় অবংশ। এই দুটি অন্ধলোকের ঘটনার মাঝখানে (৮:২৭-১০:৪৫ পদ) যীশুকে যারা অনুসরণ করেছে তারা কিভাবে চিন্তা করবে এবং কেমন ভাবে জীবন যাপন করে সেই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক শিক্ষা রয়েছে। "অন্ধলোকদের" ঘটনা সম্বলীত এই খামকে কেন্দ্র করে যে শিক্ষা তার মাঝখানে পাঠককে শিখান হয়েছে যে, যীশুর মত জীবন যাপন করতে এবং খ্রীষ্টকে স্পষ্ট রূপে দেখতে লোকদের স্বর্গীয় অলৌকিক স্পর্শের প্রয়োজন রয়েছে।

আর কেহ কেহ বলে, আপনি এলিয়; [১২৮] আর কেহ কেহ বলে, আপনি
ভাববাদিগণের মধ্যে এক জন। [১২৯] ২৯ তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, কিন্তু তোমরা কি বল? আমি কে? পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, আপনি সেই [১৩০] খ্রীষ্ট। ৩০ তখন তিনি তাঁহার কথা কাহাকেও
বলিতে তাঁহাদিগকে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দিলেন। [১৩১]

---

১২৮ প্রভুর দিন আসার পূর্বে লোকদের প্রত্যাশা ছিল যে এলিও আবার ফিরে আসবে ইস্রায়েলে কেননা মালাখি ৪:৫ পদে বলা হয়েছে, "দেখ, সদাপ্রভুর সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন আসিবার পূর্বে আমি তোমাদের নিকটে এলিয় ভাববাদীকে প্রেরণ করিব।" লোকেরা ভাবছিল যীশুই সেই এলিও যার বিষয়ে মালাখি বলেছেন। যে এলিওর আসার কথা যীশু সে নন বরং যোহন বাপ্তাইজকই হলেন সেই এলিও যাকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন খ্রীষ্টের জন্য লোকদের প্রস্তুত করতে।

১২৯ লক্ষ্য করুন লোকেরা যে উত্তর দিয়েছে তার কোনটিই সঠিক নয়। কেউ ভাবছেনা যে যীশুই "সেই খ্রীষ্ট"। যদিও তারা সকল চিহ্নকার্য্য দেখেছে, লোকদের অধিকাংশ একদমই জানে না যীশু আসলে কে। মার্কে উল্লেখিত এই চিহ্নকার্য্য সমূহ আজও একই উদ্দেশ্য পুরন করছে। যখন লোকেরা এই চিহ্ন কার্য্য সমূহ পাঠ করে,

তারা যেন জানে যীশুই খ্রীষ্ট এছাড়া তাদেরকে তার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আর দেখুন যোহন ২০:৩০-৩১পদ এই চিহ্ন কার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝতে।

১৩০"খ্রীষ্টের" পূর্বে যীশুর সঙ্গে "ই" প্রত্যয় ব্যবহার করে পিতর দেখাচ্ছেন যে তিনি যীশুকে বিবেচনা করছেন "সেই" প্রতিজ্ঞাত রাজা পুরাতন নিয়ম অনুসারে যার আসবার কথা (দেখুন লূক ২৪: ২৫-২৭ এবং ৪৪-৪৯ পদ)।

১৩১ এটা হচ্ছে একটা অস্থায়ী আদেশ যা যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমেই শুধু কার্যকারী হয়। যীশু মৃত্যু থেকে রক্ষার জন্য তার পরিচয়ের এই শব্দ সমূহ চাননি।

৩১ পরে তিনি তাঁহাদিগকে এই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন যে, মনুষ্যপুত্রকে[১৩২] অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, এবং প্রাচীনবর্গ, প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ কর্তৃক অগ্রাহ্য হইতে হইবে, হত হইতে হইবে, আর তিন দিন পরে আবার উঠিতে হইবে।[১৩৩] ৩২ এই কথা তিনি স্পষ্টরূপেই কহিলেন। তাহাতে পিতর তাঁহাকে কাছে লইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। ৩৩ কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া আপন শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পিতরকে অনুযোগ করিলেন, বলিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়তান; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের, তাহাই তুমি ভাবিতেছ।[১৩৪]

---

১৩২ যদিও ৩০ পদে পিতর যীশুকেই "খ্রীষ্ট" বলে সম্বধোন করেছে, মার্ক দেখিয়েছে যে, যীশু যখন নিজের সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন তখন তিনি "মনুষ্যপুত্র" সম্বধোনটি ব্যবহার করেছেন (দেখুন ৩১ পদ)। মার্ক চেয়েছেন যে তার পাঠক, **খ্রীষ্ট** ও **মনুষ্যপুত্র** সম্বধোন দ্বয়ের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করে। যীশু নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে "খ্রীষ্ট" সম্বধোনটি বিশেষ ব্যবহার করেন নি (দেখুন মার্ক ১৪:৬১-৬২ পদ)। যদিও তিনি নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রায়ই ব্যবহার করেছেন "মনুষ্যপুত্র" সম্বধোনটি। মনুষ্যপুত্র এই উপাধিটি দানিয়েল ৭অধ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে যেখানে আগমনী শাসক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে " মনুষ্যপুত্রের ন্যয় একজন" (দেখুন মার্ক ২:১০, ২:২৮, ৮:৩১, ৮:৩৮, ৯:৯, ৯:৩১, ১০:৩৩, ১০:৪৫, ১৩:২৬, ১৪:২১, ১৪:৪১এবং ১৪:৬২পদ)।

১৩৩ এখন প্রেরিতেরা যীশুই খ্রীষ্ট তা বুঝতে পেরেছে, যীশু তার সম্পর্কে বুঝতে তাদের সাহায্য করেছেন। তিনি নিজেকে মনুষ্যপুত্র হিসেবে বলতে গিয়ে তাদের কাছে বলেছেন যে, মনুষ্যপুত্র হিসেবে তাকে অবশ্যই দুঃখ ভোগ করতে হবে। প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, মৃত্যু বরন করবেন, পুনরুত্থিত হবেন। তার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে ভাববানীর তিনটির মধ্যে তার প্রথম ভাববানী এটি যার বর্ণনা মার্কে রয়েছে (দেখুন ৯:৩০-৩১ এবং ১০:৩২-৩৪ পদ)। যীশুর মৃত্যু সম্পর্কে তিনটি ভাববানীর সঙ্গে সঙ্গে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবে প্রেরিতেরা বোকার মত নিজেদের স্বার্থের কথা বলছে (দেখুন ৮:৩২-৩৩, ৯:৩৩-৩৭এবং ১০:৩৫-৪৫পদ)। মার্ক চেয়েছেন যে, তার পাঠকেরা যেন দেখতে পায় যে, প্রেরিতেরা যদিও এখন বুঝেছে যীশুই খ্রীষ্ট তথাপি বুঝতে পারেনি যে, খ্রীষ্ট সেবা পাইতে নয় কিন্তু সেবা দিতে এসেছেন। তারা দেখিয়েছেন যে এখনও তারা বুঝতে পারেনি যে, তাদেরকে নম্রতায় খ্রীষ্টকেই অনুসরণ করতে হবে। সেবা কাজে দুঃখ ভোগ আবশ্যকীয় বিষয় এটি প্রেরিতেরা এখনও জানেনা।

১৩৪ পিতর বুঝেছেন যে, যীশুই খ্রীষ্ট কিন্তু বুঝতে পারেননি যে, মনুষ্যপুত্র হিসেবে যীশুকে দুঃখ ভোগ ও মৃত্যুবরন করতে হবে। তিনি চেয়েছেন যেন দুঃখভোগ এবং মৃত্যু ছাড়াই তিনি গৌরবান্বিত হন। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় আবশ্যক যে, যীশু দুঃখভোগ, মৃত্যুবরন এবং পুনরুত্থিত হন। এটি খ্রীষ্টের গৌরবের পথ (দেখুন ফিলিপিয় ২:৫-১১পদ)। বিশ্বাসীদেরও একমাত্র গৌরবের পথ হচ্ছে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান। যদিও পিতর এটি জানতেন যে, যীশুকে দুঃখভোগ হতে বিরত রাখার চেষ্টা করা মূলত আসলে তাকে গৌরবান্বিত হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা।

৩৪ পরে তিনি আপন শিষ্যগণের সহিত লোকসমূহকেও ডাকিয়া কহিলেন, কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে, সে আপনাকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাদ্‌গামী হউক। ৩৫ কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার এবং সুসমাচারের নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে। ৩৬ বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ খোয়ায়, তবে তাহার কি লাভ হইবে? ৩৭ কিম্বা মনুষ্য আপন প্রাণের পরিবর্তে কি দিতে পরে? ৩৮ কেননা যে কেহ এই কালের ব্যভিচারী ও পাপীষ্ঠ লোকদের মধ্যে আমাকে ও আমার বাক্যকে

লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে, মনুষ্য পুত্র তাহাকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করিবেন, যখন তিনি পবিত্র দূতগণের সহিত আপন পিতার প্রতাপে আসিবেন।[১৩৫]

---

১৩৫ প্রেরিতেরা চায়নি যে তিনি দুঃখভোগ করেন। এখানে যীশু প্রেরিতদের এবং লোকদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যারা তাকে অনুসরণ করে তাদের সকলেই তার নামের জন্য দুঃখভোগ করতে হবে। যে কোন ব্যক্তির জন্য গৌরবের পথ হচ্ছে মৃত্যু। যারা মনুষ্যপুত্রকে অনুসরণ করবে তাদের সকলকেই তার ক্রশ পর্যন্ত অনুসরণ করতে হবে। মার্কের এই ক্রশ সম্পর্কে প্রথম উদ্ধিতি। এখানে খ্রীষ্ট তার মৃত্যু কেমন হবে তার পূর্বাভাস দিচ্ছেন।

যারা যীশুর অনুসারি তাদের জন্য ৩৮ পদে উল্লেখিত সাবধান বাণী আর্শীবাদের উপহার। ঈশ্বর তার লোকদের তার প্রতি বাধ্য হতে, প্রভাবিত করতে এই পদের মত সাবধান বাণী ব্যবহার করেছেন যেন যে কাজ তাদের বিচারের সম্মুক্ষিন করে তা পরিহার করতে তদের সাহায্য করতে পারেন। সাবধান বাণীটি পরিস্কার: যারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজের মাধ্যমে খ্রীষ্ট ও তার রাজ্যের প্রতি ভালবাসা দেখাবে না, তারা সকলেই তার দ্বারা বিচারিত হবে। তারা সাধুদের মধ্যে গণ্য হবে না। বরং তার আগমন কালে "মনুষ্যপুত্র" তাদেরকে "ব্যভিচারী ও পাপপূর্ণ জাতি"র সদস্য হিসেবে গণনা করবেন। তিনি তাদের অনন্ত কালীন শাস্তির আদেশ দেবেন।

নিজেকে অস্বীকার করে নিজ ক্রশ তুলে নিয়ে যীশুকে অনুসরণ করা খুব কঠিন কাজ। একটি "ব্যভিচারী ও পাপ পূর্ণ জাতি" এর মধ্যে বসবাস করাও অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এমন এক দিন আসছে যে দিন "মনুষ্যপুত্র" স্বমহিমায় প্রকাশিত হবেন এবং আমাদের সৌভাগ্য হবে স্বমহিমায় তাকে দেখবার ও চিরদিন তার উপস্থিতি উপভোগ করবার। এই কথা স্মরণে রেখে আজকের দিনে বিশ্বাসীরা প্রভাবিত হবে, দৃঢ়তার সঙ্গে খ্রীষ্টের জন্য জীবন যাপনে। খ্রীষ্ট স্বমহিমায় দেখতে কেমন তা ভেবে বিস্মিত হবার প্রয়োজন নেই আমাদের। মার্ক তার পাঠকদের জন্য মহিমান্বীত খ্রীষ্টের একটি বর্ণনা দিয়েছেন পরবর্তী পদ সমূহে (৯:১-৮)। এই পদ সমূহ ৩৮ পদের সাবধান বাণীর মতই ঈশ্বরের একটি অনুগ্রহের দান। ঈশ্বর ৯:১-৮ পদের মত অবংশকে ব্যবহার করে বিশ্বাসীদের দুঃসময়ের দিনেও আনন্দের সঙ্গে খ্রীষ্টে স্থির থাকতে অনুপ্রাণিত করতে। বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টে স্থির থাকে কেননা বিশ্বাসে ইতিমধ্যেই তারা মহিমান্বিত রুপ দেখেছে। তারা জানে তিনি কে, তাই তার জন্য তারা মোটেও লজ্জিত নন। একই ভাবে তিনিও তার আগমনে তাদের জন্য লজ্জিত হবেন না।

মার্ক ৯ অধ্যায়

১ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয়েক জন আছে, যাহারা কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না, যে পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য পরাক্রমের সহিত আসিতে না দেখে।[১৩৬]
২ ছয় দিন পরে যীশু কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করিয়া বিরলে এক উচ্চ পর্বতে লইয়া গেলেন, আর তিনি তাঁহাদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হইলেন। ৩ আর তাঁহার বস্ত্র উজ্জ্বল, এবং অতিশয় শুভ্রবর্ণ হইল, পৃথিবীস্থ কোন রজক সেইরূপ শুভ্রবর্ণ করিতে পারে না।[১৩৭]
৪ আর এলিয় ও মোশি[১৩৮] তাঁহাদিগকে দেখা দিলেন; তাঁহারা যীশুর সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ৫ তখন পিতর যীশুকে কহিলেন, রব্বি, এখানে আমাদের থাকা ভাল; আমরা তিনটি কুটির নির্মাণ করি, একটি আপনার জন্য, একটি মোশির জন্য এবং একটি এলিয়ের জন্য। ৬ কারণ কি বলিতে হইবে, তাহা তিনি বুঝিলেন না, কেননা তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন।[১৩৯] ৭ পরে একখানি মেঘ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ছায়া করিল; আর সেই মেঘ হইতে এই বাণী হইল, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র,[১৪০]

---

১৩৬ যীশু তার সত্যিকারের পরিচয় সম্পর্কে প্রেরিতদের (এবং বর্তমান তার অনুসারিদের) ৯:১-৮ পদে শিক্ষা দিচ্ছেন। ৯:১ পদে যীশুর ভাববানী ৯:২-৮ পদেরমধ্যে পূর্ণ হয়েছে।"এখানেযারা দাড়িয়ে আছেন" তাদের উদ্দেশ্যে যীশু যখন বলেছেন, তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনের বিষয়ে বলেছেন। এই তিন জনই যীশুর সঙ্গে পর্বতে ছিলেন এবং তার রুপান্তরের সময় ঈশ্বরের রাজ্যের প্রবল পরাক্রান্ত উপস্থিতি প্রতক্ষ করেছেন।

১৩৭ এ তিন জন খ্রীষ্টকে তার পূর্ণ মহিমায় দেখেছেন।"ঈশ্বরের রাজ্য যখন পরাক্রমে এসেছে" তারা তা প্রত্যক্ষ করছিলেন।

১৩৮ বাইবেলের প্রথম ৫টি পুস্তক মোশি লিখেছেন। তিনি "ব্যবস্থা"এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সাধারনত ভাববাদীদের মধ্যে এলিওকেই শ্রেষ্ঠ ভাববাদী বলে বিবেচনা করা হয়। তিনি ভাববাদীদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। যীশুর সঙ্গে উভয়ের উপস্থিতি প্রকাশ করেছেন যে, তিনি "ব্যবস্থা" ও "ভাববাদীদের" উভয়েরই পূর্ণতা। (দেখুন মথি ৫:১৭এবং লূক ২৪:২৫-২৭ পদ)।

১৩৯ পিতর এখন খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারছেন না। তিনি খ্রীষ্টকে মোশি এবং এলিও থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করছেন না। তিনি তাদেরকে একই সমান বলে বিবেচনা করছেন।

তার জীবনের শেষ দিকে তিনি আবার বলেছেন (দেখুন দ্বিতীয় পিতর ১:১৬-২১পদ)। এইবার এ বিষয়ের উপর তার সারা জীবনের প্রতিফলনের পর পিতর আর মোশির ও এলিওর কথা উল্লেখই করছেন না, পিতা ঈশ্বরের মতই মোশি ও এলিও কে পাশ কাটিয়ে কেবল যীশুকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এখন খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের পরে এবং সারাজীবন প্রচারের মাধ্যমে যিহুদী ও পরজাতি উভয় লোকদের জীবন খ্রীষ্টের মাধ্যমে রুপান্তরিত হতে দেখে খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।

১৪০ দেখুন মার্ক ১:১১পদ।

ইঁহার কথা শুন।'[১৪১] ৮ পরে হঠাৎ তাঁহারা চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, দেখিলেন, কেবল একা যীশু তাঁহাদের সঙ্গে রহিয়াছেন।

৯ পর্বত হইতে নামিবার সময়ে তিনি তাঁহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তোমরা যাহা যাহা দেখিলে, তাহা কাহাকেও বলিও না, যাবৎ মৃতগণের মধ্য হইতে মনুষ্যপুত্রের[১৪২] উত্থান না হয়।[১৪৩] ১০ তখন, মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থান কি, তাঁহারা এই বিষয় পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতঃ সেই কথা আপনাদের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। ১১ পরে তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিলেন, অধ্যাপকেরা ত বলেন, প্রথমে এলিয়কে আসিতে হইবে। ১২ তিনি তাঁহাদিগকে

কহিলেন, এলিয় প্রথমে আসিয়া সকল বিষয়ের সুধারা পুনঃস্থাপন করিবেন বটে; আর মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে কিরূপেই বা লেখা রহিয়াছে যে, তাঁহাকে অনেক দুঃখ পাইতে ও অবজ্ঞাত হইতে হইবে? ১৩ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এলিয়ের বিষয়ে যেরূপ লেখা আছে, তদনুসারে তিনি আসিয়া গিয়াছেন, এবং লোকেরা তাঁহার প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছে।[১৪৪]

১৪ পরে তাঁহারা শিষ্যগণের নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের চারিদিকে অনেক লোক, আর অধ্যাপকেরা তাঁহাদের সহিত বাদানুবাদ করিতেছে। ১৫ তাঁহাকে দেখিবামাত্র

---

১৪১ পিতা ঈশ্বর (যিনি স্বর্গ থেকে কথা বলছেন) মোশি ও এলিওর সম্পর্কে কিছুই বলেন নি, এই দুজন মহান ভাববাদীকে আবজ্ঞা করে এবং কেবল মাত্র যীশুর বিষয় বলে তিনি খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

"ইনিই আমার প্রিয় পুত্র" কথাটি ঘোষণা করছে যে, যীশুই সেই রাজা যার কথা ২য় শমূয়েল ৭:১৪ এবং গীত ২:৭ পদে বলা হয়েছে।

"ইহার কথা শুন" কথাটি নির্দেশ করে যে, যীশুই মোশির মত ভাববাদী যার আগমনের বিষয় মোশি ভাববানী করেছেন দ্বিতীয় বিবরণী ১৮:১৫-১৯পদে। "১৫ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, **তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে**। ১৬ কেননা হোরেবে সমাজের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে এই প্রার্থনাই ত করিয়াছিলে, যথা, আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর দেখিতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। ১৭ তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। ১৮ আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। ১৯ **আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব।**" আর দেখুন প্রেরিত ৩:২২-২৩পদ।

১৪২ আবার লক্ষ করুন মার্ক "মনুষ্যপুত্র" উপাধিটি ব্যবহার করেছেন। তিনি খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানে বর্ণনার মূল পদে এ উক্তিটি ব্যবহার করেছেন। মার্ক চেয়েছেন যেন তার পাঠকেরা এর অর্থ বুঝতে এই উপাধিটি সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করেন।

১৪৩ যীশু প্রেরিতদের তার প্রকৃত পরিচয়ের বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তার স্বর্গারোহণের পরে তারা অন্যদের তার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারে। প্রেরিতদের এই বাক্য নির্ভর যোগ্য। (দেখুন যোহন ১৪:২৫-২৬ এবং যোহন ১৬:১২-১৫ পদ)।

আবার এটা মনে হয় যে যীশু চাননি যে তার পুনরুত্থানের তার প্রেরিতেরা যেন এ বিষয় সাক্ষ্য না দেয় কারণ তিনি চাননি যে, কেউ কোন প্রেরিতদের এই সাক্ষ্য শুনে তার মৃত্যু ঠেকাতে উদ্যোগী হয়। যীশু কে মরতে হবে। এটি তার মহিমান্বিত হবার উপায়। এটি আমাদেরও মহিমান্বিত হওয়ার উপায়। যীশু এখন মরেছেন, তিনি চাচ্ছেন এখন যেন লোকের কাছে তার বিষয় সাক্ষ্য দেওয়া হয়। তারাই হচ্ছেন তার মহিমান্বিত হওয়ার চিহ্ন।

১৪৪ মালাখি ৪:৫-৬ পদ হচ্ছে এলিওর করা ভাববানীর উদ্ধৃতি। প্রেরিতেরা ভাবছেন এলিও না এলে কি ভাবে ঈশ্বরের রাজ্য আসতে পারে। যীশু বলেছেন যে, এলিও এসেছেন। তিনি যোহন বাপ্তাইজকের কথাই বলেছেন। অবারও লক্ষ্য করুন যে, যীশু তার দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে বলেছেন। এটি মার্কে ধীরে ধীরে একটি অন্যতম প্রধান বিষয়ে পরিনত হয়েছে।

সমস্ত লোক অতিশয় চমৎকৃত হইল, ও তাঁহার নিকটে দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে মঙ্গলবাদ করিল। ১৬ তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের সঙ্গে তোমরা কোন্ বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেছ? ১৭ তাহাতে লোকদের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, হে গুরু, আমার পুত্রটিকে আপনার কাছে আনিয়াছিলাম, তাহাকে বোবা আত্মায় পাইয়াছে; ১৮ আর সেটি তাহাকে যেখানে ধরে, সেখানে আছাড় মারে, আর তাহার মুখে ফেনা উঠে, এবং সে দাঁত কিড়মিড় করে, আর শক্ত হইয়া

যায়; আমি আপনার শিষ্যদিগকে তাহা ছাড়াইতে বলিলাম, কিন্তু তাঁহারা পারিলেন না। ১৯ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে অবিশ্বাসী বংশ, আমি কত কাল তোমাদের নিকটে থাকিব? কত কাল তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করিব? উহাকে আমার নিকটে আন।[১৪৫] ২০ তাহারা তাহাকে তাঁহার নিকটে আনিল; তাঁহাকে দেখিবামাত্র সেই আত্মা তাহাকে অতিশয় মুচড়াইয়া ধরিল, আর সে ভূমিতে পড়িয়া ফেনা ভাঙ্গিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ২১ তখন তিনি তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কতদিন এমন হইয়াছে? সে কহিল, ছেলে বেলা হইতে; ২২ আর সেই আত্মা ইহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনেক বার আগুনে ও অনেক বার জলে ফেলিয়া দিয়াছে; কিন্তু আপনি যদি কিছু করিতে পারেন, তবে আমাদের প্রতি দয়া করিয়া উপকার করুন। ২৩ যীশু তাহাকে কহিলেন, যদি পারেন! যে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে সকলই সাধ্য।[১৪৬] ২৪ অমনি সেই বালকের পিতা চেঁচাইয়া অশ্রুপাতপূর্বক বলিয়া উঠিল, বিশ্বাস করিতেছি, আমার অবিশ্বাসের প্রতীকার করুন।[১৪৭] ২৫ পরে লোকেরা এক সঙ্গে দৌড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া যীশু সেই অশুচি আত্মাকে ধমকাইয়া কহিলেন, হে বধির গোঁগা আত্মা, আমিই তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, ইহা হইতে বাহির হও, আর কখনও ইহার মধ্যে প্রবেশ করিও না। ২৬ তখন সে চেঁচাইয়া তাহাকে অতিশয় মুচড়াইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল; তাহাতে বালকটি মরার মতন হইয়া পড়িল; এমন কি অধিকাংশ লোক বলিল, সে মরিয়া গিয়াছে। ২৭ কিন্তু যীশু তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিলে সে উঠিল। ২৮ পরে তিনি গৃহে আসিলে তাঁহার শিষ্যেরা বিজনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কেন সেটা ছাড়াইতে পারিলাম না? ২৯ তিনি কহিলেন, প্রার্থনা ভিন্ন আর কিছুতেই এই জাতি বাহির হয় না।[১৪৮]

---

১৪৫ "বিশ্বাসহীন প্রজন্মের অবিশ্বাস দেখে যীশু হতাশ হয়েছেন। প্রেরিতদেরকে মন্দআত্মাদের উপরে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে (দেখুন ৩:১৫পদ) কিন্তু এটি যেন মনে হয় যে, অতীতে তারা যে মন্দ আত্মার সম্মুখিন হয়েছেন তার থেকে কঠিন

"ধরনের" মন্দ আত্মা। (দেখুন ৯:২৯পদ) এবং তাদের বিশ্বাসের অভাবে (এবং তাদের প্রার্থনা হীনতার কারণে) দূর করতে সক্ষম হননি।

১৪৬ এই পদে বিশ্বাসের গুরুত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

১৪৭ বিশ্বাস গুরুত্ব পেয়েছে আবার।

১৪৮ স্পষ্টত প্রেরিতদের এ সময় দৃঢ় প্রার্থনাশীল জীবন ছিলনা। এটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে যীশু এই মন্দআত্মা দূর করার পূর্বে প্রার্থনা করেননি। যখন তিনি বলেন যে,"এ জাতি প্রার্থনা ভিন্ন আর কোন কিছুতেই দূর হয়না।"এটা মনে হয় যেন প্রার্থনা থেকেও অনেক বেশি কিছুর প্রতি তিনি নির্দেশ করেছেন (যেমন দেখা যায় যে, তিনি এই মন্দ আত্মা দূর করতে প্রার্থনা করেননি)। বরং প্রার্থনাশীল জীবনাচারণের কথা বলেছেন। খুব ভোরে প্রার্থনা করার মাধ্যমে যীশু প্রার্থনাশীল জীবন দেখিয়েছেন (দেখুন মার্ক ১:৩৫ পদ)। যীশুর অনুসারিদের তার এ উদাহরণকে অনুকরন করতে হবে।

৩০ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহারা গালীলের মধ্য দিয়া গমন করিলেন, আর তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে, কেহ তাহা জানিতে পায়। ৩১ কেননা তিনি আপন শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া বলিতেন, মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন; তাহারা তাঁহাকে বধ করিবে; হত হইলে পর তিনি তিন দিন পরে উঠিবেন।[১৪৯] ৩২ কিন্তু তাঁহারা সেই কথা বুঝিলেন না, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় করিলেন।[১৫০]

---

১৪৯ যীশু তার প্রেরিতদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, তিনি প্রতারিত হবেন, দুঃখ ভোগ করবেন, মৃত্যু বরণ করবেন এবং পুনরুত্থিত হবেন। এই সময় এই শিক্ষা দানকেই যীশুর সব থেকে গুরুত্ব পূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

১৫০ এটা জিজ্ঞাসা করা গুরুত্বপূর্ণ যে, যীশু কেন তার প্রেরিতদেরকে তার দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সম্বন্ধে শিক্ষা দানের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছেন। যখন মনে হচ্ছে যে, তিনি যা বলছেন, প্রেরিতেরা তা বুঝতে পারছেনা। এই ঘটনা ঘটবার পূর্বে যীশু তার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয় বলার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, তার প্রতি যা ঘটেছে তার কোনটাই দূর্ঘটনা নয়। এছাড়া দিন আসবে যখন প্রেরিতেরা তার দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম

হবে। এটি ঘটেছে তার পুনরুত্থানের পরে। এ সময়ে যীশু যে সকল শিক্ষা তাদের দিয়েছে সে সকল তারা স্বরণ করতে পেরেছে। "২৫ তোমাদের নিকটে থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। ২৬ কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।"(যোহন ১৪:২৫-২৬পদ)। যীশুর কোন শিক্ষাই বৃথা যায়নি। প্রেরিতেরা স্বভাবতই সে সকলই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের চিন্তা তাদের লেখা যীশুর শিক্ষাকে মন্ডলীর কাছে পৌছে দিয়েছে।

৩৩ পরে তাঁহারা কফরনাহূমে আসিলেন, আর গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পথে তোমরা কোন্ বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেছিলে? ৩৪ তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন, কারণ কে শ্রেষ্ঠ, পথে পরস্পর এই বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। ৩৫ তখন তিনি বসিয়া সেই বারো জনকে ডাকিয়া কহিলেন, কেহ যদি প্রথম হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে সকলের শেষে থাকিবে ও সকলের পরিচারক হইবে। ৩৬ পরে তিনি একটি শিশুকে লইয়া তাঁহাদের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিলেন এবং তাহাকে কোলে করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ৩৭ যে কেহ আমার নামে ইহার মত কোন শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, আর যে কেহ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই গ্রহণ করে।[১৫১]

---

১৫১ যীশুর শ্রেষ্ঠত্বের একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে এ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে (৯:১-৮পদ)। ঠিক অল্প কিছু পদ পরে প্রেরিতেরা তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে তর্ক করেছে (৯:৩৩-৩৭পদ), হতে পারে তাদের মধ্যে কে শেরা আশ্চর্য্য কাজ করেছে সে বিষয়ে তর্ক চলছে। হতে পারে পিতর, যাকোব ও যোহন গর্ব বোধ করছে কেননা যীশু শেরা আশ্চর্য্য কাজ করার সময় তাদেরকে সঙ্গে নিয়েছেন। যীশু তাদের চিন্তার সংশোধন করেছেন একটি শিশুকে তাদের মাঝে দ্বাড় করিয়ে এবং

বলেছেন, "যেকেহ আমার নামে এ শিশুর মত কাউকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে এবং যেকেহ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই নয় বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাকেই গ্রহণ করে।" ঈশ্বরের রাজ্যে নিজের প্রশংসার মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়না। খ্রীষ্টকে প্রসংশিত করার মাধ্যমে এবং তিনি যা ধারন করতে বলেছেন তা ধারনের (ঠিক ছোট শিশুটির মত) করেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়। যীশুই হচ্ছেন এ বিষয়ে সর্ব শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। (দেখুন ফিলিপিয় ২:১-১১পদ)।

৩৮ যোহন তাঁহাকে কহিলেন, হে গুরু, আমরা এক ব্যক্তিকে আপনার
নামে ভূত ছাড়াইতে দেখিয়াছিলাম, আর তাহাকে বারণ করিতেছিলাম,
কারণ সে আমাদের পশ্চাদ্‌গমন করে না। ৩৯ কিন্তু যীশু কহিলেন,
তাহাকে বারণ করিও না কারণ এমন কেহ নাই, যে আমার নামে
পরাক্রম কার্য করিয়া সহজে আমার নিন্দা করিতে পারে। ৪০ কারণ যে
কেহ আমাদের বিপক্ষ নয়, সে আমাদের সপক্ষ। ৪১ বাস্তবিক যে কেহ
তোমাদিগকে খ্রীষ্টের লোক বলিয়া এক বাটি জল পান করিতে দেয়,
আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, সে কোন মতে আপন পুরস্কার
হইতে বঞ্চিত হইবে না।[১৫২]
৪২ আর এই যে ক্ষুদ্রগণ আমাতে বিশ্বাস করে, যে কেহ তাহাদের এক
জনের বিঘ্ন জন্মায়, বরং তাহার গলায় বৃহৎ যাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রে
ফেলিয়া দিলেও তাহার পক্ষে ভাল।[১৫৩] ৪৩ আর তোমার হস্ত যদি
তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া ফেল; ৪৪ দুই হস্ত লইয়া
নরকে, সেই অনির্বাণ অগ্নিতে, যাওয়া অপেক্ষা, বরং নুলা হইয়া জীবনে
প্রবেশ করা তোমার ভাল। ৪৫ আর তোমার চরণ যদি তোমার বিঘ্ন
জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া ফেল; দুই চরণ লইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া
অপেক্ষা বরং খোঁড়া হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল। ৪৬ আর
তোমার চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উৎপাটন করিয়া ফেল;
৪৭ দুই চক্ষু লইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং একচক্ষু হইয়া
ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার ভাল; ৪৮ নরকে ত লোকদের কীট

মরে না, এবং অগ্নি নির্বাণ হয় না।[১৫৪] ৪৯ বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে অগ্নিরূপ লবণে লবণাক্ত করা যাইবে, এবং প্রত্যেক বলিকে লবণে লবণাক্ত করা যাইবে। ৫০ লবণ ভাল, কিন্তু লবণ যদি লবণত্ব হারায়, তবে তোমরা কিসে তাহা আস্বাদযুক্ত করিবে? তোমরা আপন আপন অন্তরে লবণ রাখ, এবং পরস্পর শান্তিতে থাক।[১৫৫]

---

১৫২ প্রেরিতেরা ৯:৩৮-৪১ পদে আর একটি শিক্ষা পেয়েছেন। তারা বিব্রত বোধ করেছেন। কেননা কেউ একজন যীশুর নামে ভূত ছাড়াচ্ছে। (নিন্দার ছলে ৯:১৮পদে মার্ক ঘোষণা করছেন যে, প্রেরিতেরা মন্দআত্মা দূর করতে সক্ষম হননি।) এটি আবার মনে হচ্ছে যেন তাদের নিজেদের গুরুত্ব ধরে রাখবার প্রয়াস। তারা যে কাজ করছে সেই কাজ এই লোক করুক তা তারা চাইছেনা। যীশু তাদেরকে বলছেন যে ঐ লোক তাদের শত্রু নন। সত্য ঘটনা হল যেমন যীশু বলছেন, সে "আমাদের জন্য" (দেখুন ৯:৪০পদ)। ঈশ্বরের রাজ্য কেবল মাত্র তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা প্রেরিতদের ভুলছিল এবং তাদের চিন্তাও ভুল ছিল যে, ঈশ্বরের রাজ্য কেবল শ্রেষ্ঠ অলৌকিক কাজ যেমন মন্দ আত্মা দূর করার মাধ্যমে দেখা যায়। যীশু ঘোষণা করেছেন যে, খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে যে কাজই করা হয় তা ছোট বা বড় হোক সকলেই পুরস্কৃত হবে।

১৫৩ এটা দেখা যাচ্ছে যে, যীশু যখন এই কথা গুলো বলছেন তখনও ঐ শিশুটিকে ধরে রেখেছেন। তিনি চাচ্ছেন যে প্রেরিতেরা যেন জানতে পারে যে এই ছোট শিশু তার কাছে কত মূল্যবান (এবং সকল শিশু যারা তাকে অনুসরণ করে)। যীশু বলেছেন যে, "আর এই যে ক্ষুদ্রগণ আমাকে বিশ্বাস করে, যে কেহ তাহাদের একজনের বিঘ্ন জন্মায়" তাহার ভয়াবহ শাস্তি হবে। প্রেরিতেরা আবারও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন। মনে হয় যেন এই ছোট শিশুদের বিষয়টি তারা লক্ষই করেনি। যীশু শিশুদের বিষয় উদ্বিগ্ন এবং তাদের প্রতি লক্ষ দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন যেন প্রেরিতেরাও তার উদ্বেগের সহভাগি হন।

১৫৪ যীশু আরও চেয়েছেন প্রেরিতেরা যেন তাদের নিজ জীবনে পাপ সম্পর্কে সতর্ক হয়। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য লড়াই না করে বরং পাপের প্রতিরোধ করে নিজেদের জীবন রক্ষার্থে লড়াই করা দরকার। পাপের ফলাফল মহা ভয়ঙ্কর। যারা পাপের প্রতিরোধ করবে না তাদের অনন্ত "নরকে নিক্ষেপ করা হবে" (দেখুন

৯:৪৫পদ)। যারা (যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা) পাপের প্রতিরোধ করবে তারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে। (দেখুন ৯:৪৭পদ) যীশু যিশাইয় ৬৬:২৪ পদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ৯:৪৮ পদে। যিশাইয় ৬৬:১৮-২৪ পদে উল্লেখ আছে যে, তার বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করবে তাদের শাস্তির বিষয় এবং নতুন আকাশ এবং নতুন পৃথিবীর বর্ণনা রয়েছে যা যারা তার বাধ্য হবে তারা অধিকার করবে।

১৫৫ যীশু প্রেরিতদের বলেছেন যে, প্রত্যেকেরই সত্যিকার অবস্থানের পরীক্ষা হবে। শুধু যাদের অন্তরে "লবণ" আছে তারা বেচে যাবে। মনে হয় যেন "লবণ" ঈশ্বরের রাজ্যের "সুগন্ধি"র প্রতিনিধিত্ব করছে। শুধু মাত্র যাদের "ঈশ্বরের সুগন্ধ আছে" তারা পরীক্ষায় পাশ করবে। প্রেরিতেরা (এবং সকলেই যারা যীশুর বাক্য পাঠ করেছে) সকলেই যেন লবণের স্বাদ বিশিষ্ট হয় সে জন্য সম্ভাব্য সকল কিছুই করবে। এটি করার একটি উপায় হচ্ছে, "একে অন্যের সঙ্গে শান্তিতে থাকা"। তারা তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয় বিতর্ক করবে না। এ প্রশ্নের উত্তর এর মধ্যেই দেওয়া হয়েছে। তিনি হলেন যীশু।

মার্ক ১০ অধ্যায়

১ সেই স্থান হইতে উঠিয়া তিনি যিহূদিয়ার অঞ্চলে ও যর্দনের অন্য পারে
আসিলেন; তাহাতে তাঁহার নিকটে আবার লোক সমাগত হইতে লাগিল,
এবং তিনি নিজ রীতি অনুসারে আবার তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন।[১৫৬]
২ তখন ফরীশীরা নিকটে আসিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিল, স্ত্রী পরিত্যাগ করা কি পুরুষের পক্ষে বিধেয়?[১৫৭]
৩ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, মোশি তোমাদিগকে কি
আজ্ঞা দিয়াছেন? ৪ তাহারা কহিল, ত্যাগপত্র লিখিয়া আপন স্ত্রীকে
পরিত্যাগ করিবার অনুমতি মোশি দিয়াছেন।
৫ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন বলিয়া তিনি
এই বিধি লিখিয়াছেন;[১৫৮] ৬ কিন্তু সৃষ্টির আদি হইতে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী
করিয়া তাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছেন;[১৫৯] ৭ "এই কারণ মনুষ্য আপন
পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ৮ আর সেই দুই
জন একাঙ্গ হইবে;"[১৬০] সুতরাং তাহারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ।
৯ অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না
করুক।[১৬১] ১০ পরে শিষ্যেরা গৃহে আবার সেই বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন। ১১ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, যে কেহ আপন স্ত্রীকে
পরিত্যাগ করিয়া

---

১৫৬ মার্কের পাঠকদের ১০:১ পদে যীশুর শিক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট বিষয় বলা উদ্দেশ্য নয় বরং তিনি এই বড় অধ্যায়ের একটি "ক্ষুদ্র" অবস্থার পরিবর্তন হিসেবে এই পদকে ব্যবহার করেছেন। পাঠকদের লক্ষ করা প্রয়োজন যে, জরো হওয়া লোকদের প্রতি যীশু কিভাবে সারা দিয়েছেন। যেমন তিনি ৫০০০ ও ৪০০০ লোককে খাইয়েছেন। যীশু এই ক্ষুধার্থ লোকদের প্রতি তার উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছেন। তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য পরিবেশন করেছেন।

১৫৭ শাস্ত্র ভালভাবে বুঝতে ফরীশীরা যীশুর কাছে কোন সাহায্যের সন্ধান করেনি। তারা তার কথার মধ্যে তাকে ফাদে ফেলার কোন সুযোগ খুজছে। কিন্তু

ফরীশীরা যা মন্দের জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছে, ঈশ্বর মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করেছেন। মার্ক তাদের প্রশ্ন ও যীশুর উত্তর ধারন করেছেন কেননা তা যীশুর সকল অনুসারীর জন্য উপকারী। বিশ্বাসীদের জানা দরকার তারা কিভাবে বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয় চিন্তা করবে। এই অংশ বুঝতে যীহুদীদের বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা ইতিহাস জানার কোন প্রয়োজন নেই। মার্ক ফরীশীদের এই প্রশ্নের পেছনের উদ্দেশ্যের প্রতি নয়, যীশু উত্তরের প্রতি প্রাধান্য দিয়ে পাঠকদের বুঝিয়েছে কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

১৫৮ যীশুর উত্তরই প্রকাশ করে যে কত গভীর ভাবে তিনি ঈশ্বরের বাক্য বোঝেন। যীশ মোশির ব্যবস্থা (দ্বিতীয় বিবরণী ২৪:১-৪ পদ) দিয়ে শুরু করেছেন কারণ ফরীশীরা তার ব্যবস্থার কথা ভাবছে। কিন্তু যীশু শুধু ঐ ব্যবস্থাতেই থেমে থাকেননি। তিনি এই ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে মানুষের পাপাচরনের কারণেই এ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় বিবরনের এই ব্যবস্থা বিবাহ সম্পর্কে ঈশ্বরের আসল উদ্দেশ্য পূরণ করেনা। যীশু আদি ১ও ২ অধ্যায়ের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন যে, বিবাহের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় বিবাহ বিচ্ছেদের কোন স্থান নেই।

১৫৯ দেখুন আদি ১:২৭ এবং ৫:১-২ পদ।

১৬০ দেখুন আদি ২:২৪পদ এবং ইফিষীয় ৫:৩১পদ। যীশুর বাক্য এখানে ফরীশীদের প্রশ্নের থেকেও অনেক বেশি বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রজোয্য। তার এই উত্তর খুব স্পষ্ট ভাবে বলেছে যে, সমলিঙ্গের বিবাহ পাপ কিনা এবং যারা যীশুর অনুসারী বলে দাবী করে তাদের মধ্যে সমলিঙ্গের বিবাহ অনুমোদিত কিনা।

১৬১ যীশু আদি পুস্তক থেকে প্রমাণ করেছেন যে, ঈশ্বরই একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রীকে একত্রিত করেন সে কারণে ঈশ্বর যা যুক্ত করেছেন লোকদের তা বিচ্ছিন্ন করা উচিত হবে না।

অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে তাহার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; ১২ আর স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আর এক জনকে বিবাহ করে, তবে সেও ব্যভিচার করে।[১৬২]

১৩ পরে লোকেরা কতকগুলি শিশুকে তাঁহার নিকটে আনিল, যেন তিনি তাহাদিগকে স্পর্শ করেন; তাহাতে শিষ্যেরা উহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন। ১৪ কিন্তু যীশু তাহা দেখিয়া অসন্তুষ্ট[১৬৩] হইলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না; কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এই মত লোকদেরই। ১৫ আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, যে ব্যক্তি শিশুবৎ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কোন মতে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ১৬ পরে তিনি তাহাদিগকে কোলে লইলেন, ও তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন।[১৬৪]

১৭ পরে তিনি বাহির হইয়া পথে যাইতেছেন, এমন সময়ে এক জন দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে সদ্‌গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবার জন্য আমি কি করিব? ১৮ যীশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে সৎ কেন বলিতেছ?

---

১৬২ যীশু এখানে প্রেরিতদের বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনরায় বিবাহের **সাধারণ নিয়ম** বলছেন। সাধারন নিয়ম হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনরায় বিবাহ অনুমোদিত নয়। কেউ ভেবে অবাক যে যদি এখানে (এবং লূক ১৬:১৮পদে) যীশুর বাক্য মথি ৫:৩১-৩২ পদে তার বাক্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় এবং সাংঘর্ষিক হয় পৌলের বাক্য করিন্থিয় ৭:১৩-১৬ পদের সঙ্গে। ঘটনাটি এরকম নয়। কোন সাংঘর্ষিক বিষয় নেই সেখানে। এ সকল বাক্যাংশই সত্যি। মথি ৫:৩১-৩২ এবং করিন্থীয় ৭:১৩-১৬ পদে, যীশু ও পৌল উভয়ই বিবাহ বিচ্ছেদ ও পূনঃবিবাহের বিষয় সাধারন নিয়মকে অতিক্রম করে গেছেন এবং **ব্যতিক্রমি পরিস্থিতি** আলোচনা করেছেন। যে পদ সমূহে এই **ব্যতিক্রমি পরিস্থিতি** আলোচিত হয়েছে তার সঙ্গে যে পদ সমূহে সাধারন নিয়ম বর্ণিত হয়েছে তাকে সাংঘর্ষিক বলে বিবেচনা করা ঠিক হবে না।

১৬৩ যীশু প্রেরিতদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কেননা তারা পাপ করেছিল। লোকদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশে বাধা দিচ্ছিল তারা বৈশিষ্ট পূর্ণ যে যীশুর ক্রোধ এই নির্দিষ্ট পাপের কারণে দৃশ্যমান হয়েছে। তার কাছে এটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা। তার এই ধমক প্রকাশ করে যে, ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রেরিতদের যে ধারনা তা অবশ্যই বদলাতে হবে। মার্কে এটা দ্বিতীবার যেখানে শিশুদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এটা মনে হয় যেন মার্ক ৯:৩৬-৩৭ পদে যীশুর কথা ও কাজ প্রেরিতেরা একদমই ভুলে গেছে। এই বাক্যে শিশু ও "গুরত্বহীনদের" (দরিদ্র ও পঙ্গু) প্রতি সামান্য মূল্য দেওয়া হয়েছে। যীশুর অনুসারীরা (এবং অবশ্যই মন্ডলীর পরিচারকেরা) যদিও অনুকরন করবে। কোন ব্যক্তি যদি শিশুদের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা না দেখায়, তবে এই ব্যক্তি প্রকৃত পদেও ঈশ্বরের লোকদের পালন করতে ফলপ্রসূ হবে না।

১৬৪ পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে সম্ভবত মার্কের ভিত্তি হচ্ছে পিতরের শিক্ষা। এটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, পিতরের শিক্ষায় অনেক ঘটনার বর্ণনা দেওয়া রয়েছে যা প্রেরিতদের দূর্বলতার প্রতি আলোকপাত করে। ঘটনার পর ঘটনার বর্ণনায় তাদেরকে গর্বিত, বিশ্বাসহীন, দূর্বল ,অবহেলাকারী ও বোকা বলা হয়েছে। আসল কথা হল পিতর নিজেকে এবং তার সহ প্রেরিতদের এই মন্দ তথ্যের অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন, তার এই শিক্ষা প্রকাশ করে যে, তিনি মহা পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তিনি স্পষ্টত এমন এক অবস্থানে এসেছেন যেখানে নিজের গুরুত্বহীনতা এবং দূর্বলদের (যেমন শিশু) গুরুত্বপূর্ণতা বুঝতে পেরেছেন। এটা এমন যে যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরে তারা আর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নিয়ে আর তর্ক করেননি। তারা সত্যিকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখেছে খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠত্ব দেখার কারণে তাদের আর নিজেদের প্রশংসিত করার আর প্রয়োজন পরেনি।

এক জন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর।[১৬৫] ১৯ তুমি আজ্ঞা সকল জান, "নরহত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, প্রবঞ্চনা করিও না, তোমার পিতামাতাকে সমাদর করিও"।[১৬৬] ২০ সেই বক্তি তাঁহাকে কহিল, হে গুরু, বাল্যকাল অবধি এই সকল পালন করিয়া আসিতেছি। ২১ যীশু তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে ভাল বাসিলেন, এবং কহিলেন, এক বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে, যাও, তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় কর, আর দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে; আর আইস, আমার পশ্চাদ্‌গামী হও। ২২ এই কথায় সে বিষণ্ন হইল, দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার বিস্তর সম্পত্তি ছিল।[১৬৭]

২৩ তখন যীশু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, যাহাদের ধন আছে, তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর! ২৪ তাঁহার কথায় শিষ্যেরা চমৎকৃত হইলেন; কিন্তু যীশু পুনর্বার তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎসগণ, যাহারা ধনে নির্ভর করে, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তাহাদের পক্ষে কেমন দুষ্কর! ২৫ ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচের ছিদ্র দিয়া উটের যাওয়া সহজ। ২৬ তখন তাঁহারা অতিশয় আশ্চর্য মনে করিলেন, কহিলেন, তবে কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে? ২৭ যীশু তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, ইহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের সকলই সাধ্য।[১৬৮] ২৮ তখন পিতর তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, দেখুন, আমরা

---

১৬৫ ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করলেন তখন তিনি দেখলেন যে এটি "অতি উত্তম" (দেখুন আদি ১:৩১ পদ)। তথাপি পুত্র ঈশ্বর এখানে ঘোষণা করলেন যে, "ঈশ্বর ছাড়া আর কোন কেউ উত্তম নয়"। কিভাবে মানুষ অতি উত্তম থেকে "কেউ উত্তম নয়" এ পরিবর্তন হল? এর উত্তর হল পাপ। যখন আদম পাপ করল (দেখুন আদি ৩ অধ্যায়), সমস্ত লোক যেহেতু তারা আদমের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত, তার সঙ্গে পাপ করল (দেখুন রোমীয় ৫:১২পদ)। এটা বোঝা জরুরী যে যীশু নিজেকে উত্তম নন

বলছেন না। ঈশ্বর যীশুর উত্তমতার বিষয়ে ঘোষণা করেছেন মার্ক ১:১১ পদে যখন তিনি বলেছেন যে যীশুতে আমি প্রীত। আরও বলা যায় যীশুই ঈশ্বর তাই তিনি অবশ্যই উত্তম।

১৬৬ দেখুন যাত্রা ২০:১২-১৬ এবং দ্বিতীয় বিবরণী ৫:১৬-২০পদ। এটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, যীশু যে আদেশ সমূহের তালিকা করেছেন তা দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় অংশ থেকে নেওয়া। যীশুর প্রশ্ন প্রমাণ করে যে মানুষের সমস্যা হচ্ছে দশ আজ্ঞার প্রথম অংশের সঙ্গে। মানুষের সমস্যা হলো যে, সে অন্য ঈশ্বরের আরাধনা করেছে।

১৬৭ এই লোক বলেছে যে, সে ছোট বেলা থেকে এই সব পালন করে আসছে। যখন এ ব্যক্তি ভাবছে এগুলো সত্যি ছিল, এগুলো আসলে সত্যি ছিল রোমীয় ৩:১০-১৮ পদে যেমন ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেউই সঠিক ভাবে ব্যবস্থা পালনে সক্ষম হয়নি। কিন্তু এ বিষয়ে যীশু এ ব্যক্তির সঙ্গে কোন তর্ক করেননি। বরং তিনি তার কাছে প্রামান করেছেন যে, সে ঈশ্বরের থেকে অন্য কিছুকে বেশী ভালবাসে। এই ব্যক্তি ঈশ্বরকে যত ভালবাসে তার থেকে বেশি ভালবাসে তার অর্থ সম্পদকে।এই ব্যক্তি অনন্ত জীবন পেতে চেয়েছে, যদিও তাকে বেছে নেবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে তখন সে তার অর্থ সম্পদ ও অনন্ত জীবনের মধ্যে তার অর্থ সম্পদকেই বেছে নিয়েছে। এই লোক ঈশ্বরের থেকেও অন্য কিছুকে বেশী আরাধনা করে। তার ঈশ্বর হচ্ছে অর্থ সম্পদ।

যীশু লোকটিকে তার অনুসারী হতে বলেছেন। মার্কে এই অধ্যায়ে এটি অন্যতম প্রধান বিষয় বস্তু। যীশুকে অনুসরণ করা কঠিন। এই ব্যক্তি সকল কিছু ত্যাগ করে যীশুকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করেছে। কেননা সে এজগতের সম্পদকে বেছে নিয়েছে, সে স্বর্গের সকল সম্পদ শেষ করেছে।

১৬৮ যীশুর বক্তব্য বিস্ময়কর, তিনি বলেছেন যে, পরিত্রাণ পাওয়া মানুষের অসাধ্য, তিনি যুক্ত করেছেন ঈশ্বরের পক্ষে সকলই সাধ্য। সে কারণে যদি মানুষ পরিত্রাণ পেতে চায় তবে সে অবশ্যই নিজের উপর নির্ভর করে চলবে না। তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হবে যার পক্ষে সকল অসম্ভবই সম্ভব।

সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আপনার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছি।[১৬৯] ২৯ যীশু বলিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এমন কেহ নাই, যে আমার নিমিত্ত ও সুসমাচারের নিমিত্ত বাটী কি ভ্রাতৃগণ কি ভগিনী কি মাতা কি পিতা কি সন্তান সন্তত কি ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখন ইহকালে তাহার শতগুণ না পাইবে; ৩০ সে বাটী, ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, সন্তান ও ক্ষেত্র, তাড়নার সহিত এই সকল পাইবে, এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন পাইবে। ৩১ কিন্তু যাহারা প্রথম, এমন অনেক লোক শেষে পড়িবে, ও যাহারা শেষের, তাহারা প্রথম হইবে।

৩২ একদা তাঁহারা পথে ছিলেন, যিরূশালেমে যাইতেছিলেন, এবং যীশু তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিতেছিলেন, তখন তাঁহারা চমৎকার জ্ঞান করিলেন; আর যাঁহারা পশ্চাতে চলিতেছিলেন, তাঁহারা ভয় পাইলেন।[১৭০] পরে তিনি আবার সেই বারো জনকে লইয়া আপনার প্রতি যাহা যাহা ঘটিবে, তাহা তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। ৩৩ তিনি বলিলেন, দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাইতেছি, আর মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পিত হইবেন; এবং তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিবে, এবং পরজাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে। ৩৪ আর তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে, তাঁহার মুখে থুথু দিবে, তাঁহাকে কোড়া মারিবে ও বধ করিবে; আর তিন দিন পরে তিনি আবার উঠিবেন।[১৭১]

---

১৬৯ পিতরের বক্তব্য সত্য (দেখুন মার্ক ১:১৮ এবং ২: ১৪ পদ)।

১৭০ মার্কে যীশুর শত্রুরা চিহ্নিত হয়েছে যিরুশালেমে (দেখুন মার্ক ৩:২২ এবং ৭:১ পদ)। যিরুশালেমে প্রবেশের মাধ্যমে যীশু সরাসরি শত্রু শিবিরে প্রবেশ করেছেন। যীশু জানেন যিরুশালেমে তার প্রতি কি ঘটতে চলেছে। তিনি মৃত্যু বরণ করতে যিরুশালেমে যাচ্ছেন। যীশু তার মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছেন।

১৭১ আবার, যীশু তার সামনের দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয় বলতে গিয়ে "মনুষ্যপুত্র" উপাধিটি ব্যবহার করেছেন। দেখুন দানিয়েল ৭ অধ্যায়।

৩৫ পরে সিবদিয়ের দুই পুত্র, যাকোব ও যোহন, তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে গুরু, আমাদের বাঞ্ছা এই, আমরা আপনার কাছে যাহা যাচঞা করিব, আপনি তাহা আমাদের জন্য করুন। ৩৬ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের বাঞ্ছা কি? তোমাদের নিমিত্ত আমি কি করিব? ৩৭ তাঁহারা কহিলেন, আমাদিগকে এই বর দান করুন, যেন আপনি মহিমাপ্রাপ্ত হইলে আমরা এক জন আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে, আর এক জন বাম পার্শ্বে বসিতে পাই।[১৭২] ৩৮ যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি যাচঞা করিতেছ, তাহা বুঝ না।[১৭৩] আমি যে পাত্রে পান করি, তাহাতে কি তোমরা পান করিতে পার, এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হই, তাহাতে কি তোমরা বাপ্তাইজিত হইতে পার? ৩৯ তাঁহারা বলিলেন, পারি। যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি যে পাত্রে পান করি, তাহাতে তোমরা পান করিবে; এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হই, তাহাতে তোমরাও বাপ্তাইজিত হইবে;[১৭৪] ৪০ কিন্তু যাহাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহাদের ভিন্ন আর কাহাকেও আমার দক্ষিণ পার্শ্বে কি বাম পার্শ্বে বসিতে দিতে আমার অধিকার নাই। ৪১ এই কথা

---

১৭২ আর একবার আমরা দেখি যে, প্রেরিতেরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা করছে।

১৭৩ যীশুর প্রেরিতেরা জানতেন যে, খ্রীষ্ট স্বমহিমায় প্রবেশ করবেন। কিন্তু তখনও তারা বুঝতে পারেনি এটা করতে কেমন দুঃখভোগ প্রয়োজন।

১৭৪ যীশু দুইজন প্রেরিতকে বলেছেন যে, তাদেরও দুঃখভোগ করতে হবে। এটি এই দুজন প্রেরিতের জন্যই বার্তা নয়। খ্রীষ্টকে যারা অনুসরণ করবে তাদের সকলেই খ্রীষ্টের দুঃখভোগের পেয়ালা থেকে পান করবে এবং তার দুঃখভোগের বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হবে। (দেখুন ২ তিমথিয় ৩:১২পদ)।

শুনিয়া অন্য দশ জন যাকোব ও যোহনের প্রতি রুষ্ট হইতে লাগিলেন। ৪২ কিন্তু যীশু তাঁহাদিগকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা জান, জাতিগণের মধ্যে যাহারা শাসনকর্তা বলিয়া গণ্য, তাহারা তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করে, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা মহান, তাহারা তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব করে। ৪৩ তোমাদের মধ্যে সেইরূপ নয়; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ মহান হইতে চায়, সে তোমাদের পরিচারক হইবে; ৪৪ এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চায়, সে সকলের দাস হইবে। ৪৫ কারণ বাস্তবিক মনুষ্যপুত্রও পরিচর্যা পাইতে আসেন নাই, কিন্তু পরিচর্যা করিতে এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।[১৭৫]

---

১৭৫ প্রভুর মত আগমনের অধিকার যদি কারও থাকে সে হচ্ছে "মনুষ্যপুত্র"। "যদিও মনুষ্যপুত্র সেবা পাইতে নয় বরং সেবা করতে এসেছেন"। এই জগতে সেবকত্বকে ঘৃণিত ভাবে দেখা হয়েছে। আদমের পাপের কারণে, সেবকত্ব পরিহার যোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যদিও ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের পথ হচ্ছে সেবকত্ব। যিশাইয়তে ইস্রায়েলের মুক্তিদাতাকে (খ্রীষ্টকে) ইয়াওয়ে (ঈশ্বর) এর সেবক বলা হয়েছে। (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন যিশাইয় ৪২:১-৪, ৪৯:১-৭, ৫২:১৩-১৫ এবং ৫৩:১১ পদ)।

৪৬ পরে তাঁহারা যিরীহোতে আসিলেন। আর তিনি যখন আপন শিষ্যগণের ও বিস্তর লোকের সহিত যিরীহো হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন, তখন তীময়ের পুত্র বর্‌তীময় নামে এক জন অন্ধ ভিক্ষুক পথের পার্শ্বে বসিয়াছিল। ৪৭ সে যখন শুনিতে পাইল, তিনি নাসরতীয় যীশু, তখন চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, হে যীশু, দায়ূদ সন্তান, [১৭৬] আমার প্রতি দয়া করুন। ৪৮ তখন অনেক লোক চুপ চুপ বলিয়া তাহাকে ধমক্ দিল; [১৭৭] কিন্তু সে আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, হে দায়ূদ সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন। ৪৯ তখন যীশু থামিয়া বলিলেন, উহাকে ডাক; তাহাতে লোকেরা সেই অন্ধকে ডাকিয়া বলিল, ওহে, সাহস কর, উঠ, উনি তোমাকে ডাকিতেছেন। ৫০ তখন সে আপনার কাপড় ফেলিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া যীশুর নিকটে গেল। [১৭৮] ৫১ যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি কি চাও? আমি তোমার নিমিত্ত কি করিব? অন্ধ তাঁহাকে কহিল, রব্বূণী [হে গুরু], যেন দেখিতে পাই। ৫২ যীশু তাহাকে কহিলেন, চলিয়া যাও, [১৭৯] তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল। তখনই সে দেখিতে পাইল, এবং পথ দিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। [১৮০]

---

১৭৬ এই অন্ধ লোক যীশুকে "দায়ূদ সন্তান" বলে ডেকেছে। সে মার্কে একমাত্র ব্যক্তি, যীশু ছাড়া যে এই নাম ব্যবহার করেছে মার্ক ১২:৩৫ পদে। যদিও সে অন্ধ বরতীময় দেখিয়েছেন যে, যীশুর চারপাশে যারা রয়েছে তাদের থেকে অনেক বেশি দেখতে পায়। এই ব্যক্তি খ্রীষ্টকে স্পষ্ট দেখেছে। সে জানে যে যীশুই দায়ূদের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। সে জানে যীশু সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে শমূয়েল ৭৪-১৬ পদে বলা হয়েছে। অন্ধলোকের শাস্ত্র সম্পর্কে এই জ্ঞান বিস্ময়কর। আবার আমরা দেখতে পাই মার্ক অবজ্ঞাত ও বিনয়ীদের বিশ্বাসের প্রাধান্য দিয়েছেন যখন অহঙ্কারিরা (লোকদের ভির) ঈশ্বরের রাজ্য লাভে ব্যর্থ হয়েছে।

১৭৭ লোকেরা তাই করেছে যা প্রেরিতেরা শিশুদের সঙ্গে করেছিল। তারা ভাবেনি, এই অন্ধ যীশুর মনযোগ পাওয়ার যোগ্য!

১৭৮ এট বুঝতে পেরে বরতীময় তার ঢিলা পোষাক ফেলে উঠেছে মার্ক হয়ত পাঠকদের দৃষ্টি বরতীময়ের বিশ্বাসীদের দিকে আকৃষ্ট করছে। ভিক্ষুকদের জন্য এই ঢিলা পোষাক অত্যন্ত জরুরি জিনিষ। এটি ছুড়ে ফেলার মাধ্যমে সে প্রকাশ করেছে যে, সে বিশ্বাস করে এটিকে তার আর কোন প্রয়োজন নেই। সে বিশ্বাস করে এখন থেকে সে এক ভিন্ন জীবন যাপন করবে।

আরও বলা যায় মার্ক বরতীময়ের সম্পদের (ঢিলা পোষাক) দিকে নির্দেশ করে হয়ত তাকে তুলনা করেছেন ঐ ধনি ব্যক্তির সঙ্গে (১০:১৭-২২পদ) উভয়েরই সম্পদ আছে। যদিও ধনি ব্যক্তি তার সম্পদ বিক্রি করেন নি। কারণ তার সম্পদ পুরাতন জীবন যা সে খ্রীষ্টের থেকেও বেশি ভালবেসেছে। আর বরতীময় তার দূরে ফেলেছে কেননা সে খ্রীষ্টকেই তার পুরাতন জীবন থেকে বেশি ভালবেসেছে (প্রেরিতেরা সেই একই কাজ করেছে)। ধনি ব্যক্তি তার সম্পদের কারণে বোকা বনেছে। সে ভেবেছে এগুলো খ্রীষ্টের থেকেও বেশি মূল্যবান। আসলে বরতীময়ের ঢিলে পোষাকের থেকে সে গুলোর মূল্য বেশি নয়।

১৭৯ যীশু বরতীময়কে "তার পথে" যেতে বলেছেন। তথাপি সে যীশুর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। এর মাধ্যমে সে দেখিয়েছে যে, যীশুকে অনুসরণের মাধ্যমে সে সত্যি সত্যি দেখতে পাচ্ছে।

১৮০ বরতীময় চলার পথে যীশুকে অনুসরণ করেছে। যে পথের বিষয় যীশু প্রেরিতদের বলেছেন এবং পরবর্তী অধ্যায়ে মার্ক স্পষ্ট করবে যে বিষয়, তা হল যিরুশালেমের পথ। এটা সেই পথ প্রতারনার, দুঃখভোগের, মৃত্যুর এবং মহিমান্বিত হওয়ার। (দেখুন ১১: ১এবং ১৬:৮ পদ)।

মার্ক ১১ অধ্যায়

১ পরে যখন তাঁহারা যিরূশালেমের নিকটবর্তী হইয়া জৈতুন পর্বতে
বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামে আসিলেন, তখন তিনি আপন শিষ্যদের মধ্যে
দুই জনকে পাঠাইয়া দিলেন, ২ তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের সম্মুখে
ঐ গ্রামে যাও; তথায় প্রবেশ করিবামাত্র একটি গর্দভশাবক বাঁধা দেখিতে
পাইবে, যাহার উপরে কোন মানুষ কখনও বসে নাই; সেটিকে খুলিয়া
আন। ৩ আর যদি কেহ তোমাদিগকে বলে, এই কর্ম কেন করিতেছ?
তবে বলিও, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে; তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ সেটিকে
এখানে পাঠাইয়া দিবে। ৪ তখন তাঁহারা গিয়া দেখিতে পাইলেন, একটি
গর্দভ*শাবক কোন দ্বারের নিকটে, বাহিরে বাঁধা রহিয়াছে, আর তাহা
খুলিতে লাগিলেন। ৫ তাহাতে যাহারা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের
মধ্যে কেহ কেহ বলিল, গর্দভ*শাবকটি খুলিয়া কি করিতেছ? ৬ তাহাতে
যীশু যেমন বলিয়াছিলেন, তাঁহারা উহাদিগকে সেই মত বলিলেন, আর
উহারা তাঁহাদিগকে উহা লইয়া যাইতে দিল। ৭ পরে তাঁহারা সেই গর্দভ
শাবককে যীশুর নিকটে আনিয়া তাহার উপরে আপনাদের কাপড় পাতিয়া
দিলেন; আর তিনি তাহার উপরে বসিলেন।[১৮১] ৮ তখন অনেকে আপন
আপন বস্ত্র পথে পাতিয়া দিল ও অন্যেরা ক্ষেত্র হইতে ডালপালা কাটিয়া
পথে ছড়াইয়া দিল। ৯ আর যে সকল লোক অগ্রে ও পশ্চাতে যাইতেছিল,
তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, হোশান্না! ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে
আসিতেছেন![১৮২] ১০ ধন্য যে রাজ্য আসিতেছে, আমাদের পিতা দায়ূদের
রাজ্য; ঊর্ধ্বলোকে হোশান্না।[১৮৩] ১১ পরে তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ করিয়া
ধর্মধামে গেলেন, আর

---

১৮১ গর্দভশাবক আনতে তিনি দুই জন শিষ্যকে পাঠিয়েছেন, এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা যে ভাবে দিয়েছেন তা প্রকাশ করে যে, এই ঘটনাটি বিশেষ

তাৎপর্য্য পূর্ণ। এটা জানা জরুরী যে খ্রীষ্ট সুদীর্ঘ্য কাল গর্দভশাবকের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। আদি ৪৯: ৮-১২পদে প্রধান কার্য্যে গর্দভশাবক সুস্পষ্ট ভাবে খ্রীষ্টকে নির্দেশ করে। সখরিয় ৯:৯ পদে উল্লেখিত গর্দভশাবক সুস্পষ্টভাবে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করে। যারা এই বিষয় পাঠ করেছে তাদের প্রাথমিক ভাবে এই ভাববানী মনে রাখা প্রয়োজন।

এটা গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার যে, যীশু একদম প্রকাশ্যে কাজ করেছেন এখানে। মার্ক সুসমাচারে এটি একটি নাটকিয় পরিবর্তন। যীশু আর গোপন থাকবার চেষ্টা করছেন না। যীশু যিরুশালেমে নিস্তার পর্বের সময় (একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিকী উৎসব) প্রকাশ্য দিবালকে (যখন সকলেই তাকে দেখতে পারে) একটি গর্দভশাবকের (একটি খুবই প্রতিকী প্রানী) পিঠে চড়েছেন। যীশুই যে খ্রীষ্ট সেই চিহ্নের পূর্ণ প্রকাশ করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

এই গর্দভশাবকের পিঠে কেউ যে চড়েনি আগে তার আসল তাৎপর্য্য হচ্ছে, প্রথমত, যে প্রানীকে বিশেষ পবিত্র কাজে ব্যবহার হবে সেটি তার এই পবিত্র কাজের পূর্বে সাধারন প্রানীদের মত কোন কাজে ব্যবহার করা হয় না (দেখুন গণনা ১৯:২, দ্বিতীয় বিবরণী ২১:৩ এবং ১ শমূয়েল ৬:৭পদ)। দ্বিতীয়ত, এই প্রানীর উপর আগে কেউ চড়েনি এই সত্য নির্দেশ করে যে, খ্রীষ্ট একটি গর্দভশাবকের উপর চড়েছেন যা অক্ষত অবস্থায় আছে। শান্তি রাজ হিসেবে যীশু এই গর্দভশাবকের পিঠে চড়তে সক্ষম হয়েছেন কেননা তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য শান্তি নিয়ে এসেছেন এমনকি এই প্রানী কুলের জন্যও।

পবিত্র উদ্দেশ্যে এই গর্দভশাবকে জন্মের পর থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। অধিকাংশ লোকই এটিকে যদিও একটি সাধারন গর্দভশাবক হিসেবে দেখেছেন - ভারবাহী একটি নম্র প্রানী। শিষ্যরা যখন তাকে বাধা অবস্থায় পেয়েছে সেটি তখন তার উদ্দেশ্য পুরনের সেই মূহুর্তের জন্য অপেক্ষা করছে। এই গর্দভশাবকটি যীশুর মত। জন্ম থেকেই তাকে একটি পবিত্র উদ্দেশ্যে আলাদা করা হয়েছে। অধিকাংশ লোকেরা যদিও যীশুকে একজন সাধারন মানুষের মত দেখেছে। তিনি অপেক্ষা করেছেন তার "বন্ধন খুলবার" *যেন তিনি তার পবিত্র উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারেন। "বন্ধন খুলবার" ছলে যীশু মূলত নিজেকে ক্রুশের পথে চালিত করতে* আবদ্ধ করেছেন।

গর্দভশাবক খুব শান্ত একটি প্রানী। এটা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে খ্রীষ্ট তার এই প্রথম যাত্রায় যুদ্ধের ঘোড়ায় নয় বরং গাধার পিঠে করে এসেছেন। তিনি নম্রতায় এসেছেন (দেখুন ফিলিপিয় ২:১-১১ পদ)। যাহোক তিনি যখন আবার আসবেন (দেখুন

প্রেরিত ১: ১০-১১ পদ), যুদ্ধের ঘোড়ায় চড়ে আসবেন (দেখুন প্রকাশিত ১৯:১১-১৬পদ)। প্রকাশিত বাক্যে ১৯ অধ্যায় আদিপুস্তক ৪৯:৮-১২ পদে খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে বাক্য রয়েছে তার সঙ্গেও সম্পর্ক যুক্ত। এই উভয় অংশেই খ্রীষ্টের পরিচ্ছদ নোংরা হয়েছে। পরিচ্ছেদ নোংরা কারণ হচ্ছে, তার মৃত্যুতে তিনি তার সমস্ত শত্রুকে জয় করেছেন।

১৮২ লোকেরা গীত ১১৮:২৬ পদের উদ্ধৃতি দিচ্ছে। এটা অত্যান্ত তাৎপর্য্য পূর্ণ যে, যীশু যখন যিরুশালেমে গাধার পিঠে চড়ে যাচ্ছেন তখন লোকের এই বিশেষ গানের উদ্ধৃতি দিয়েছে। লোকেরা শুধু এই গীতের একটি পদের উদ্ধৃতি দিয়েছে কিন্তু মার্ক প্রায় নিশ্চিত ভাবে চেয়েছে তার পাঠকেরা যেন সম্পুর্ণ গীতটি পাঠ করে এবং বিবেচনা করে যে, তারা যীশুকে কেন্দ্র করে তার দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কে কি ভাবে। মার্ক (যীশুর একটি উদ্ধৃতিতে) এই গীতটি উল্লেখ করেছে মার্ক ১২:১০-১১ পদে।

১৮৩ "আমাদের পিতা দায়ুদের আগমনী রাজ্য" হচ্ছে শমূয়েল ৭:১-১৭পদে উল্লেখিত দায়ূদের একটি প্রতিজ্ঞার উদ্ধৃতি। খ্রীষ্ট বার বার "দায়ূদ" অথবা দায়ূদের নামের সঙ্গে বা (দায়ূদের পিতা যিশয়ের নামের সঙ্গে যুক্ত) সম্পর্কিত পুরাতন নিয়মের ভাববানীর উদ্ধৃদি দিয়েছেন। (উদাহরণ স্বরুপ দেখুন যিশাইয় ৯:১-৭, ১১:১-১০, যিহিস্কেল ৩৪:২০- ২৪, ৩৭:২৪-২৮ এবং হোশেয় ৩:৫পদ)।

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকলই দেখিয়া বেলা অবসান হওয়াতে সেই বারো জনের সঙ্গে বাহির হইয়া বৈথনিয়াতে গমন করিলেন[১৮৪]। ১২ পরদিবসে তাঁহারা বৈথনিয়া হইতে বাহির হইয়া আসিলে পর তিনি ক্ষুধার্ত হইলেন; ১৩ এবং দূর হইতে স্বপত্র এক ডুমুরগাছ দেখিয়া, হয় ত তাহা হইতে কিছু ফল পাইবেন বলিয়া, কাছে গেলেন; কিন্তু নিকটে গেলে পত্র বিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কেননা তখন ডুমুরফলের সময় ছিল না। ১৪ তিনি গাছটিকে বলিলেন, এখন অবধি

কেহ কখনও তোমার ফল ভোজন না করুক। এই কথা তাঁহার শিষ্যেরা শুনিতে পাইলেন[১৮৫]।

১৫ পরে তাঁহারা যিরূশালেমে আসিলেন, আর তিনি ধর্মধামের মধ্যে গিয়া, যাহারা ধর্মধামের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল, তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন, এবং পোদ্দারদের মেজ, ও যাহারা কপোত বিক্রয় করিতেছিল, তাহাদের আসন সকল উল্টাইয়া ফেলিলেন। ১৬ আর ধর্মধামের মধ্য দিয়া কাহাকেও কোন পাত্র লইয়া যাইতে দিলেন না। ১৭ আর তিনি উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, ইহা কি লেখা নাই, ''আমার গৃহকে

---

১৮৪ এটা তাৎপর্য পূর্ণ যে, খ্রীষ্ট যিরুশালেমে প্রবেসের সময় প্রথমে যে কাজ করেছেন তা হল যে, রাজা মন্দিরে গিয়ে সাবধানতার সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি দেখতে চাচ্ছেন এটা কি ফল উৎপন্ন করছে। পরবর্তী দিনে কি ঘটে তার উপর নির্ভর করে এটা স্পষ্ট হবে (যীশু ক্রেতা বিক্রেতাদের থেকে মন্দির পরিস্কার করছেন)। কারণ মন্দিরে যা ঘটেছে তা তিনি অনুমোদন করছেন না। মন্দির ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ফল উৎপন্ন করছে না। মালাখি ৩:১-২ পদে খ্রীষ্টের মন্দিরে আসার বিষয়ে ভাববানী করা হয়েছে।

১৮৫ যীশু ক্ষুধিত হয়েছেন এবং একটি ডুমুর গাছকে অভিশাপ দিচ্ছেন এটা কোন সাধারন ঘটনা নয়। এটি একটি বাস্তব উপমা (যেমন মার্ক ৯:২২-২৬ পদে "দুটি" অন্ধলোকের আরোগ্য লাভ। ডুমুর গাছটি মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। মার্ক এই অধ্যায়ে মন্দিরে ও ডুমুর গাছের বর্ণনার মধ্যে আগে পরে করে মন্দিরের সঙ্গে ডুমুর গাছের সম্পর্ক প্রকাশ করেছেন। ১১পদটি মন্দিরের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করুন আবার ১১-১৪ পদ হচ্ছে ডুমুর গাছের বিষয়ে এবং চূড়ান্ত ভাবে ২৭-৩৩ পদ হচ্ছে মন্দির সম্পর্কে। মার্ক স্পষ্ট ভাবেই চেয়েছেন যে, পাঠকেরা মন্দির ও ডুমুর গাছের সম্পর্ক খুজে পাক।

ডুমুর গাছটি মন্দিরের মত। যীশু যেমনি ডুমুর গাছকে পর্যবেক্ষণ করেছেন ঠিক একই ভাবে মন্দিরকেও পর্যবেক্ষণ করেছেন। যীশু ডুমুর গাছে ফল আশা করেছেন। দূর থেকে মনে হয়েছে যে, গাছটিতে হয়ত ডুমুর থাকতে পারে। যদিও কাছে গিয়ে কোন ডুমুর পাওয়া যায়নি। কেননা এটিতে ফল ধরেনি। যীশু ঘোষণা করলেন ডুমুর গাছটি আর কখনও ফল না ধরুক। ঠিক একদম এই ঘটনাটিই ঘটেছে মন্দিরের সঙ্গে। যীশু মন্দিরকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং যেহেতু মন্দিরও

কোন "ফল" উৎপন্ন করেনি। তাই তিনি তার কাজের মাধ্যমে "ঘোষণা" করলেন যে মন্দির ও (জাগতিক যিরুশালেম মন্দির) আর কখন ফল উৎপন্ন না করুক। এটা মারা যাবে। এর অর্থ এই নয় যে, সেখানে আর কোন মন্দির থাকবে না। সেখানে মন্দির আছে, সেই মন্দির হলেন যীশু। যীশুই হলেন এখন ঈশ্বরের মন্দির। তিনিই সেই স্থান যেখানে লোকেরা ঈশ্বরের কাছে আসে। তিনি সেই স্থান যেথায় এলে লোকেরা পাপের ক্ষমা পায়। তিনিই সেই স্থান যেথায় এলে লোকেরা ঈশ্বরের আরাধনা করে। (দেখুন যোহন ২: ১৩-২২ এবং ৪:২০-২৪ পদ)। সমূগ্র মার্ক সুসমাচার জুরেই যিরুশালেম মন্দির প্রতিস্থাপিত হবে যীশুর দেহ রুপ মন্দির দ্বারা তার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

সর্বজাতির প্রার্থনাগৃহ বলা যাইবে"?[১৮৬] কিন্তু তোমরা ইহা ''দস্যুগণের গহ্বর"করিয়াছ।[১৮৭] ১৮ এই কথা শুনিয়া প্রধান যাজক ও অধ্যাপকেরা, কিরূপে তাঁহাকে বিনষ্ট করিবে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল; কেননা তাহারা তাঁহাকে ভয় করিত, কারণ তাঁহার উপদেশে সমস্ত লোক চমৎকৃত হইয়াছিল। ১৯ আর সন্ধ্যা হইলে তাঁহারা নগরের বাহিরে যাইতেন। ২০ প্রাতঃকালে তাঁহারা যাইতে যাইতে দেখিলেন, সেই ডুমুরগাছটি সমূলে শুকাইয়া গিয়াছে। ২১ তখন পিতর পূর্বকথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রব্বি, দেখুন, আপনি যে ডুমুরগাছটিকে শাপ দিয়াছিলেন, সেটি শুকাইয়া গিয়াছে। ২২ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। ২৩ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে, তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে। ২৪ এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে। ২৫ আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করিতে দাঁড়াও, যদি কাহারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাহাকে ক্ষমা করিও; ২৬ যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করেন[১৮৮]। ২৭ পরে

তাঁহারা আবার যিরূশালেমে আসিলেন; আর তিনি ধর্মধামের মধ্যে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে প্রধান যাজকেরা, অধ্যাপকগণ ও প্রাচীনবর্গ তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকেবলিল, ২৮ তুমি কি ক্ষমতায়

---

১৮৬ এটা যিশাইয় ৫৬:৭ পদের উদ্ধৃতি। যখন লোকেরা যিরুশালেমের জাগতিক এই মন্দির ফলহীন এবং " সমুদয় জাতীর প্রার্থনার গৃহ" নয়, তখনই খ্রীষ্ট কতৃক এই মন্দির "অভিশপ্ত" হয়েছে। (দেখুন মালাখি ৩:১-৫পদ)। যীশু যিরুশালেমের এই জাগতিক মন্দিরের ফলহীনতার প্রতি। ঈশ্বরের মনোভাবের প্রকাশ করেছেন এখান থেকে সমস্ত ক্রেতা বিক্রেতাদের বের করে দিয়ে সত্যিকারের মন্দিরের যেমন সর্বজাতির লোক আসে এবং ঈশ্বরের আরাধনা করে তেমনি যীশুই সর্বজাতির জন্য আসল প্রার্থনার ঘর"। যিশাইয় ৫৬:১-৮ পদে এই সত্যিকারের ঈশ্বরের মন্দিরের বর্ণনা রয়েছে।

১৮৭ এটি যিরমিয় ৭:১১ পদের উদ্ধৃতি। যিরমিয় ৭ অধ্যায়ে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, লোকদের দূর্বলতার কারণে অতীতে তিনি মন্দিরের (বা সমাগম তাম্বুর) স্থান পরিবর্তন করেছেন। তিনি প্রথম এটি স্থানান্তর করেছেন যখন সমাগম তাম্বু "সিলোহ" তে ছিল। কেননা মন্দতার চর্চার সেই "পবিত্র" স্থান পরিত্যক্ত হয়েছিল। এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে যীশু চেয়েছিল লোকেরা যেন জানতে পারে যে, যিরুশালেম মন্দির সত্যিকারের "দস্যুদের গহব্বর" হয়েছে এবং পরিত্যাক্ত হবে। মন্দিরের জন্য নতুন একটি স্থান বেছে নেওয়া হবে আর সেই স্থান হল যীশুর দেহ। তিনিই হলেন নতুন মন্দির। এটি মনে রেখে পড়ুন যিরমিয় ৭:১-১৫ পদ। আরও বিবেচনা করুন যিহিস্কেল ৪০-৪৮ অধ্যায় কাব্যিক ভাষায় সৌন্দর্য ও শক্তির বিস্ময়কর আকৃতির এক মন্দির বর্ণিত হয়েছে এখানে। যীশু এবং মন্ডলীই এই মন্দিরের পূর্ণতা।

১৮৮ শিষ্যরা বিস্মিত হয়েছে ডুমুর গাছটি শুকিয়ে গেছে দেখে। যীশু বিস্মিত হননি কেননা তিনি ঈশ্বরে নির্ভর করেন এবং তার উদ্দেশ্য জানেন। ঈশ্বরের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে পাহার ঈশ্বরের বাধা হয়ে দাড়ায় (এই অধ্যায় অনুযায়ী পাহার হচ্ছে যিরুশালেম এবং মন্দির যে "পহাড়ের" উপরে অবস্থিত)। তা "সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে"। শুকনো ডুমুর গাছটি হচ্ছে বিস্ময়কর নিদর্শন যে, ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দেবেন এবং মিথ্যা আরাধনার এই মন্দ পাহারকে উৎপাঠন করবেন। তাদের সামনে থাকা এই মিথ্যা আরাধনার পাহাড়কে (ঈশ্বর বিহীন যিরুশালেম এবং ফলহীন মন্দির) ছাড়িয়ে যীশু সামনে এগিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন যেন প্রেরিতেরা জানেন যে, তাদের সকল প্রার্থনার উত্তরের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা যায়। যাহোক ঈশ্বরের

উদ্দেশ্যের পূর্ণতার জন্য যারা প্রার্থনা করবে, তাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাসে প্রার্থনা করতে হবে এবং অবশ্যই তাদের হৃদয়ে ক্ষমাহীনতার কোন আশ্রয় থাকবে না।

এই সকল করিতেছ? এই সকল করিতে তোমাকে এই ক্ষমতা কেই বা দিয়াছে?
২৯ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমিও তোমাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, আমাকেউত্তর দেও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে বলিব, কি ক্ষমতায় এই সকল করিতেছি। ৩০ যোহনের বাপ্তিস্ম স্বর্গ হইতে হইয়াছিল, না মনুষ্য হইতে? আমাকে উত্তর দেও। ৩১ তখন তাহারা পরস্পর বিচার করিয়া বলিল, যদি বলি, স্বর্গ হইতে, তাহা হইলে এ বলিবে, তবে তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস কর নাই কেন? ৩২ কিন্তু মনুষ্য হইতে হইল, ইহা কি বলিব? তাহারা লোকসাধারণকে ভয় করিত, কারণ সকলে যোহনকে সত্যই ভাববাদী বলিয়া মানিত। ৩৩ অতএব তাহারা যীশুকে এই উত্তর দিল, আমরা জানি না। তখন যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, তবে আমিও কি ক্ষমতায় এই সকল করিতেছি, তাহা তোমাদিগকে বলিব না[১৮৯]।

---

১৮৯ এই উদ্ধৃতির শেষটা তাৎপর্যপূর্ণ। যীশুর বলছেন এই কাজ করা কতৃত্ব তার রয়েছে। পিতা ঈশ্বর তাকে এই কতৃত্ব দিয়েছেন (দেখুন মথি ২৮: ১৮ পদ)। যীশু জানতেন যে, যিহুদী নেতারা তার এই কতৃত্বকে চিনতে পারবে না কারণ তারা যোহন অবগাহকের সাক্ষ্য গ্রহণ করেনি যিহুদী নেতারা যোহনের কাজকে স্বর্গের থেকে প্রদত্ত বলে বিবেচনা করেনি। সে কারণে, যেহেতু তারা যোহনের কতৃত্ব স্বর্গ থেকে এসেছে বলে বিশ্বাস করেনি। সেহেতু তারা বিশ্বাস করবে না যীশুও স্বর্গ থেকে কোন কতৃত্ব পেয়েছেন। যোহনের স্বর্গিয় কতৃত্ব বাতিল করে তারা দেখিয়েছেন যে, তারা ঈশ্বরের কতৃত্বের কাছে সমর্পিত হবে না। এই বিদ্রোহী লোকদের জন্য একটি বিষয় অবশিষ্ট রয়েছে তা হল ধ্বংশ। আর সেটিই হয়ত যথাযথ ভাবে দেখা গেছে মার্ক ১২ অধ্যায়ের উপমাতে।

মার্ক ১২ অধ্যায়[১৯০]

১ পরে তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের কাছে কথা কহিতে লাগিলেন[১৯১]।
এক ব্যক্তি দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিয়া তাহার চারিদিকে বেড়া দিলেন, দ্রাক্ষা
পেষণার্থ কুন্ড খনন করিলেন, এবং উচ্চগৃহ নির্মাণ করিলেন; আর
কৃষকদিগকে তাহা জমা দিয়া অন্য দেশে চলিয়া গেলেন। ২ পরে
কৃষকদের কাছে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফলের অংশ পাইবার নিমিত্ত তাহাদের
নিকটে উপযুক্ত সময়ে এক দাসকে পাঠাইয়া দিলেন; ৩ তাহারা তাহাকে
ধরিয়া প্রহার করিল, ও রিক্ত হস্তে বিদায় করিয়া দিল।

---

১৯০ বিগত অধ্যায়ে মার্ক যীশুও যিরুশালেম মন্দিরের দিকেই লক্ষ্য দিয়েছেন। যীশু যিরুশালেম মন্দিরকে পর্যবেক্ষণ করে একে ফলহীন পেয়েছেন। এটা বোঝা জরুরি যে, এর অর্থ এই নয় যে, সেখানে আর মন্দিরটি নেই। সেখানে মন্দিরটি আছে। এটি এখন যীশু। তিনিই সেই স্থান যেখানে ঈশ্বরের আরাধনা হয়। এই অধ্যায়ে মার্ক যীশু ও যিহুদীদের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। যীশু বলেছেন যিহুদী নেতারা "মোশির আসনে বসে আছে (দেখুন মথি ২৩:২পদ)। এর অর্থ হল যে তারা এক প্রকার মোশির মত। ঈশ্বরকে ভালবাসতে ও অনুসরণ করতে লোকদেরকে শিক্ষা দেওয়া ও পরিচালিত করতে তারা সেখানে ছিল হয়ত। যদিও মার্ক ১২ অধ্যায় অনুযায়ী যিহুদী নেতারা মোশির অসদৃশ্য কারণ তারা ঈশ্বরকে ভালবাসে না। এই অধ্যায় যিহুদী নেতারা খ্রীষ্টের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে এবং মন্দিরের মতই তাদেরকে ফলহীন পাওয়া গেছে। কিছু পার্থক্য হলেও সত্য যে, যিহুদী নেতারা যীশু যে তাদের ঈশ্বর বিহীনতা প্রকাশ করছেন তার "পরীক্ষা" করছে। তারা ঐ মন্দিরের মত, যা যীশুর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। যীশুই এখন ইস্রায়েলের শিক্ষক। তিনি সেই যিনি "মোশির আসনে" বসে আছে (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-১৯ এবং প্রেরিত ৩:২২-২৩পদ)। তিনি সেই যিনি ঈশ্বরের বাক্য যথার্থ ভাবে বোঝেন এবং ঈশ্বরের লোকদের উপযুক্ত করে এর অর্থ বাখ্যা করেন। তিনি সেই ব্যাক্তি যিনি ঈশ্বরের লোকদের স্বর্গীয় "মান্না" খাইয়েছেন।

১৯১ যীশু যিহুদী নেতাদেরকে এই উপমাটি বলেছেন (দেখুন ১২:১২পদ) তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিতে এটা বলছেন না। তিনি তাদেরকে দ্বায়ী করতে এই উপমাটি

তাদের বলেছেন। আবার ফল বিষয়টির প্রতি লক্ষ করুন। যিনি মালিক (পিতা ঈশ্বর) ফলের অনুসন্ধান করেছেন। যীশু তার সময় যিহুদী নেতাদেরকে পুরাতন নিয়মের যিহুদী নেতা যারা ভাববাদীদের হত্যা করেছে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। তারা একদল দূর্বল প্রজা থেকে এসেছে এবং একই ধরনের দূর্বলতার কাজ করছে।

৪ আবার তিনি তাহাদের নিকটে আর এক দাসকে পাঠাইলেন; তাহারা তাহার
মাথা ভাঙ্গিয়া দিল ও অপমান করিল। ৫ পরে তিনি আর এক জনকে পাঠাইলেন; তাহারা তাহাকে বধ করিল; এবং আরও অনেকের মধ্যে কাহাকেও প্রহার, কাহাকেও বা বধ করিল। ৬ তখন তাঁহার আর এক জন মাত্র ছিলেন, তিনি প্রিয়তম পুত্র;[১৯২] তিনি তাহাদের নিকটে শেষে তাঁহাকেই পাঠাইলেন, বলিলেন, তাহারা আমার পুত্রকে সমাদর করিবে। ৭ কিন্তু কৃষকেরা পরস্পর বলিল, এই ত উত্তরাধিকারী, আইস, আমরা ইহাকে বধ করি, তাহাতে অধিকার আমাদেরই হইবে। ৮ পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া বধ করিল, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া দিল।[১৯৩] ৯ সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা কি করিবেন? তিনি আসিয়া সেই কৃষকদিগকে বিনষ্ট করিবেন, এবং ক্ষেত্র অন্য লোকদিগকে দিবেন।[১৯৪] ১০ তোমরা কি এই শাস্ত্রীয় বচনও পাঠ কর নাই, ''যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল; ১১ ইহা প্রভু হইতেই হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত"?[১৯৫]
১২ তখন তাহারা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লোকসাধারণকে ভয় করিল, কেননা তাহারা বুঝিয়াছিল যে, তিনি তাহাদেরই বিষয়ে সেই দৃষ্টান্ত বলিয়াছিলেন; পরে তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ১৩ পরে তাহারা কয়েক জন ফরীশী ও হেরোদীয়কে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিল, যেন তাহারা তাঁহাকে কথার ফাঁদে ধরিতে পারে। ১৪ তাহারা আসিয়া তাঁহাকে কহিল, গুরু, আমরা জানি, আপনি সত্য,

এবং কাহারও বিষয়ে ভীত নহেন; কারণ আপনি মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু সত্যরূপে ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিতেছেন; কৈসরকে কর দেওয়া বিধেয়
কি না? ১৫ আমরা দিব কি দিব না? তিনি তাহাদের কপটতা বুঝিয়া কহিলেন, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ? একটি দীনার মুদ্রা আনিয়া দেও, আমি দেখি। ১৬ তাহারা আনিল;

---

১৯২ দেখুন মার্ক ১:১১ পদ, ২য় শমূয়েল ৭:১৪এবং গীত ২:৭পদ।

১৯৩ আর একবার এটি প্রকাশ করছে যে, যীশু জানতেন যে যিহুদী নেতারা তার সঙ্গে প্রতারনা করবে এবং তাকে মেরে ফেলবে। (তারা যীশুকে রোমীয়দের কাছে হস্তান্তরের মাধ্যমে এটি সম্পাদন করেছে, যেন তিনি হত হন।

১৯৪ পিতা ঈশ্বর যীশুর অনুসারীদেরকেই দ্রাক্ষাক্ষেত্র দেবেন। এর মধ্যে যিহুদী ও পরজাতি উভয়ই আছে।

১৯৫এটি গীত ১১৮:২২ পদের উদ্ধৃতি। যে "পাথর" অগ্রাহ্য হয়েছে সে যীশু। তিনি একটি বড় পাথরের মত যা অবশ্যই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের প্রধান পাথর হিসেবে ব্যবহৃত হবে। "গাথকেরা" হচ্ছে যিহুদী নেতারা - যাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সত্যিকারের মন্দির নির্মাণে আগ্রহী হওয়া উচিৎ। কিন্তু যীশুর আগমনে তারা আনন্দ না করে বরং যীশুকে এই গাথকেরা "অগ্রাহ্য" করেছে। তারা তাকে সত্যিকারের মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুপোযোগী বলে মনে করেছেন। কিন্তু যদিও এই "পাথর" যিহুদী নেতাদের দ্বারা অগ্রাহ্য হলেও, ঈশ্বর তাকে গ্রাহ্য করেছেন ("এটিই প্রভু করছিলেন") এবং ঈশ্বরের প্রকৃত লোক তার গ্রহণ যোগ্যতায় আনন্দ করেছে। তারা ঘোষণা করেছে যে, "আমাদেরও দৃষ্টিতে এটিই বিস্ময়কর"। ১-৯ পদের উপমাটি হচ্ছে গীত ১১৮:২২ পদের সারসংক্ষেপ।

তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, এই মূর্ত্তি ও এই নাম কাহার? তাহারা বলিল, কৈসরের। ১৭ যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, কৈসরের যাহা যাহা,

কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের যাহা যাহা, ঈশ্বরকে দেও। তখন তাহারা তাঁহার বিষয়ে অতিশয় আশ্চর্য জ্ঞান করিল।[১৯৬]

১৮ পরে সদ্দূকীরা– যাহারা বলে, পুনরুত্থান নাই– তাঁহার কাছে আসিল, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ১৯ গুরু, মোশি আমাদের জন্য লিখিয়াছেন, কাহারও ভ্রাতা যদি স্ত্রী রাখিয়া মরিয়া যায়, আর তাহার সন্তান না থাকে, তবে তাহার ভাই তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আপন ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করিবে।[১৯৭] ২০ ভাল, সাতটি ভাই ছিল; প্রথম জন এক জন স্ত্রীকে বিবাহ করিল, আর সে সন্তান না রাখিয়া মরিয়া গেল। ২১ পরে দ্বিতীয় জন তাহাকে বিবাহ করিল, কিন্তু সেও সন্তান না রাখিয়া মরিল; ২২ তৃতীয় জনও তদ্রূপ। এইরূপে সাত জনই কোন সন্তান রাখিয়া যায় নাই; সকলের শেষে সেই স্ত্রীও মরিয়া গেল। ২৩ পুনরুত্থানে, যখন তাহারা উঠিবে, সে তাহাদের মধ্যে কাহার স্ত্রী হইবে? তাহারা সাত জনই ত তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। ২৪ যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "ইহাই কি তোমাদের ভ্রান্তির কারণ নয় যে, তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম"? ২৫ মৃতদের মধ্য হইতে উঠিলে পর লোকেরা ত বিবাহ করে না, এবং বিবাহিতাও হয় না, বরং স্বর্গে দূতগণের ন্যায় থাকে। ২৬ কিন্তু মৃতদের বিষয়ে, তাহারা যে উত্থিত হয়, এই বিষয়ে মোশির গ্রন্থে ঝোপের বৃত্তান্তে ঈশ্বর তাঁহাকে কিরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই?[১৯৮] তিনি বলিয়াছিলেন, ''আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর।"[১৯৯] ২৭ তিনি মৃতদের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিতদের। তোমরা বড়ই ভ্রান্তিতে পড়িয়াছ।[২০০]

২৮ আর অধ্যাপকদের এক জন নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে তর্ক বিতর্ক করিতে শুনিয়া, এবং যীশু তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোন্‌টি প্রথম? ২৯ যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটি এই, ''হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদেও ঈশ্বর প্রভু

---

১৯৬ যীশু দেখিয়েছেন যে, তিনি ঈশ্বরের বিরোধিতা করেননি এবং ঈশ্বর যে সমস্ত কতৃপক্ষকে বিভিন্ন অবস্থানে স্থাপিত করেছেন তাদেরও বিরোধিতা করেননি। যিহুদী নেতারা দল করে উভয়েরই বিরোধিতা করেছে।

১৯৭ এটি দ্বীতিয় বিবরণী ২৫:৫ পদের উদ্ধৃতি।

১৯৮ প্রথম শতাব্দীতে পদের কোন সংখ্যা ছিলনা। সে কারণে, যীশু সদ্দুকিদের কোন অধ্যায় কোন পদ খুলতে হবে বরং তিনি তাদের ঘটনার কোন অবংশ তিনি বলছেন তা বলেছেন।

১৯৯ "আমিই অব্রাহমের... ঈশ্বর" বলার মাধ্যমে যীশু প্রকাশ করেছেন যে, ঈশ্বর এখনও অব্রাহম, ইসহাক এবং যাকোবের ঈশ্বর। (দেখুন যাত্রা ৩:৬, ১৫ এবং প্রেরিত ৩:১৩ পদ)। এটি এখনও সত্যি। এই মুহূর্তেও ঈশ্বর হচ্ছেন অব্রাহম, ইসহাক এবং যাকোবের ঈশ্বর। যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের জন্য এবং তার উপরে তাদের বিশ্বাসের কারণে এখনও তারা তার আরাধনা করে।

২০০ এই সকল বির্তকের মাধ্যমে যিহুদী নেতারা দেখতে চেষ্টা করছে যে, যীশু ঈশ্বরের লোকদের ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য যোগ্য নন। যাহোক এই প্রশ্ন সমূহ প্রামাণ করে যে, তারা ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষাদানে যোগ্য নন এবং যীশুই ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে ধারনা রয়েছে।

একই প্রভু; ৩০ আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।"[২০১] ৩১ দ্বিতীয়টি এই, "তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।"[২০২] এই দুই আজ্ঞা হইতে বড় আর কোন আজ্ঞা নাই। ৩২ অধ্যাপক তাঁহাকে কহিল, বেশ, গুরু, আপনি সত্য বলিয়াছেন যে, তিনি এক, এবং তিনি ব্যতীত অন্য নাই; ৩৩ আর সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহাকে প্রেম করা এবং প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করা সমস্ত হোম ও বলিদান হইতে শ্রেষ্ঠ। ৩৪ তখন সে বুদ্ধিপূর্বক উত্তর দিয়াছে দেখিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য হইতে তুমি দূরবর্তী নও। ইহার পরে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আর কাহারও সাহস হইল না।[২০৩]

৩৫ আর ধর্মধামে উপদেশ দিবার সময়ে যীশু প্রসঙ্গ করিয়া বলিলেন,
অধ্যাপকেরা কেমন করিয়া বলে যে, খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান? ৩৬ দায়ূদ
নিজেই ত পবিত্র আত্মার আবেশে এই কথাকহিয়াছেন,
"প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস,
যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পদতলে না রাখি।"[২০৪]
৩৭ দায়ূদ নিজেই তাঁহাকে প্রভু বলেন, তবে তিনি কিরূপে তাঁহার সন্তান
হইলেন? আর সাধারণ লোকে আনন্দপূর্বক তাঁহার কথা শুনিত।[২০৫] অহঙ্কার
ও দানশীলতার বিষয়ে শিক্ষা ৩৮ আর তিনি আপন উপদেশের মধ্যে
তাহাদিগকে বলিলেন, অধ্যাপকদের হইতে সাবধান,তাহারা লম্বা লম্বা কাপড়
পরিয়া বেড়াইতে চায়, ৩৯ এবং হাট বাজারে লোকদের মঙ্গলবাদ,
সমাজগৃহে প্রধান প্রধান আসন এবং ভোজে প্রধান প্রধান স্থান ভাল বাসে।
৪০ এই যে লোকেরা বিধবাদের বাড়ীসুদ্ধ গ্রাস করে, আর ছলে

---

২০১ দ্বিতীয় বিবরণী ৬:৪-৫ এবং যিহোশূয় ২২: ৫ পদ দেখুন।

২০২ লেবিয় ১৯:১৮ পদ দেখুন।

২০৩ আর একজন অধ্যাপক যীশুকে একটি প্রশ্ন করেছেন ১২:২৮-৩৪ পদে। এই অধ্যাপক মনে হয় যেন যীশুর বিরোধিতা করছেন না। তাকে মনে হয় সে অন্য যিহুদী নেতাদের মত নয়, সত্যিকার একটি প্রশ্নের আসল উত্তর সে যীশুর কাছে পেতে চায়। যীশু তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরে ঐ অধ্যাপক সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং স্বীকার করেছেন যীশু খুব ভাল উত্তর দিয়েছেন। এই অধ্যাপকের ভাল এই সাক্ষ্য তাৎপর্যপূর্ণ। যীশু যে ব্যবস্থা সম্বন্ধে একজন বিশ্বাস্য শিক্ষক এই বিষয়ে যিহুদী নেতাদের মধ্য থেকে যে একজন স্বাক্ষী। তাকে আর কেউ কোন প্রশ্ন না করার সত্যিকার ভাবে প্রকাশ পায় তা হচ্ছে তিনি সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং তার শিক্ষা বিশ্বাস্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

২০৪ দেখুন গীত ১১০:১ এবং করন্থিয় ১৫:২৫-২৮ পদ।

২০৫ যিহুদী নেতাদের প্রশ্নের উত্তর হিসেবে ৩৫-৩৭ পদ উপস্থাপিত হয়নি। বরং ঈশ্বরের সত্যিকারের শিক্ষকের যা করা উচিত তিনি তাই করেছেন্। তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন। ঈশ্বরের লোকদের সত্যিকারের শিক্ষক হিসেবে। যীশু ঈশ্বরের বাক্য যথার্থ রূপে বোঝেন এবং উপযুক্ত ভাবে ঈশ্বরের লোকদের শিক্ষা দিচ্ছেন। তার শিক্ষা ঈশ্বরের লোকদের অন্তরে আনন্দ নিয়ে আসে (দেখুন ১২:৩৭ পদ)।

খ্রীষ্টের অনুসারিরা আজও যীশুর শিক্ষা লাভ করে। প্রেরিতদের মাধ্যমে আজকের ঈশ্বরের লোকদের যীশুর শিক্ষা পৌছান হয়েছে (দেখুন যোহন ১৪: ২৫-২৬ এবং ১৬:১২-১৫ পদ) আজকের ঈশ্বরের লোকেরা প্রথম খ্রীষ্টাব্দের লোকদের মত। মহানন্দে খ্রীষ্টের শিক্ষা গ্রহণ করে।

লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে, ইহারা বিচারে আরও অধিক দন্ড পাইবে।
৪১ আর তিনি ভান্ডারের সম্মুখে বসিয়া, লোকেরা ভান্ডারের মধ্যে কিরূপে মুদ্রা রাখিতেছে, তাহা দেখিতেছিলেন। তখন অনেক ধনবান তাহার মধ্যে বিস্তর মুদ্রা রাখিল। ৪২ পরে একটি দরিদ্র বিধবা আসিয়া দুইটি ক্ষুদ্র মুদ্রা তাহাতে রাখিল, যাহার মূল্য সিকি পয়সা। ৪৩ তখন তিনি আপন শিষ্যগণকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, ভান্ডারে যাহারা মুদ্রা রাখিতেছে, তাহাদের সকলের অপেক্ষা এই দরিদ্র বিধবা অধিক রাখিল; ৪৪ কেননা অন্য সকলে আপন আপন অতিরিক্ত ধন হইতে কিছু কিছু রাখিয়াছে, কিন্তু এ অনটনে থাকিয়াও যাহা কিছু ছিল, সমস্ত জীবনোপায় রাখিল।[২০৬]

---

২০৬ তুলনা করুন ৩৮-৪০ এবং ৪১-৪৪ পদ। ৩৮-৪০ পদে আমরা দেখি অধ্যাপকদের দূর্বল এ আত্মসেবার কাজ। ৪১-৪৪ পদে আমরা দেখি খ্রীষ্টের মহিমায় লোকদের সেবা। যীশু তার কাজের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, তিনি অধ্যাপকদের মত নন। ৩৯ পদে আমরা দেখি যে, অধ্যাপকেরা ভোজে উপাসনালয়ে শেরা আসন পেতে চেষ্টা করছে। ৪১ পদে আমরা দেখি যে, তিনি ধনাগারের বিপরীতে একটি সাধারন আসন গ্রহণ করেছেন যেখান থেকে তিনি ঈশ্বরের লোকদের দেখতে পান এবং তাদের ভাল কাজের প্রসংশা করেন। ৪০ পদে আমরা দেখি যে অধ্যাপকেরা বিধবার মহিমা যে ত্যাগ করেছে তার প্রসংশা করছেন। আবার মার্ক প্রাধান্য দিচ্ছেন ঈশ্বরের লোকদের শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনে যীশুর উপযুক্ততার উপর। যীশু হচ্ছেন সেই ভাববাদী যার বিষয়ে মোশি বলেছেন (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণী ১৮:১৫-১৯পদ)।

মার্ক ১৩ অধ্যায়[২০৭]

১ পরে ধর্মধাম হইতে বাহিরে যাইবার সময়ে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে
এক জন তাঁহাকে কহিলেন, হে গুরু, দেখুন, কেমন পাথর ও কেমন
গাঁথনি! ২ যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি এই সকল বড় বড় গাঁথনি
দেখিতেছ? ইহার এক খানি পাথর আর এক খানি পাথরের উপরে
থাকিবে না, সকলই ভূমিসাৎ হইবে।[২০৮] ৩ পরে তিনি জৈতুন পর্বতে
ধর্মধামের সম্মুখে বসিলে পিতর, যাকোব, যোহন ও আন্দ্রিয় বিরলে
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ৪ আমাদিগকে বলুন দেখি, এই সকল ঘটনা
কখন্ হইবে? আর এই সমস্তের

---

২০৭ এই অধ্যায়টি অত্যান্ত যত্তের সঙ্গে অধ্যায়ন করা প্রয়োজন। প্রেরিতদের বক্তব্য ও প্রশ্নের মধ্যে যীশুর বাক্য বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া যায়। **তার বাক্য তাদের বক্তব্য ও প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।** যদিও যীশু এই অধ্যায়ে ভবিষ্যতে কি ঘটবে সেই বিষয়ে কথা বলেছেন। এটা মনে রাখা জরুরী যে, তিনি প্রথম খ্রীষ্টাব্দের প্রেরিতদের সঙ্গে কথা বলেছেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, যা প্রথম খ্রীষ্টাব্দের প্রেরিতদের কাছে ভবিষ্যৎ তা আজকের প্রেরিতদের কাছে অতীত।

২০৮ এই অধ্যায়ের শুরু হয়েছে প্রেরিতদের মন্দিরের কাঠামের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্য দিয়ে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ভিত্তিতে মনে হয় যেন, প্রেরিতেরা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় এই জাগতিক যিরুশালেম মন্দির (এবং যিরুশালেমও) এখনও তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে বলে যীশুর কাছে পূনঃনিশ্চয়তা পেতে চাইছে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যিহুদীরা (এবং এভাবে ঐ সময়ের প্রেরিতেরা) মন্দিরকেই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান বলে বিবেচনা করে। তাদের কাছে এটি পৃথিবীর মহাগৌরবের কেন্দ্রস্থল। তারা কল্পনাও করতে পারে না যে এটি কখনও ধ্বংশ হতে পারে। পুরো মন্দিরে এবং মন্দিরের উঠানে ফলের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে কেননা এক রকম ভাবে মন্দির হওয়া উচিৎ ছিল এদন বাগানে। মন্দির হচ্ছে সেই স্থান যেখানে ঈশ্বর বাস করবেন বলে বলেছেন। এটা সেই স্থান যেখানে তার

আরাধনা হওয়া উচিৎ ছিল। এটা সেই স্থান যেখানে ক্ষমাশীলতা গর্বের সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া উচিৎ ছিল। এটা সেই স্থান যেথায় ভাল ফল হওয়া উচিৎ ছিল। ঈশ্বরের উপস্থিতির স্বাদ পেতে পরজাতিয়দের মন্দিরে আসা উচিৎ ছিল এবং ঈশ্বরের লোকেরা যে ভাল ফল উৎপন্ন করেছিল তা দেখে বিস্মিত হওয়া উচিৎ ছিল।

প্রেরিতেরা যখন সুন্দর মন্দির দেখেন তারা কোন ভাবেই কল্পনা করতে পারেনা যে যিরুশালেমের এ মন্দির কখনও ধ্বংশ হতে পারে। যদিও যীশুর কথা ও কাজ (মূলত শেষ দুই অধ্যায়ের) প্রেরিতদের মহা দূর্ভাবনায় ফেলেছে। কখনও কখনও তারা যীশুকে এমন কাজ করতে দেখেছেন যা যীশুকে মন্দিরের প্রতিস্থাপন বলে নির্দেশ করে (উদাহরণ স্বরুপ তিনি লোকদের পাপের ক্ষমা ও লোকদের সূচীতা ঘোষণা করেছেন - এগুলো সেই কাজ যা কেবল মন্দিরে হবার কথা)। যদিও প্রেরিতেরা তখনও এটা বুঝতে পারছেনা। মূলত তারা যা বুঝতে পারছে তা হল তিনি মন্দিরকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং ফলহীন পেয়েছেন। কিন্তু এক পদে মন্দিরের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে পুনঃনিশ্চয়তা দেননি। বরং তার পরিবর্তে তিনি বলেছেন যে যিরুশালেম মন্দির ধ্বংশ হবে। (এটা আক্ষরিক অর্থে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ হয়েছে)। মন্দির ধ্বংশের বিষয়ে যীশুর কথা প্রেরিতদের সম্পূর্ণ ভাবে বিস্মিত করেনি। তিনি তার শিক্ষায় (দেখুন ৪:২০-২৪পদ) এই বিষয়ে এর মধ্যেই ধারনা দিয়েছেন। এরপরে হয়ত প্রেরিতেরা স্বরণ করেছে যে, অতীতে ঈশ্বর মন্দিরের ধ্বংশ বা স্থানান্তর অনুমোদন করেছেন (দেখুন যিরমিয় ৭:১-১৪ পদ)। যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পূর্বে প্রেরিতেরা প্রকৃত পক্ষে বুঝতেই পারেনি যে, যীশুই হচ্ছেন নতুন মন্দির (দেখুন যোহন ২:১৮-২২ পদ)। সেই "স্থান" যেখানে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেতে লোকেরা আসবে এবং পাপের ক্ষমা পেয়ে তারা ঈশ্বরের আরাধনা করবে।

যীশুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই একটি ঘটনার মধ্যদিয়ে যীশু জাগতিক এ মন্দিরের ধ্বংশের যে কথা বলেছেন তা নিশ্চিত হয়েছে, "যে মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নীচে ছিড়ে দুভাগ হয়েছে" (মার্ক ১৫:৩৮পদ)।এভাবে যীশুর মৃত্যুর সময় কেউ হয়ত ভাববে যে মার্ক সম্পূর্ণ ভাবে যীশুর উপরে মনযোগ দিয়েছে। যিরুশালেম মন্দিরে যা ঘটেছে মার্ক তার পাঠকদেরকে সে বিষয়ে বলছেন। মার্ক পরিষ্কার ভাবে মার্ক বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে, যীশুর মৃত্যুই যিরুশালেম মন্দিরের মৃত্যু। মন্দিরের পর্দা ছিড়ে যাওয়া হচ্ছে স্বর্গীয় চিহ্ন যে, যিরুশালেম মন্দির আর সেই স্থান নয় যেখানে ঈশ্বরের লোকেরা তার আরাধনা করতে আসবে।

অনেক গুলো কারণেই এই অধ্যায়ে মন্দিরের ধ্বংসের বিষয়টি প্রয়োজনীয়। প্রথমত, এটা প্রয়োজন যেন প্রেরিতদের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন হয়। যদি তাদেরকে ঈশ্বরের সত্যিকারের ইস্রায়েলের "বংশ" সমূহের "মস্তক" হতে হয়, তবে তাদেরকে এই "যিরুশালেম" কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাপিয়ে এই "মন্দির" কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বৃদ্ধ হতে হবে। এখন এই অধ্যায়ে যীশুর কথার কারণে তারা "যিরুশালেম ছাপিয়ে" সমগ্র জাতি কেন্দ্রিক হতে পেরেছে এবং সমগ্র জাতিকে খ্রীষ্টের কাছে আনতে মননিবেশ করতে পেরেছে। এটা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে, তাদের লেখায় প্রেরিতেরা কখনই জাতি সমূহ গুরুত্ব প্রদান করেছেন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তারা এ বিষয়ে কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি কারণ তারা জানতেন যে, যিরুশালেম মন্দির (যখন তারা নতুন নিয়মের অধিকাংশ পত্র সমূহ লিখছেন তখনও ঠায় দারিয়ে আছে) কোন ভাবেই আর সত্যিকারের মন্দির নয়। তৎপরিবর্তে, তারা নতুন, শুদ্ধ ও চিরস্থায়ী মন্দির যীশুর দিকেই গুরুত্ব প্রদান করেছেন। **তারা গুরুত্ব প্রদান করেছেন জাতি সমূহকে যীশুর কাছে আনবার বিষয়টির উপর যিরুশালেম মন্দিরের উপর নয়।**

এসকল ছাপিয়ে, এ অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ কেননা, ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন যিরুশালেম মন্দির ধ্বংশপ্রাপ্ত হয় তখন ঈশ্বর পরাজিত হননি সেই সত্যই প্রকাশ করছে। বরং যিরুশালেম মন্দিরের এ ধ্বংশ ঈশ্বরের ক্ষমতাকেই প্রকাশ করে। তিনি তার শত্রুর বিচার করেছেন! এখানে যীশুর কথার কারণে, ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন মন্দির ধ্বংশপ্রাপ্ত হয় তখন প্রারম্ভিক মন্ডলীর বিশ্বাস দূর্বল হয়নি। বরং মন্ডলী বিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কেননা মন্দির সম্পর্কে যীশুর বাণী সিদ্ধ হয়েছে।

সিদ্ধি নিকটবর্তী হইবার চিহ্নই বা কি?[২০৯] ৫ যীশু তাঁহাদিগকে বলিতে
লাগিলেন, দেখিও কেহ যেন তোমাদিগকে না ভুলায়। ৬ অনেকে আমার
নাম ধরিয়া আসিবে,
বলিবে, আমিই সেই, আর অনেক লোককে ভুলাইবে।[২১০] ৭ কিন্তু
তোমরা যখন যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনিবে, তখন ব্যাকুল হইও
না; এই সকল অবশ্যই ঘটিবে, কিন্তু তখনও শেষ[২১১] নয়। ৮ কারণ
জাতির বিপক্ষে জাতি, ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে। স্থানে স্থানে

ভূমিকম্প হইবে; দুর্ভিক্ষ হইবে; এই সকল যাতনার আরম্ভ মাত্র।[২১২] ৯ তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান। লোকে[২১৩] তোমাদিগকে বিচারসভায় সমর্পণ করিবে, এবং তোমরা সমাজগৃহে প্রহারিত হইবে; আর আমার জন্য তোমরা দেশাধ্যক্ষ ও রাজাদের কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইবে। ১০ আর অগ্রে সর্বজাতির কাছে সুসমাচার প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।[২১৪] ১১ কিন্তু লোকে যখন তোমাদিগকে সমর্পণ করিতে লইয়া যাইবে, তখন কি বলিবে, অগ্রে সেই জন্য ভাবিত হইও না; বরং সেই দন্ডে যে কথা তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে, তাহাই বলিও; কেননা তোমরাই যে কথা বলিবে, তাহা নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মাই বলিবেন। ১২ তখন ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে মৃত্যুতে সমর্পণ করিবে; এবং সন্তানেরা আপন আপন মাতাপিতার বিপক্ষে উঠিয়া তাহাদিগকে বধ করাইবে। ১৩ আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে; কিন্তু যে কেহ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকিবে,

---

২০৯ চার পদে প্রেরিতদের প্রশ্নটি দুই পদে যীশুর কথার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। তার মন্দির ধ্বংশের বিষয়ে জিজ্ঞাস করেছে। তারা জানতে চাচ্ছে কখন এ মন্দির ধ্বংশ হবে এবং এর চিহ্ন খুজছে যা তাদেরকে এই ধ্বংশের পূর্বাভাষ দেবে।

২১০ যীশু বলেছেন যে, মন্দির ধ্বংশের পূর্বে অনেক "ভাক্ত" খ্রীষ্ট উপস্থিত হবে। এই ভাক্ত খ্রীষ্টরা নিজেদেরকে ইস্রায়েলের "ত্রাণকর্তা" বলে উপস্থাপন করবে। তারা বলবে যে "আমিই খ্রীষ্ট"। এটা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে, যীশু তার জাগতিক এ জীবন কালের পরিচর্য্যায় এটি করেননি। বরং তিনি সুযোগ দিয়েছেন তার করা চিহ্নকার্য্য যেন নিজেরাই নিজেদের জন্য কথা বলে (দেখুন যোহন ২০:৩০-৩১পদ), সত্যিকারের চিহ্ন সমূহ হচ্ছে পুরাতন নিয়মের চিহ্ন। যদিও ভাক্ত খ্রীষ্টরা মিথ্যা কথা বলে এবং নকল চিহ্ন ব্যবহার করে, যারা সত্যকে ভালবাসতে আগ্রহী নয় তাদেরকে প্রতারিত করতে।

২১১ এই অধ্যায়ানুযায়ী "শেষ" নির্দেশ করে বিদ্রোহী যিরুশালেম ও ফলহীন মন্দিরের সমাপ্তি উপস্থিত। লক্ষ্য করুন যীশু কিন্তু বলছেন না যে এখানেই সময়

"শেষ"। স্বরণ করুন, চার পদে প্রেরিতেরা যে প্রশ্ন করেছে তা যিরুশালেম মন্দিরের ধ্বংশের বিষয়।

২১২ আবার যীশু প্রেরিতদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। তিনি বিভিন্ন চিহ্নের তালিকা করেছেন যা জাগতিক এ মন্দিরের ধ্বংশ নিকটবর্তী তা নির্দেশ করে। ঠিক যে ভাবে একজন মায়ের প্রসববেদনা উঠে ঠিক শিশু জন্ম দেওয়ার অল্প সময় আগে ঠিক তেমনি মন্দিরের সত্যিকারের ধ্বংসের পূর্বে মন্দির বেদনার্ত হবে।

২১৩ "তারা শব্দটি এখানে যিহুদী নেতাদেরকে নির্দেশ করছে।

২১৪ এর অর্থ এই নয় যে, মন্দির ধ্বংসের পূর্বে পৃথিবীর সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার পৌছাতে হবে। সম্ভবত এর অর্থ হল এই যে, "জানা" পৃথিবীর শেষ। অন্যভাবে বলা যায়, যীশু ঐ সময়ের সভ্য জগতের বিষয় বলছেন (রোমীয় সম্রাজ্য)।

সেই পরিত্রাণ পাইবে।[২১৫]
১৪ পরন্ত যখন তোমরা দেখিবে, ধ্বংসের সেই ঘৃণার্হ বস্তু যেখানে দাঁড়াইবার নয়, সেখানে দাঁড়াইয়া আছে– যে পাঠ করে, সে বুঝুক,[২১৬]
তখন যাহারা যিহূদিয়াতে থাকে, তাহারা পাহাড় অঞ্চলে পলায়ন করুক;
এবং যে কেহ ছাদের উপরে থাকে, ১৫ সে গৃহ হইতে জিনিসপত্র লইবার জন্য নিচে না নামুক ও তাহার মধ্যে প্রবেশ না করুক; ১৬ এবং যে কেহ ক্ষেত্রে থাকে, সে আপন বস্ত্র লইবার নিমিত্ত পশ্চাতে ফিরিয়া না যাউক। ১৭ হায়, সেই সময় গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী নারীদের সন্তাপ!
১৮ আর প্রার্থনা করিও, যেন ইহা শীতকালে না হয়। ১৯ কেননান তৎকালে এইরূপ ক্লেশ উপস্থিত হইবে, যেরূপ ক্লেশ ঈশ্বরের কৃত সৃষ্টির আদি অবধি এই পর্যন্ত কখনও হয় নাই, কখন হইবেও না। ২০ আর প্রভু যদি সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া না দিতেন,
তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পাইত না; কিন্তু তিনি যাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন, সেই

মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া দিলেন।[২১৭]
২১ আর তৎকালে যদি কেহ তোমাদিগকে বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট
এখানে, কিম্বা দেখ, ওখানে, তোমরা বিশ্বাস করিও না। ২২ কেননা
ভাক্ত খ্রীষ্টেরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা উঠিবে, এবং নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত
লক্ষণ দেখাইবে, যেন, যদি হইতে পারে, তবে মনোনীতদিগকেও
ভুলায়।[২১৮] ২৩ কিন্তু তোমরা সাবধান থাকিও। দেখ, আমি পূর্বেই
তোমাদিগকে সকলই জানাইলাম।[২১৯] ২৪ আর সেই সময়ে, সেই
ক্লেশের পরে, সূর্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জ্যোচ্ছনা দিবে না, ২৫ আকাশ
হইতে তারাগণের পতন হইবে, ও আকাশমন্ডলের পরাক্রম সকল

---

২১৫ শাস্ত্রের একটি সাধারন বিষয় হচ্ছে শেষের কাল। খ্রীষ্টের একজন সত্যিকার অনুসারীর একটি চিহ্ন হচ্ছে যে, তারা শেষ কালে বিশ্বাস করে (দেখুন কলসীয় ১:২৩ এবং ইব্রীয় ১০:২৩-৩৯ পদ) যারা এ বিশ্বাস ত্যাগ করেছে তারা আসল বিশ্বাসী নয়।

২১৬ মার্ক চেয়েছেন যেন তার পাঠকেরা যেন যত্নের সঙ্গে দানিয়েল পুস্তকে উল্লেখিত বিষয়ের বিবেচনা করে (দেখুন দানিয়েল ১১:৩১ এবং ১২:১১ পদ)। আর যেন বুঝতে পারে যে, এই ঘটনা গুলো যখন ঘটেছে তখন তাদের অবশ্যই পালাতে হবে। তারা যেন মন্দির বা নগর রক্ষার চেষ্টা করতে সেখানে না থাকে।

২১৭ ঈশ্বর তার "মনোনীত" দের যত্ন নেন। তিনি তাদেরকে প্রতারিত হতে বা ধ্বংশ হতে দেবেন না (দেখুন মার্ক ১৩:২০,২২ এবং ২৭ পদ)। মন্দির ধ্বংশের পূর্বে খ্রীষ্টের বাক্য যিরুশালেমে অবস্থিত "মননীতদের" মহা শান্তি দিয়েছে। তার বাক্যের কাজ হচ্ছে আজকে তার "মনোনীতদের" মহা শান্তি প্রদান করা।

২১৮ এর অর্থ হল এই যে, মননীতদের ধ্বংশ করা সম্ভব নয়। যীশুর সাবধান বানী হচ্ছে মননীতদের ধ্বংশের থেকে রক্ষার একটি উপায়।

২১৯ প্রেরিতদের প্রতি যীশুর সাবধান বানী। তিনি চাননি যে তারা ধ্বংশ হোক। তিনি চেয়েছেন যেন তারা তাদের কাজ করে। আজকের মন্ডলীর জন্য তার এ সাবধান বানী প্রযোজ্য। তিনি চেয়েছেন যেন মন্ডলী নিরাপত্তার জন্যে তার বাক্য যত্নের সঙ্গে শোনে।

বিচলিত হইবে।[২২০] ২৬ আর তখন লোকেরা দেখিবে, মনুষ্যপুত্র মহাপরাক্রম ও প্রতাপের সহিত মেঘযোগে আসিতেছেন।[২২১] ২৭ তখন তিনি দূতগণকে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীর সীমা অবধি আকাশের সীমা পর্যন্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন।[২২২]
২৮ আর ডুমুরগাছ হইতে দৃষ্টান্ত শিখ; যখন তাহার শাখা কোমল হইয়া পত্র বাহির করে, তখন তোমরা জানিতে পাও গ্রীষ্মকাল সন্নিকট; ২৯ সেইরূপ তোমরা ঐ সকল ঘটনা দেখিলেই জানিতে পারিবে, তিনি সন্নিকট, এমন কি, দ্বারে উপস্থিত। ৩০ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,

---

২২০ ফরীষীরা হচ্ছে ২৪-২৫ পদের লোকদের মত ("সূর্য্য রক্ত হয়ে যাবে" "চাঁদ আর আলো দেবেনা" "তারা আকাশ থেকে খশে পরবে") পুরাতন নিয়মের ভাববানী পুস্তক সমূহে এ কথা গুলো বর্ণীত হয়েছে। এ পদ সমূহে আক্ষরিক অর্থেই সুর্য্য রক্ত হয়ে যাবে এবং আকাশ থেকে তারা পৃথিবীতে খশে পরবে তা বলা হয়নি। বরং এই পদ সমূহ ঈশ্বরের বিরোধিতাকারী পরাক্রমিক রাজ্য সমূহের উপরে নেমে আশা অসাধারন বিচারের বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা শেষ বিচারের বর্ণনার ভাষা (উদাহরণ স্বরুপ দেখুন যোয়েল ২:১০, ২:৩০-৩১, ৩:১৫ এবং আমোষ ৮:৯পদ)। মার্ক ১৩ অধ্যায়ে ছল পূর্বক ঈশ্বরের যে শত্রুদের বিচার ভোগ করার বিষয় বর্ণীত হয়েছে তারা আশেরিয় বা বাবিলিয় নয়। ঈশ্বরের শত্রু হল ঐ মন্দির এবং যিরুশালেম। যিরুশালেম এবং মন্দিরটি "বাবিলে" পরিনত হয়েছে। সেই কারণেই তাদের বিচারিত হতে হবে। আরও দেখুন মথি ২৩ অধ্যায় (বিশেষত মথি ২৩: ৩৭-৩৯পদ) এবং লূক ১৩:৬-৯ পদে উল্লেখিত উপমা।

২২১ "আসছে" শব্দটির সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকদের "দ্বিতীয় আগমন" এর বিষয়ে ভাবায় না। মনে রাখুন এই অধ্যায়টি মন্দির ধ্বংশের বিষয় নিয়ে রচিত। খ্রীষ্টের "দ্বিতীয় আগমন" এর বিষয় নয় (অবশ্যই যীশু মার্কে এমন কিছুই বলেননি এ সময়ে যে প্রেরিতেরা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে)। এই অধ্যায়ে "আসছে" শব্দটি বিদ্রহী যিরুশালেম এবং ফলহীন মন্দিরের বিরুদ্ধে বিচার করতে সত্যিকারের

রাজার "আগমনের" বিষয় প্রকাশ করেছে। ৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যে পাঠকেরা বাস করছে তারা জানুক য়ে, বিচারটি হয়ে গেছে প্রথম শতাব্দীতে।

"মনুষ্যপুত্র" পদবীটি ব্যবহারের মাধ্যমে, যীশু "আসছে" শব্দটিকে দানিয়েল ৭:১৩ পদে মনুষ্যপুত্রের "আগমন" কে বর্ণনা করতে যে ভাবে "আসছে" শব্দটি ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এখানে দানিয়েল খ্রীষ্টের "দ্বিতীয় আগমন" কে নির্দেশ করছেন না। তিনি নির্দেশ করছেন যে, মনুষ্যপুত্র সমস্ত কতৃত্ব গ্রহণ করতে আসছেন। পরবর্তীতে যীশু প্রেরিতদেরকে বলছেন যে, জাগতিক যিরুশালেম মন্দির এবং যিরুশালেমের বিচার করতে রাজা হিসেবে কখন তিনি "আসছেন"। মার্ক ১৪:৬১-৬২ পদে মহাযাজককে যে উত্তর দিয়েছেন এই ব্যাখ্যা তার সঙ্গে একদম মানিয়ে গেছে। "মহাযাজক তাকে আবার প্রশ্ন করেছে, তুমিই কি খ্রীষ্ট, আর্শিবাদের পুত্র? আর যীশু উত্তরে বল্লেন, "আমিই, আর তোমরা মনুষ্যপুত্রকে ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিয়ে থাকিতে এবং মেঘ যোগে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিবে।" যীশু এখানে দানিয়েল ৭:১৩ পদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যীশু শেষ কালে এ জগতে তার দ্বিতীয় আগমনের বিষয় বলছেন না ঐ বিষয়টি এখনও ভবিষ্যৎ) কিন্তু যিরুশালেম মন্দির ও যিরুশালেমের বিরুদ্ধে মনুষ্যপুত্রের "আগমন" এর বিষয় বর্ণনা করছেন।

২২২ "স্বর্গদূত" শব্দটি "সংবাদবাহক" অর্থটিও প্রকাশ করে। এটা সম্ভবত নির্দেশ করে যে, ঈশ্বরের "সংবাদ বাহকদের সমস্ত পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে, ঈশ্বরের "মননীতদেরকে" জর করতে (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণী ৩০: ১-৪ এবং যিশাইয় ৪৩ : ৫-৬ পদ)। যারা যীশুর সুসমাচার প্রচার করে তারাই হচ্ছে এই পদে উল্লেখিত সংবাদ বাহক। তারাই হচ্ছে সেই ব্যক্তি যারা "চারিবায়ূ হইতে" ঈশ্বরের মননীতদেরকে একত্রে জর করবে।

যে পর্যন্ত এই সমস্ত সিদ্ধ না হইবে, সেই পর্যন্ত এই কালের লোকদের লোপ হইবে না।[২২৩] ৩১ আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে,[২২৪] কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না।

৩২ কিন্তু সেই দিনের বা সেই দন্ডের তত্ত্ব[২২৫] কেহই জানে না; স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন। ৩৩ সাবধান, তোমরা জাগিয়া থাকিও ও প্রার্থনা করিও; কেননা সেই সময় কবে হইবে, তাহা জান না।[২২৬] ৩৪ কোন ব্যক্তি যেন আপন গৃহ ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া প্রবাস করিতেছেন; আর তিনি আপন দাসদিগকে ক্ষমতা দিয়াছেন, প্রত্যেকের কার্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, এবং দ্বারীকে জাগিয়া থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। ৩৫ অতএব তোমরা জাগিয়া থাকিও, কেননা গৃহের কর্তা কখন আসিবেন, কি সন্ধ্যাকালে, কি দুই প্রহর রাত্রিতে, কি মোরগ ডাকিবার সময়ে, কি প্রাতঃকালে, তোমরা তাহা জান না ৩৬ তিনি হঠাৎ আসিয়া যেন তোমাদিগকে নিদ্রিত না দেখিতে পান। ৩৭ আর আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, তাহাই সকলকে বলি, জাগিয়া থাকিও।

---

২২৩ এটি মন্দির ধ্বংশের আর একটি নির্দেশক যে বিষয়ে যীশু বলছেন। ভাববাদী যেমন (আবার দেখুন দ্বিতীয় বিবরণী ১৮:১৫-১৯ পদ) ভাববানী করে যে "এই প্রজন্ম" (অন্যভাবে বলা যায় যে, প্রথম শতাব্দিতে যীশু যখন এই কথা বলছেন তখন যে লোকেরা জীবিত ছিল) শেষ হবেনা যতখন না এই বচন পূর্ণ হয়। আবার যীশু সম্ভবত সেই লোকদের কথাই বলছেন যারা তার কথা বলার সময় জীবিত ছিল।

২২৪ যীশু এ কথা বলছেন যে, তোমরা স্বর্গ ও মর্তের উপরে যত নির্ভর কর তার থেকে বেশী আমাতে নির্ভর করতে পার। আসল ঘটনা হল তার এই বাক্য পূর্ণ হয়েছে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যা আজকের ঈশ্বরের লোকদের মহা শান্তি দেয়। তারা তাদের ভাববাদীদের উপর নির্ভর করতে পারে, তিনি এখন ঈশ্বরের নুতন লোকদের উপর রাজত্ব করছেন।

২২৫ এই অধ্যায়ের এই অংশে যীশু যিরুশালেম মন্দির ধ্বংশের দিন বা সময়কে নির্দেশ করেছেন (যা প্রথম শতাব্দীতে পূর্ণ হয়েছে)। যীশু চাচ্ছেন যে প্রেরিতেরা ইস্রায়েলের অবস্থা দেখে মনে দূশ্চিন্তা গ্রস্থ না হন বরং তার কাজে যেন ব্যস্ত থাকে। যে সকল নতুন "খ্রীষ্ট" বা লোকদের প্রতারনা করছে তাদেরকে তারা অনুসরণ করবে না। তাদের মন্দির বা যিরুশালেমকে "রক্ষার " কোন চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই। মন্ডলী গঠনে তাদের ব্যস্ত থাকা প্রয়োজন। প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণীই প্রমাণ পত্র যে, তারা যীশুর বাক্যে বাধ্য হয়েছে।

২২৬ এটি আবার নির্দেশ করে যে, মনুষ্যপুত্র কখন মন্দিরের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য "আসবেন"।

মার্ক ১৪ অধ্যায়

১ দুই দিন পরে নিস্তারপর্ব ও তাড়ীশুন্য রুটির পর্ব;[২২৭] এমন সময়ে
প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা, কিরূপে তাঁহাকে কৌশলে ধরিয়া বধ
করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতেছিল। ২ কেননা তাহারা বলিল,
পর্বের সময়ে নয়, পাছে লোকদের মধ্যে গন্ডগোল হয়। ৩ যীশু যখন
বৈথনিয়াতে কুষ্ঠরোগী শিমোনের বাটীতে ছিলেন, তখন তিনি ভোজনে
বসিলে এক জন স্ত্রীলোক শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে বহুমূল্য আসল
জটামাংসীর তৈল লইয়া আসিল; সে পাত্রটি ভাঙ্গিয়া তাঁহার মস্তকে তৈল
ঢালিয়া দিল। ৪ কিন্তু উপস্থিত কোন কোন ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া পরস্পর
কহিল, তৈলের এইরূপ অপব্যয় হইল কেন? ৫ *এই তৈল ত বিক্রয়
করিলে* তিন শত সিকিরও অধিক পাওয়া যাইত, এবং তাহা দরিদ্রদিগকে
দিতে পারা যাইত।[২২৮] আর তাহারা সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি বিরক্তি
প্রকাশ করিল। ৬ কিন্তু যীশু কহিলেন, ইহাকে থাকিতে দেও, কেন
ইহাকে দুঃখ দিতেছ? ৭ এ আমার প্রতি সৎকার্য করিল। কেননা
দরিদ্রেরা তোমাদের কাছে সর্বদাই আছে; তোমরা যখন ইচ্ছা কর,
তাহাদের উপকার করিতে পার; কিন্তু আমাকে সর্বদা পাইবে না। ৮ এ
যাহা করিতে পারিত, তাহাই করিল;

---

২২৭ দেখুন নিস্তারপর্ব এবং তাড়িশুন্য রুটির পর্বের বিষয় প্রথম কথা হয়েছে ১২ এবং ১৩ অধ্যায়ে। নিখুদ মেষ শাবক উৎসর্গ করা হচ্ছে নিস্তার পর্বে কেন্দ্রীয় বিষয় যেন এর মৃত্যুতে ঈশ্বরের ক্রোধ তাদেরকে "অতিক্রম করা যায়" তারা রক্ষা পেয়ে বাচে। যাত্রা পুস্তকে এ কাহীনি সকল লোকের ক্ষেত্রে কার্য্যকর হয়নি। বরং এটি শুধু তাদের জন্য কার্য্যকর হয়েছে যারা মেষশাবকের রক্তে আচ্ছাদিত হয়েছে। তাড়িশুন্য রুটির পর্ব পালিত হয় ঘড় থেকে সকল তাড়ি দূর করে কেবল "তাড়িশুন্য" রুটি ভোজনের মধ্য দিয়ে। নিস্তারপর্ব ও তাড়িশুন্য রুটির পর্ব উভয়ই অত্যান্ত প্রতিকী পর্ব। নিস্তার পর্ব তার লোকদেরকে খ্রীষ্টের মৃত্যু সম্পর্কে পূর্বাভাস

দেয় এবং তাড়িশুন্য রুটির পর্ব খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টিয়ানদের যে পাপহীন জীবন যাপন করবে তার পূর্বাভাস দেয় (দেখুন করিন্থীয় ৫:৭পদ)।

লক্ষ্য করুন মার্ক কত বার নিস্তার পর্বের কথা উল্লেখ করেছেন এই অধ্যায়। এটা তাৎপর্য্য পূর্ণ যে, মার্ক এই স্থানের পূর্ব পর্যন্ত যিহুদীদের অন্য কোন পর্বের বিষয় উল্লেখ করেনি এই পুস্তকে। মার্ক খ্রীষ্টের মৃত্যু ও নিস্তার পর্বকে একত্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি চেয়েছেন যেন তার পাঠকেরা নিস্তার পর্বের বিষয় মাথায় রেখে খ্রীষ্টের মৃত্যুর বিষয় পাঠ করে।

২২৮ একজন সাধারন শ্রমিকের সারাদিনের পারিশ্রমিক হচ্ছে এক দিনের।

অগ্রে আসিয়া সমাধির উপলক্ষে আমার দেহে সুগন্ধি তৈল ঢালিয়া দিল।[২২৯] ৯ আর আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, সমুদয় জগতে যে কোন স্থানে সুসমাচার প্রচারিত হইবে, সেই স্থানে ইহার স্মরণার্থে ইহার এই কর্মের কথাও বলা যাইবে।[২৩০]

১০ পরে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা, সেই বারো জনের মধ্যে এক জন, প্রধান যাজকদের নিকটে গেল, যেন তাহাদের হস্তে যীশুকে সমর্পণ করিতে পারে। ১১ তাহারা শুনিয়া আনন্দিত হইল, এবং তাহাকে টাকা দিতে স্বীকার করিল; তখন সে কোন্ সুযোগে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল।[২৩১]

১২ তাড়ীশুন্য রুটির পর্বের প্রথম দিন, যে দিন নিস্তারপর্বের মেষশাবক বলিদান করা হইত, সেই দিন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে বলিলেন, আমরা কোথায় গিয়া আপনার জন্য নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করিব? আপনার ইচ্ছা কি? ১৩ তখন তিনি আপন শিষ্যদের মধ্যে দুই জনকে পাঠাইয়া

দিলেন, বলিলেন, তোমরা নগরে যাও, এমন এক ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে পড়িবে, যে এক কলশী জল লইয়া আসিতেছে;

---

২২৯ যীশুর অভিষেককে কেন্দ্র করে যে বিষয় সমূহ রয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন মার্ক। তিনি বর্ণনা করেছেন, কোন ধরনের পাত্র ব্যবহৃত হয়েছে, কেমন সুগন্ধি তেল ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঐ সুগন্ধি তেলের মূল্য কত। মার্ক তার বর্ণনাতে সাধারনত ঘটনার এত বিস্তারিত বর্ণনা দেননি। মার্কের বিস্তারিত বর্ণনা হচ্ছে তার পাঠকদের জন্য যীশুর এ অভিষেক বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ যে বিষয়ের নির্দেশক। এই পদ সমূহে যীশুর দেহের এই বিশেষ মূল্য অনুধাবন করে তার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ঢেলে দিয়েছে, যেন সে খ্রীষ্টের মহামূল্য দেহকে সমাধির জন্য প্রস্তুত করতে পারে। মার্ক লক্ষ্য করেছেন যে, কিছু লোকেরা মহিলার কাজটি দেখেছে কিন্তু তারা খ্রীষ্টের মহামূল্য দেহকে দেখতে পাচ্ছেনা। তারা অন্য বিষয় দেখছে, (ঠিক দরিদ্রদের দেবার মত) যা খ্রীষ্টের দেহের থেকেও মূল্যবান। যীশু যদিও বলছেন যে, এই মহিলা অত্যান্ত চমৎকার কাজ করেছে। সে ১২:৪১-৪৪ পদে বর্ণীত বিধবার মত "যে দুটি শিকি দান করেছে", সে তার সর্বস্ব দান করেছে ঈশ্বরের আরাধনা যেথায় হয়েছে সেই স্থানকে অভিষেক করতে (যে বিধবা মন্দিরকে অভিষিক্ত করেছে, সেই মহিলা যীশুকে নতুন মন্দিরকে অভিষিক্ত করেছে)। এই মহিলা তার বহুমূল্য সুগন্ধি সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছে খ্রীষ্টের দেহের বহুমূল্যতার কারণে এবং তার প্রতি তার ভালবাসার কারণে। ঠিক একই রকম ভাবে ঐ বিধবা যেমন মন্দিরে অন্য যে কেউ থেকে বেশী বুঝতে পেরেছিল মন্দিরের মহামূল্য, এই মহিলাও ঘড়ের অন্য যে কেউর থেকে বেশী বুঝতে পেরেছিল খ্রীষ্টের মহামূল্যের বিষয়। এই উভয় ঘটনাই প্রকাশ করছে যে সকল লোকেরা খ্রীষ্টের বহুমূল্য দেহ রুপ সম্পদকে সঞ্চয় করতে পারে। খ্রীষ্টের দেহ রুপ সম্পদের সঞ্চয় করতে ব্যর্থ হওয়া হচ্ছে মহাপাপ।

এটা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে, এই ঘটনায় নিস্তার পর্ব পালনের উদ্দেশ্যে লোকেরা যখন তাদের মেষশাবক প্রস্তুত করে ঠিক সেই সময়ই যীশুর দেহকে "প্রস্তুত" করার অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে।

মার্ক ১১:২ পদের গর্দভশাবক এর মত, সুগন্ধি তেলের পাত্রকে তার পবিত্র কাজের উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

২৩০ যীশু সারা পৃথিবীতে সুসমাচার ছড়িয়ে যাওয়ার বিষয় ভাববানী করছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, সে সমস্ত জায়গাতে সুসমাচার প্রচারিত হবে সেখানে এই

মহিলার বিষয় বলা হবে। তার এই কাজের কথা সকলকে বলা হবে কারণ সকলে যারা খ্রীষ্টের কাছে এসেছে তাদের জন্য খ্রীষ্টের দেহের বহুমূল্য সঞ্চয় এবং কি ভাবে তারা জীবন যাপন করবে সে বিষয়ে এই মহিলা হচ্ছেন আদর্শ। এই মহিলার কাজকে সেই ধনী ব্যক্তির কাজের সঙ্গে তুলনা করুন যে ব্যক্তি তার জাগতিক সম্পদকে খ্রীষ্টের থেকে বেশী মূল্যবান মনে করেছে (মার্ক ১০:১৭-৩১ পদ)। ঐ লোক "দুঃখার্থ হয়ে চলে গেছে" এই মহিলা দুঃখার্থ হয়নি বরং যীশু তার কাজের প্রশংসা করেছেন। এটা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে, যদিও যীশুর প্রতি তার ভালোবাসার কারণে সে নির্যাতীত হয়েছে। যারা যীশুকে ভালবাসে তারা সকলেও নির্যাতীত হবে (২ তিমথীয় ৩:১২পদ)।

২৩১ এই পদ সমূহ প্রমাণ করে যে, মহাযাজকেরা ঈশ্বরকে অনুসরণ করছে না। বরং এর পরিবর্তে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধির সঙ্গে নিবির ভাবে কাজ করছে। এটি আরও একটি সূত্র যে যাজকত্ব দুর্নীতিগ্রস্থ এবং এর প্রতিস্থাপন প্রয়োজন।

১৪ তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইও; আর সে যে বাটীতে প্রবেশ করে, সেই বাটীর কর্তাকে বলিও, গুরু বলিতেছেন, যেখানে আমি আমার শিষ্যগণের সহিত নিস্তারপর্বের ভোজ ভোজন করিতে পারি, আমার সেই অতিথিশালা কোথায়? ১৫ তাহাতে সেই ব্যক্তি তোমাদিগকে উপরের একটি সুসজ্জিত প্রশস্ত কুঠরি দেখাইয়া দিবে,[২৩২] সেই স্থানে আমাদের জন্য প্রস্তুত করিও। ১৬ পরে শিষ্যেরা প্রস্থান করিয়া নগরে গেলেন, আর তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ দেখিতে পাইলেন; পরে তাঁহারা নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করিলেন।[২৩৩]
১৭ পরে সন্ধ্যা হইলে তিনি সেই বারো জনের সহিত উপস্থিত হইলেন। ১৮ তাঁহারা বসিয়া ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে যীশু বলিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমাদের এক জন আমাকে সমর্পণ করিবে, সে আমার সহিত ভোজন করিতেছে। ১৯ তখন তাঁহারা দুঃখিত হইলেন, এবং একে একে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ২০ সে

কি আমি? তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, এই বারো জনের মধ্যে এক জন, যে আমার সঙ্গে ভোজনপাত্রে হাত ডুবাইতেছে, সেই। ২১ কেননা মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমন লিখিত আছে, তেমনি তিনি যাইতেছেন; কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যাহার দ্বারা মনুষ্যপুত্র সমর্পিত হন। সেই মনুষ্যের জন্ম না হইলে তাহার পক্ষে ভালই ছিল।[২৩৪]
২২ তাঁহারা ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি রুটি লইয়া আশীর্বাদপূর্বক ভাঙ্গিলেন এবং তাঁহাদিগকে দিলেন,[২৩৫] আর কহিলেন, তোমরা লও, ইহা আমার শরীর। ২৩ পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদপূর্বক তাঁহাদিগকে দিলেন,

---

২৩২ মার্ক ১১:২ পদে গর্দভশাবক এবং মার্ক ১৪:৩ পদে সুগন্ধি তেলের পাত্র যেমন "আলাদা করে" রাখা হয়েছে ও যীশুর জন্য ব্যবহারের "অপেক্ষায়" আছে।

২৩৩ আবারও মার্ক এখানে যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন তার প্রতি লক্ষ্য করুন। এটাই মার্কের পাঠকদের জন্য তার চিহ্ন যে এই বিষয়টি অত্যান্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। নিস্তার পর্বের ভোজ প্রস্তুত নিয়ে যীশুর বিশেষ উদ্বিগ্ন হওয়াই (তিনি আগেই প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন) এই ভোজের সময় যে মহা তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে সেই বিষয়ে পাঠকদের প্রস্তুত করে (বিশেষ ভাবে দেখুন ২২-২৫ পদ)।
নিস্তার পর্ব সেই রাতের স্বরণে পালন করা হয় কারণ সে রাতে কলঙ্ক মুক্ত মেষশাবক উৎসর্গের মাধ্যমে "সহায়ক " (যে ঈশ্বরের ক্রোধ কার্যকর করে দেখুন যাত্রা ১২:২৩ পদ) ইস্রায়েলের লোকদের অতিক্রম
করে গেছে।

২৩৪ খ্রীষ্টের খুব কাছের এক বন্ধুর বিশ্বাস ঘাতকতা হচ্ছে অগাধ দূর্বলতার অপরাধ এবং চরম শাস্তিই তার প্রাপ্য। মার্ক ৩:১৯ পদে প্রথম যিহুদার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও তার বিষয় গীতসংহিতায় অনেকবার উদ্ধৃতি করা হয়েছে (দেখুন গীত ৪১:৯, ৬৯:২৫ এবং ১০৯:১-১৫ পদ আরও দেখুন যীশুর বাক্য যোহন ১৩:১৮-১৯ এবং পিতরের কথা প্রেরিত ১:২০ পদ)। এই গীত সমূহ কাব্যিক ভাবে বলা হয়েছে এবং কাব্যিক ভাবেই খ্রীষ্টের দুঃখভোগ, বিশ্বাস ঘাতকতা, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান পালিত হয়েছে। গীতসংহিতা পুস্তকটি হাজার বছর ধরে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত অনুসারীরা ব্যবহার করে আসছে যেন তারা খ্রীষ্টের দুঃখভোগ

সম্পর্কে ভালভাবে বুঝতে চিনতে এর থেকে সাহায্য পায় এবং যেন সাহায্য পায় ভালভাবে বুঝতে ও চিনতে যে তার দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে যে মহিমা তিনি পেয়েছেন।

২৩৫ মার্ক ৫০০০ ও ৪০০০ লোককে খাওয়ানো সময় যে শব্দ ব্যবহার করেছে তারই প্রতিধ্বনি হচ্ছে এখানে মার্কের ব্যবহৃত শব্দে। মার্কের শব্দ চয়নের উপর ভিত্তি করে এটা প্রতিয়মান হয় যে, পাঠকেরা যেন এ খাওয়ানোর ঘটনা সমূহের সঙ্গে এই ভোজের সম্পর্ক তৈরী করে। এখানে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, ঈশ্বরের লোকদের "খাওয়াতে" ঈশ্বরের পুত্রের দ্বারা "ভাঙ্গার" প্রয়োজন ছিল। যে রুটি ভাঙ্গা হয়েছিল ৫০০০ ও ৪০০০ লোককে খাওয়ানোর সময় এবং এই রাতে তা হল খ্রীষ্টের ভাঙ্গা দেহের প্রতিচ্ছবি। খ্রীষ্টের দেহ ব্যতিরেখে আর কোন রুটিই নাই যা ঈশ্বরের লোকদের জীবন দেয় ও তৃপ্ত করে।

এবং তাঁহারা সকলেই তাহা হইতে পান
করিলেন। ২৪ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইহা আমার রক্ত, নূতন নিয়মের রক্ত,[২৩৬] যাহা অনেকের জন্য পাতিত হয়। ২৫ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে দিন আমি ঈশ্বরের রাজ্যে ইহা নূতন ভাবে পান করিব, সেই দিন পর্যন্ত আমি দ্রাক্ষাফলের রস আর কখনও পান করিব না।[২৩৭]
২৬ পরে তাঁহারা গীত গান করিয়া[২৩৮] বাহির হইয়া জৈতুন পর্বতে গেলেন। ২৭ তখন যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সকলে বিঘড়ব পাইবে; কেননা লেখা আছে, "আমি পালরক্ষককে আঘাত করিব, তাহাতে মেষেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িবে।"[২৩৯] ২৮ কিন্তু উঠিলে পর আমি তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইব।[২৪০] ২৯ পিতর তাঁহাকে কহিলেন, যদিও সকলে বিঘড়ব পায়, তথাপি আমি পাইব
না।[২৪১] ৩০ যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, তুমিই আজ, এই রত্রিতে, মোরগ দুই বার ডাকিবার পূর্বে, তিন বার

আমাকে অস্বীকার করিবে। ৩১ কিন্তু তিনি অতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে বলিতে লাগিলেন, যদি আপনার সহিত মরিতেও হয়,

---

২৩৬ এটা একটি ভোজ যা একটি "নিয়ম" কে স্বরণ করে পালিত হচ্ছে (ঠিক একটি বিবাহ ভোজের মত)। যীশু এখানে যে "নিয়ম" টির উদ্বোধন করেছেন এই রাত্রিতে, অন্য জায়গায় তাকে "নতুন নিয়ম" বলা হয়েছে (দেখুন লূক ২২:২০, ১ করিন্থীয় ১১:২৫-২৬, ২য় করিন্থীয় ৩:৬, এবং ইব্রীয় ৮:১৩ পদ)। এ "নতুন নিয়ম" স্থাপন প্রেরিতদেরকে বিস্মিত করেনি। পুরাতন নিয়মে এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে (দেখুন যিরমিয় ৩১:৩১-৪০ পদ)। ঠিক যেমনি ভাবে একটি বিবাহ অনুষ্ঠান সদ্য বিবাহিত দম্পতিদের জীবনে একটি নতুন "যুগের" সূচনাকে তাৎপর্য্যপূর্ণ করে তোলে ঠিক তেমনি এই নতুন নিয়মের ভোজ যারা এতে অংশ নিয়েছে তাদের জীবনে একটি নতুন যুগের সূচনাকে তাৎপর্য পূর্ণ করে তোলে। কেননা "পুরাতন নিয়ম" যীশুর মৃত্যুও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে এর কার্যকারীতা হারিয়েছে।

২৩৭ যীশু তার এই বাক্য ও কাজের মাধ্যমে একটি উৎসবের উদ্বোধন করেছেন যা আজও চলছে এবং এটি সেই দিন পর্যন্ত চলবে যে দিন "ঈশ্বরের রাজ্য" এটি পূর্ণ হবে। এটি একটি ছোট ভোজ যা আরও বড় ভোজের প্রত্যাশা করছে। সেই মহা ভোজের দিন পর্যন্ত খ্রীষ্ট আর দ্রাক্ষারস পান করবেননা। মন্ডলী খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরে ভিত্তি করে স্থাপিত নতুন নিয়ম পালন করে এবং তারা নতুন নিয়মের অংশগ্রহণ কারী হিসেবে আনন্দ করে। যখন তারা এই ভোজের অনুষ্ঠান করে তখন তারা স্বীকার করে যে, প্রভু যীশুর ভাঙ্গা দেহ ও রক্ত স্রোতের মাধ্যমে তারা জীবন পেয়েছে। এসব ছাপিয়ে তারা ঘোষণা করেছে যে, তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে ও একে অন্যের সঙ্গে একতাবদ্ধ আছেন খ্রীষ্টের ভাঙ্গা দেহ ও রক্ত স্রোতের কারণে। (দেখুন ১ করিন্থীয় ১০:১৪-২২ এবং ১ করিন্থীয় ১১:১৭-৩৪ পদ)।

২৩৮ এই রাতে যিহুদীরা গীত ১১৩-১১৮ পর্যন্ত গান করে। যীশু তার পুনরুত্থানের পরে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এ গীত তার দুঃখভোগ এবং দুঃখভোগের ফলশ্রুতিতে যে মহিমা প্রবাহিত হচ্ছে সে বিষয়ে বলে (দেখুন লূক ২৪:৪৪ পদ) প্রেরিতেরা খ্রীষ্ট ও সুসমাচার সংক্রান্ত গীত গান করে।

২৩৯ সখরিয় ১৩:৭ পদ দেখুন, বাক্যটি লক্ষ্য করুন, "আমি পালি রক্ষককে আঘাত করব"। ঈশ্বর হলেন সেই ব্যক্তি যিনি যীশুর প্রতি এটা করছেন। (দেখুন গীত ২২:১৫, ৬৯:২৬, ১১৮: ১৮ এবং যিশাইয় ৫৩: ৪, ১০ পদ)।

২৪০ যীশু অবিরত প্রেরিতদেরকে তার পুনরুত্থানের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যদিও ঐ সময়ে তারা তার কথা বোঝেনি, কিন্তু তার মৃত্যুর পরে পবিত্র আত্মার সাহায্যে (দেখুন যোহন ১৪:২৫-২৬ পদ) তার বাক্য স্মরণ করতে সক্ষম হবে। পুনরুত্থানের পূর্বেই পুনরুত্থান সম্পর্কে যীশুর বাক্য তাদের মধ্যে খ্রীষ্ট এবং তার বাক্যের প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি করবে।

২৪১ যীশু পিতরের কথা থেকে শাস্ত্রের কথাতেই বেশি নির্ভর করেন।

কোন মতে আপনাকে অস্বীকার করিব না।[২৪২] অন্য সকলেও তদ্রূপ কহিলেন।

৩২ পরে তাঁহারা গেৎশিমানী নামক এক স্থানে আসিলেন; আর তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি যতক্ষণ প্রার্থনা করি, তোমরা এখানে বসিয়া থাক। ৩৩ পরে তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, এবং অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ৩৪ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হইয়াছে; তোমরা এখানে থাক, আর জাগিয়া থাক। ৩৫ পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া ভূমিতে পড়িলেন, এবং এই প্রার্থনা করিলেন, যদি হইতে পারে, তবে যেন সেই সময় তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যায়। ৩৬ তিনি কহিলেন, আব্বা, পিতঃ, সকলই তোমার সাধ্য; আমার নিকট হইতে এই পানপাত্র দূর কর; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক।[২৪৩] ৩৭ পরে তিনি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর তিনি পিতরকে কহিলেন, শিমোন, তুমি কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছ? এক ঘণ্টাও কি জাগিয়া থাকিতে তোমার শক্তি হইল না?

৩৮ তোমরা জাগিয়া থাক ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দূর্বল। ৩৯ আর তিনি পুনরায় গিয়া সেই কথা বলিয়া প্রার্থনা করিলেন। ৪০ পরে তিনি আবার আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; কারণ তাঁহাদের চক্ষু বড়ই ভারী হইয়া পড়িয়াছিল, আর তাঁহাকে কি উত্তর দিবেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। ৪১ পরে তিনি তৃতীয়বার আসিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, এখন তোমরা নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর; যথেষ্ট হইয়াছে; সময় উপস্থিত, দেখ, মনুষ্যপুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত হন। ৪২ উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ করিতেছে, সে নিকটে আসিয়াছে।[২৪৪]

৪৩ আর তিনি যখন কথা কহিতেছেন, তৎক্ষণাৎ যিহূদা, সেই বারো জনের এক জন, আসিল, এবং তাহার সঙ্গে অনেক লোক খড়্গ ও যষ্টি লইয়া প্রধান যাজকদের, অধ্যাপকগণের ও প্রাচীনবর্গের নিকট হইতে আসিল। ৪৪ যে তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছিল, সে পূর্বে তাহাদিগকে এই সঙ্কেত বলিয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সেই ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাহাকে ধরিয়া সাবধানে লইয়া যাইবে। ৪৫ সে আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, রব্বি; আর তাঁহাকে আগ্রহপূর্বক চুম্বন করিল। ৪৬ তখন তাহারা তাঁহার উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে ধরিল। ৪৭ কিন্তু যাহারা পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন আপন খড়্গ খুলিয়া মহাযাজকের দাসকে আঘাত করিল, তাহার একটি কান কাটিয়া ফেলিল। ৪৮ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যেমন দস্যু ধরিতে যায়, তেমনি কি তোমরা খড়্গ ও যষ্টি লইয়া আমাকে ধরিতে আসিলে? ৪৯ আমি প্রতিদিন ধর্মধামে তোমাদের নিকটে থাকিয়া উপদেশ দিয়াছি, তখন ত আমায় ধরিলে না; কিন্তু শাস্ত্রের বচনগুলি

---

২৪২ পিতর তিনবার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেছে এর আসল সত্য হচ্ছে এটি প্রমাণ করে যে, যীশু এটাই দুঃখভোগ করছেন। তার সঙ্গে আর কেউ

নেই। কোন কেউই কোন ভাবে তার বোঝা হালকা করছে না। (দেখুন গীত ২২:১১ পদ)।

২৪৩ খ্রীষ্ট নিদারুন শারীরিক যন্ত্রনার মধ্যে আছেন। তিনি ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের পাপভার বহন করছেন। যে যন্ত্রণা তিনি ভোগ করছেন তা তাকে হত্যা করার জন্য যথেষ্ট। (দেখুন যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়)।

২৪৪ আবারও আমরা দেখি যে, খ্রীষ্ট একাই দুঃখভোগ করছেন। তিনি তার প্রেরিতদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাননি। তার একমাত্র আশ্রয় স্থল হলেন পিতা ঈশ্বর।

সফল হওয়া আবশ্যক।[২৪৫] ৫০ তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন।

৫১ আর, এক জন যুবক উলঙ্গ শরীরে একখানি চাদর জড়াইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল; ৫২ তাহারা তাহাকে ধরিল, কিন্তু সে সেই চাদরখানি ফেলিয়া উলঙ্গই পলায়ন করিল।[২৪৬]

৫৩ পরে তাহারা যীশুকে মহাযাজকের নিকটে লইয়া গেল; তাঁহার সঙ্গে প্রধান যাজকগণ, প্রাচীনবর্গ ও অধ্যাপকেরা সকলে সমবেত হইল। ৫৪ আর পিতর দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশচাৎ ভিতরে, মহাযাজকের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত গেলেন, এবং পদাতিকদের সহিত বসিয়া আগুন পোহাইতে লাগিলেন।

৫৫ তখন প্রধান যাজকগণ ও সমস্ত মহাসভা যীশুকে বধ করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না। ৫৬ কেননা অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিল বটে, কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্য মিলিল না। ৫৭ পরে কয়েক জন দাঁড়াইয়া তাঁহার বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া কহিল, ৫৮ আমরা উহাকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি, আমি এই হস্তকৃত মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আর তিন দিনের মধ্যে অহস্তকৃত আর এক মন্দির নির্মাণ করিব।[২৪৭] ৫৯ ইহাতেও তাহাদের সাক্ষ্য মিলিল না। ৬০ তখন মহাযাজক মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি

কি কিছুই উত্তর দিবে না? তোমার বিরুদ্ধে ইহারা কি সাক্ষ্য দিতেছে? ৬১ কিন্তু তিনি নীরব রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। আবার মহাযাজক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, পরমধন্যের পুত্র? [২৪৮] ৬২ যীশু কহিলেন, আমি সেই; আর তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে ও আকাশের মেঘসহ আসিতে দেখিবে।[২৪৯] ৬৩ তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন, আর স্বাক্ষীতে

---

২৪৫ যীশু বলছেন যে, যা কিছু তার প্রতি ঘটছে এর সকলই (পুরাতন নিয়মে) শাস্ত্রে ভাববানী রূপে আছে। পুরাতন নিয়মের অন্যতম মূল বিষয় হচ্ছে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ এবং দুঃখভোগের পরবর্তী মহিমার অনুসরণের বিষয়। দেখুন লূক ২৪:২৫-২৭, ২৪:৪৪-৪৮, এবং ১ পিতর ১:১০-১২পদ।

২৪৬ "যুবক" এর ঘটনাটি কেবল মার্ক সুসমাচারেই স্থান পেয়েছে। এটিও সাক্ষ্য দেয় যে প্রেরিতেরা ছাড়া অন্যান্য লোকেরাও এই ঘটনার স্বাক্ষী। এই যুবকও খ্রীষ্টকে পরিত্যাগকারী প্রেরিতদের মত। এই যুবক সম্ভবত মার্ক নিজে।

২৪৭ আবার লক্ষ্য করুন মন্দিরের ধ্বংশ (ও প্রতিস্থাপন) বিষয়টির প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মার্ক সুসমাচারের এটি একটি মৌলিক বিষয় হিসেবে রয়েছে।

২৪৮ মহাযাজকের কথায় প্রকাশ পায় যে, তিনি জানেন যীশু তার কথায় ও কাজের মাধ্যমে নিজেকে খ্রীষ্ট বলে দাবী করছেন।

২৪৯ যীশু মহাযাজককে উত্তর দিয়েছেন "আমিই" বলে। তিনি তার উত্তরের মাধ্যমে ঈশ্বরের মহাপবিত্র নামে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন (দেখুন যাত্রা ৩:১৩-১৬ এবং ৬:২-৮পদ)।
যীশু আবার ৬২ পদে দানিয়েল ৭:১৩-১৪ পদের ভাববানী "মনুষ্যপুত্র" উদ্ধৃত্বি করছেন। এই অবংশটি মার্ক সুসমাচারে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যীশু শুধুই মহা যাজকের সঙ্গে কথা বলছেন না। যখন তিনি বলেছেন তোমরা খ্রীষ্টকে বিচার করতে আসতে দেখবে তিনি তখন তার সকল উপস্থিত শত্রুর উদ্দেশ্যেই বলছেন ("তোমরা" বহুবচন)। এর অর্থ এই নয় যে, তার শত্রুরা তার দ্বিতীয় আগমন প্রত্যক্ষ করবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে যে, তারা তাদের নিজ চোখে খ্রীষ্টকে

তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে বলে প্রমাণ করতে দেখবে। ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন মন্দির ধ্বংশ হয়েছে তখন এটি ঘটেছে।

আমাদের কি প্রয়োজন? ৬৪ তোমরা ত ঈশ্বরনিন্দা শুনিলে; তোমাদের কি বিবেচনা হয়? তাহারা সকলে তাঁহাকে দোষী করিয়া বলিল, এ মরিবার যোগ্য।[২৫০] ৬৫ তখন কেহ কেহ তাঁহার গাঁয়ে থু দিতে লাগিল, এবং তাঁহার মুখ ঢাকিয়া তাঁহাকে ঘুষি মারিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, ভাববাণী বল না? পরে পদাতিকগণ প্রহার করিতে করিতে তাঁহাকে গ্রহণ করিল।

৬৬ পিতর যখন নিচে প্রাঙ্গণে ছিলেন, তখন মহাযাজকের এক দাসী আসিল; ৬৭ সে পিতরকে আগুন পোহাইতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তুমিও ত সেই নাসারতীয়ের, সেই যীশুর, সঙ্গে ছিলে। ৬৮ কিন্তু তিনি অস্বীকার করিয়া কহিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি জানিও না, বুঝিও না। পরে তিনি বাহির হইয়া ফটকের নিকটে গেলেন, আর মোরগ ডাকিয়া উঠিল। ৬৯ কিন্তু দাসী তাঁহাকে দেখিয়া, যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগকেও বলিতে লাগিল, এই ব্যক্তি তাহাদের এক জন। ৭০ তিনি আবার অস্বীকার করিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে, যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, আবার তাহারা পিতরকে বলিল, সত্যই তুমি তাহাদের

এক জন, কেননা তুমি গালীলীয় লোক। ৭১ কিন্তু তিনি অভিশাপপূর্বক শপথ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা যে ব্যক্তির কথা বলিতেছ, তাহাকে আমি চিনি না। ৭২ তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বার মোরগ ডাকিয়া উঠিল; তাহাতে যীশু এই যে কথা বলিয়াছিলেন, 'মোরগ দুই বার ডাকিবার পূর্বে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবে,' তাহা পিতরের

মনে পড়িল; এবং তিনি সেই বিষয় চিন্তা *করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।*[২৫১]

---

২৫০ মহাযাজক তার বিরুদ্ধে "ঈশ্বর নিন্দা" র অভিযোগ এনেছে। এটা প্রমাণ করে যে, যীশুর এই সময়ে যিরুশালেমে সেবাকারী যাজকেরা দূর্নিতী গ্রস্থ ছিল। খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ঈশ্বর নিন্দার অভিযোগ এনে, মহাযাজক মহাশাস্তি যোগ্য বিশেষ আপরাধ করেছে।

২৫১ খ্রীষ্টের দুঃখভোগের কারণ সকল মানুষ এমন কি তার বন্ধুরাও। পিতরের খ্রীষ্টকে অস্বীকার করা মহা পাপ। খ্রীষ্ট এমন কি এই পাপের জন্যও দুঃখভোগ করেছেন। খ্রীষ্টকে পিতরের অস্বীকার করা, তার জীবনে পরিত্রাণের কাজ সাধন করেছে। এই রাতে তার অহঙ্কারের সমস্যা মাত্র সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে। এই রাতের পরে সে আর কখনও বিতর্ক করেনি যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ। সে জানে যে সে তা নয়।

অপরাধ করিয়াছে?[২৫৬] কিন্তু তাহারা অতিশয় চেঁচাইয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দেও। ১৫ তখন পীলাত লোকসমূহকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে তাহাদের জন্য বারাব্বাকে মুক্ত করিলেন, এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন।[২৫৭]

১৬ পরে সৈন্যেরা প্রাঙ্গণের মধ্যে, অর্থাৎ রাজবাটীর ভিতরে, তাঁহাকে লইয়া গিয়া সমস্ত সেনাদলকে ডাকিয়া একত্র করিল। ১৭ পরে তাঁহাকে বেগুনিয়া কাপড় পরাইল, এবং কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মাথায় দিল, ১৮ আর তাঁহার বন্দনা করিয়া বলিতে লাগিল, যিহূদী রাজ, নমস্কার! ১৯ আর তাঁহার মস্তকে নল দ্বারা আঘাত করিল, তাঁহার গায়ে থু দিল, ও হাঁটু পাতিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।[২৫৮] ২০ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার পর তাহারা ঐ বেগুনিয়া কাপড় খুলিয়া তাঁহার নিজের কাপড় পরাইয়া দিল। পরে তাহারা ক্রুশে দিবার জন্য তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেল।

২১ আর শিমোন নামে এক জন কুরীণীয় লোক পল্লীগ্রাম হইতে সেই পথ দিয়া আসিতেছিল, সে সিকন্দরের ও রূফের পিতা,[২৫৯] তাহাকেই তাহারা যীশুর ক্রুশ বহিবার জন্য বেগার ধরিল। ২২ পরে তাহারা তাঁহাকে গলগথা নামক স্থানে লইয়া গেল; এই নামের অর্থ 'মাথার খুলির স্থান'। ২৩ আর তাহারা তাঁহাকে গন্ধরসে মিশ্রিত দ্রাক্ষারস দিতে চাহিল; কিন্তু তিনি গ্রহণ করিলেন না।[২৬০] ২৪ পরে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিল, এবং তাঁহার বস্ত্র সকল অংশ করিয়া লইল; কে কি লইবে, ইহা স্থির করিবার জন্য গুলিবাঁট করিল।[২৬১] ২৫ তৃতীয় ঘটিকার সময় তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিল। ২৬ আর তাঁহার উপরে দোষ সূচক

---

২৫৬ পিলাত নিশ্চিত করেছে যে, যীশু মৃত্যুযোগ্য কোন পাপ করেননি। পিলাতের সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় যে, যীশু তার নিজের পাপের জন্য মরছেন না। তিনি অন্যদের পাপের জন্য মরছেন।

২৫৭ মার্ক ৬-১৫ পদে ইচ্ছে করেই যীশুকে বারাব্বা নামের লোকটির সাথে তুলনা করছেন তিনি চাচ্ছেন যে, তার পাঠকেরা একত্রে যেন দুজনের জীবন

পর্যালোচনা করে। এই দুই জনের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেওয়া হবে ও অন্য জনকে মেরেফেলা হবে। বারাব্বার মরা উচিৎ। সে দোষি। সে বিদ্রোহী ও খুনী। যীশুর বেচে থাকা উচিৎ। সে নির্দোষ। যদিও অপরাধি ব্যক্তির পরিবর্তে নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। যীশু বারাব্বার প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করেছেন। যীশুর মৃত্যুর কারণে, বারাব্বা মুক্তি লাভের সুযোগ পেয়েছে। সুসমাচারের একটি ক্ষুদ্র নমুনা এটি। খ্রীষ্টের কাছে বিশ্বাসে যারা আসে তারা সকলেই এই বারাব্বার মত। তারা সকলেই অপরাধি কিন্তু যীশু তাদের পরিবর্তে মরেছেন। আবার দেখুন প্রেরিত ৩:১৩-১৫পদ।

২৫৮ যীশুকে জাগতিক একজন রাজা বলে সৈন্যরা ঠাট্টা বিদ্রুপ করছে কিন্তু যীশু অন্য রাজাদের মত নন। যখন স্বর্গীয় যোদ্ধা তার লোকদের জন্য যুদ্ধ করছেন, তখন আসল রাজা লোক সাধারনের থেকে কতটা মহৎ তা প্রকাশের জন্য রাজকীয় পোষাক পরেননা। বরং লোকদের আঘাত নিজে গ্রহণ করে দেখান যে তিনি তাদেরই একজন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। আসল রাজাকে নির্লজ্জ ভাবে চাবুক মারা হয়েছে, তার পিঠে রক্তাক্ত ক্ষত করা হয়েছে, আর তাকে থেতলান হয়েছে এবং মুখে থুতু দেয়া হয়েছে। এত জমকাল "পোষাক" আর কোন রাজা কখনও পরিধান করেননি। কাব্যিক ভাবে আদি ৪৯:১১পদ ও যিশাইয় ৬৩:১-৩পদে খ্রীষ্টের "রাজকীয় পোষাকের" বর্ণনা করা হয়েছে।

২৫৯ মার্কের কথায় মনে হয় যেন তিনি নির্দেশ করছেন যে, তার প্রথম পাঠকেরা হয়ত ব্যক্তিগত ভাবে আলেকজান্ডার ও রুফাসকে চিন্ত। এই দুজন লোক ক্রুশটি বহনের ক্ষেত্রে তাদের বাবাদের সংশ্লিষ্টতার কারণে ক্রুশারোপণের অতিরিক্ত "সাক্ষ্যি"।

২৬০ দেখুন গীত ৬৯:২১ পদ।

২৬১ দেখুন গীত ২২:১৮ পদ।

এই অধিলিপি লিখিত হইল,
'যিহূদীদের রাজা'। ২৭ আর তাহারা তাঁহার সহিত দুই জন দস্যুকে ক্রুশে দিল, এক জনকে তাঁহার দক্ষিণে, এক জনকে তাঁহার বামে। ২৮ আর যে সকল লোক সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা মাথা

নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল, [২৬২] ২৯ ওহে, তুমি না মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুল! ৩০ আপনাকে রক্ষা কর, ক্রুশ হইতে নাম। [২৬৩] ৩১ আর সেইরূপ প্রধান যাজকেরাও অধ্যাপকদের সহিত আপনাদের মধ্যে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিত, ৩২ আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না; খ্রীষ্ট, ইস্রায়েলের রাজা, এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আইসুক, দেখিয়া আমরা বিশ্বাস করিব। আর যাহারা তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাও তাঁহাকে তিরস্কার করিল।

৩৩ পরে বেলা ছয় ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল। [২৬৪] ৩৪ আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চরবে ডাকিয়া কহিলেন, এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী; অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই, 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ'? [২৬৫] ৩৫ তাহাতে যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই কথা শুনিয়া বলিল, দেখ, ও এলিয়কে ডাকিতেছে। ৩৬ আর, এক জন দৌড়াইয়া একখানি স্পঞ্জে সির্কা ভরিয়া তাহা নলে লাগাইয়া তাঁহাকে পান করিতে দিয়া কহিল, থাক, দেখি, এলিয় উহাকে নামাইতে আইসেন কি না। [২৬৬] ৩৭ পরে যীশু উচ্চ রব ছাড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ৩৮ তখন মন্দিরের তিরস্করিণী উপর হইতে নিচ পর্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল। [২৬৭] ৩৯ আর

---

২৬২ দেখুন গীত ২২:৭ পদ এবং ১০৯: ২৫ পদ।

২৬৩ আবার যীশুর মৃত্যু মন্দির ধ্বংশের সঙ্গে এক সুতায় বাঁধা।

২৬৪ তাৎপর্য্য পূর্ণ সত্য ঘটনা হল দেশের উপর অন্ধকার নেমে এসেছিল। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের বক্তব্য অনুযায়ী "অন্ধকার" হচ্ছে ঈশ্বরের বিচারের চিহ্ন আবার (দেখুন মার্ক ১৩: ২৪-২৫ পদ)। পাঠকদের জানা প্রয়োজন যে, ঈশ্বরের বিচারের একটি চিহ্ন আকাশে দেখা গেছে কেননা এই সময়ে ঈশ্বর দূর্বলতার উপরে তার বিচার ঢেলে দিচ্ছেন। এটা যেন মনে হচ্ছে সৃষ্টি উল্টে

গেছে। আমরা অনাসৃষ্টি দেখছি। ঈশ্বর এটি করেছেন যীশুর উপর তার ক্রোধ বর্তানোর মাধ্যমে। তিনি তার নতুন সৃষ্টির কাজ শুরু করবেন খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সঙ্গে।

২৬৫ গীত ২২অধ্যায়ের প্রথম পদ যীশু এখানে উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি শুধু একটি পদের বিষয় ভাবছেন না। যীশু নিশ্চিত ভাবে প্রায় সম্পূর্ণ গীতটির বিষয় ভাবছেন। এই গীত সম্বন্ধে মার্কে পূর্ববর্তী উদ্ধৃতি অনুযায়ী, এটা স্পষ্ট যে, মার্ক চেয়েছেন তার পাঠকেরা যেন গীত ২২ কে যীশুর মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত বলে দেখে।

২৬৬ এখানে ৩৫-৩৬ পদ প্রাকশ করছে যে, যারা ক্রুশারোপণ দেখছে তারা দ্বিধান্বীত। তারা বুঝতে পারছেনা কি ঘটছে, এমনকি যীশু যখন তাদেরকে গীত ২২ এর দিকে নির্দেশ করছেন - এটি একটি গীত যা স্পষ্ট ভাবেই খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ (ও পুনরুত্থান) সম্পর্কে বলে। আগামী দিনে তারা প্রেরিতদের মুখে শুনবে, কি ঘটছে তার বিস্তারিত বিবরণ। দেখুন প্রেরিত ২:১৪-৩৬, ৩:১১-২৬ এবং ৪:১-২২ পদ।

২৬৭ যীশুর মৃত্যুর প্রায় শেষ মূহুর্তে মার্ক ক্রুশারোপন থেকে তার দৃষ্টি মন্দিরের দিকে নিবদ্ধ করেছেন। তিনি চাচ্ছেন যেন তার পাঠকেরা জানতে পারে যে, যীশুর মৃত্যুর এ শেষ মূহুর্তে মন্দিরের পর্দা চিড়ে দুভাগ হয়েছে। এটি কোন কাকতালীয় বিষয় নয়। মার্ক চেয়েছেন যেন তার পাঠকেরা যীশুর মৃত্যুকে মন্দিরের পর্দা চিড়ে যাওয়ার সঙ্গে যুক্ত করে। সত্য ঘটনা হল পর্দা উপর থেকে নিচের দিকে চিড়ে দুভাগ হয়েছে তা প্রকাশ করে যে, স্বর্গের একজন যিনি পর্দা চিড়ে দুভাগ করেছেন। এই চিড়ে যাওয়া হচ্ছে মন্দিরের পরিচর্য্যা যুগের সূচনার চিহ্ন। যখন লোকেরা সাহসের সঙ্গে খ্রীষ্টের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করবে। পর্দা "চিড়ে যাওয়ার" বিষয়ে মার্কেও বক্তব্য দেখুন মার্ক ১:১০পদে।

যে শতপতি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি যখন দেখিলেন যে, যীশু এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন কহিলেন, সত্যই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।[২৬৮]

৪০ কয়েক জন স্ত্রীলোকও দূরে থাকিয়া দেখিতেছিলেন; তাহাদের মধ্যে মগ্দলীনী মরিয়ম, ছোট যাকোবের ও যোশির মাতা মরিয়ম এবং শালোমী ছিলেন; ৪১ যখন তিনি গালীলে ছিলেন, তখন ইঁহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিতেন। আরও অনেক স্ত্রীলোক সেখানে ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে যিরূশালেমে আসিয়াছিলেন।

৪২ পরে সন্ধ্যা হইলে, সেই দিন আয়োজন দিন অর্থাৎ বিশ্রামবারের পূর্বদিন বলিয়া,

৪৩ অরিমাথিয়ার যোষেফ নামক এক জন সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী আসিলেন, তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করিতেন; তিনি সাহসপূর্বক পিলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিলেন।[২৬৯] ৪৪ কিন্তু যীশু যে এত শীঘ্র মরিয়া গিয়াছেন, ইহাতে পীলাত আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন, এবং সেই শতপতিকে ডাকাইয়া, তিনি ইহার মধ্যেই মরিয়াছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন; ৪৫ পরে শতপতির নিকট হইতে জানিয়া যোষেফকে দেহটি দান করিলেন।[২৭০] ৪৬ যোষেফ একখানি চাদর কিনিয়া তাঁহাকে নামাইয়া ঐ চাদরে জড়াইলেন,এবং শৈলে ক্ষোদিত এক কবরে রাখিলেন; পরে কবরের দ্বারে একখানি পাথর গড়াইয়া দিলেন। ৪৭ তাঁহাকে যে স্থানে

রাখা হইল, তাহা মগ্দলীনী মরিয়ম ও যোশির মাতা মরিয়ম দেখিতে পাইলেন।[২৭১]

---

২৬৮ এটা অত্যান্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ যে, একজন পরজাতির "পাপী" ঠিক যীশুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এবং মন্দিরের পর্দা চিড়ে যাওয়ার পরে ভাব্বানী বলেছেন যে, "যীশুই ঈশ্বরের পুত্র"। পর্দার উদ্দেশ্য ছিল অপবিত্র লোকদের ঈশ্বরের উপস্থিতি দেখা বা প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখা। পর্দা চিড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একজন পরজাতি বিশ্বাসের চোখ দিয়ে ঈশ্বর পুত্র কে "দেখছে" এবং তার মহা গৌরব করেছে। মার্ক সুসমাচারে (মার্ক ১:১ পদে মার্ককে বাদ দিয়ে) সেই একমাত্র ব্যক্তি

যে যীশুর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এ উপাধি ব্যবহার করেছে। পর্দা "চিড়ে যাওয়া" অন্ধের চোখ খুলে দিয়েছে "ঈশ্বর পুত্র" উপাধিটির কারণে, মার্ক ১:১ পদ দেখুন।

২৬৯ যোষেফকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, "ঈশ্বরের রাজ্য খুজছে"। ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতি তার এ আকাঙ্খাই তাকে খ্রীষ্টের দেহের কাছে নিয়ে এসেছে। ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তার এ আকাঙ্খাই হচ্ছে তার মহাসভার অন্য সদস্যদের অনুরূপ না হওয়ার কারণ। সে যীশুকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছে এবং "সাহস করে পিলাতের কাছে গিয়ে যীশুর দেহ চেয়েছে"। সিমিয়ন (লূক ২:২৫-৩৫ পদ) এবং হান্না (লূক ২:৩৬-৩৮ পদ) যে বর্ণনা দিয়েছেন এটি তার অনুরুপ ঘটনা। ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তাদের আকাঙ্খাই যোসেফের মত রাজার কাছে নিয়ে এসেছে তাদেরকে!

২৭০ যীশু মরেছেন এই ঘটনাকে মার্ক প্রাধান্য দিয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের লোক যীশুর মৃত্যুর স্বাক্ষী, পরজাতিয় এক শতপতি, যিহুদী নারী, যিহুদী মহাসভার এক সদস্য এবং পরজাতিয় রোমীয় শাসক /গর্ভনর।

শতপতি যীশুর মৃত্যু দেখেছে এবং সেই সময়ে যে যে কথা বলেছে তার মৃত্যুর সম্পর্কে, তা ঘোষণা করে যে যীশু আর বেচে নেই। "সত্যই এই ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। "যিহুদী নারী যীশুর মৃত্যু এবং তার কবর দেখেছে, মহাসভার একজন সম্মানিত সদস্য আরিমাথিয়ার যোষেফ যীশুর দেহ চাওয়ার মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে যীশু মারা গেছেন। শতপতিকে জিজ্ঞেস করার পূর্ব পর্যন্ত পিলাত যীশুর মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না। পিলাত যীশুর দেহ যোষেফকে দিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যীশু মারা গেছেন। শতপতি পিলাতের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে যীশু মারা গেছেন। যীশুর দেহ সেনাদের "পাহারা" দেওয়াকে উদ্ধৃত করে মার্কও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে যীশু মারা গেছেন। সুসমাচারের বার্তার জন্য ঈশ্বর পুত্রের মৃত্যু প্রয়োজন।

২৭১ লক্ষ্য করুন যে নারী যীশুর মৃত্যু ও কবর দেখেছে তার প্রতি মার্ক প্রাধান্য দিয়েছেন। ঈশ্বর পুত্র সম্পর্কে তিনি যে বর্ণনা করছেন তাতে তিনি স্পষ্ট ভাবে এই নারীকে তাৎপর্য্যপূর্ণ দেখেছেন। প্রাচীন সংস্কৃতি এ নারী কে যে ভাবে দেখেছে তার সম্পর্কে মার্কে বর্ণীত উদ্ধৃতি একেবারেই আলাদা। মার্কে এ কথা প্রকাশ করে যে, ঈশ্বরের রাজ্যে খ্রীষ্টে বিশ্বাসী সকলেই তাৎপর্য্যপূর্ণ ও স্বাগত। দেখুন গালাতীয় ৩:২৮-২৯ পদ।

মার্ক ১৬ অধ্যায়

১ বিশ্রামদিন অতীত হইলে পর মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের মাতা
মরিয়ম এবং শালোমী সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয় করিলেন, যেন গিয়া তাঁহাকে
মাখাইতে পারেন।[২৭২] ২ পরে সপ্তাহের প্রথম দিন তাঁহারা অতি প্রত্যুষে,
সূর্য উদিত হইলে, কবরের নিকটে আসিলেন। ৩ তাঁহারা পরস্পর
বলাবলি করিতেছিলেন, কবরের দ্বার হইতে কে আমাদের জন্য
পাথরখানি সরাইয়া দিবে? ৪ এমন সময় তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিয়া
দেখিলেন, পাথরখানি সরান গিয়াছে; কেননা তাহা অতি বৃহৎ ছিল। ৫
পরে তাঁহারা কবরের ভিতরে গিয়া দেখিলেন,[২৭৩] দক্ষিণ পার্শ্বে শুক্লবস্ত্র
পরিহিত এক জন যুবক বসিয়া আছেন; তাহাতে তাহারা অতিশয়
বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ৬ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, বিস্ময়াপন্ন হইও না,
তোমরা নাসরতীয় যীশুর অন্বেষণ করিতেছ,[২৭৪] যিনি ক্রুশে হত
হইয়াছেন; তিনি উঠিয়াছেন, এখানে নাই; দেখ, এই স্থানে তাঁহাকে রাখা
গিয়াছিল; ৭ কিন্তু তোমরা যাও, তাঁহার শিষ্যগণকে আর পিতরকে
বল,[২৭৫] তিনি তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইতেছেন; যেমন তিনি
তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন,

---

২৭২ যীশু বেচে আছেন এ বিশ্বাস নিয়ে মহিলারা কবরে যাচ্ছেন না। তখন তারা বোঝেননি যে যীশু পুনরুত্থিত হবেন। তারা তার শরীরের যত্ন নিতে চেয়েছিল তাদের বিশ্বাস ছিল যে তার দেহ এখনও কবরে আছে। পুনরুত্থান যীশুর সকল অনুসারীদের কাছে এক বিস্ময়।

২৭৩ যীশু কবর থেকে বের হয়ে আসবেন সে জন্য পাথর খানা সরান হয়নি বরং লোকেরা যেন কবরে প্রবেশ করে তার পুনরুত্থানের স্বাক্ষী হয় সে জন্য সরান হয়েছিল।

২৭৪ বিশেষত শতপতি যীশুকে "ঈশ্বরের পুত্র" বলার পরের ঘটনা বিস্ময়কর কেননা স্বর্গদূত যীশুর বিষয় বলতে গিয়ে খুবই জাগতিক একটি উপাধি "নাসরতীয়

যীশু" ব্যবহার করেছে। সত্যি বলতে এটি মার্ক সুসমাচারে যীশুর জন্য মার্কের ব্যবহৃত সর্বশেষ উপাধি। যীশুর জাগতিক এ নগরকে প্রাধান্য দিয়ে (নাসরতীয় যীশু) মনে হয় যেন স্বর্গদূত প্রাধান্য দিচ্ছেন যে, যীশু তার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরেও আসল একজন ব্যক্তি/মানুষ। আসল মানুষ হিসেবে তার আসল দেহ রয়েছে। তিনি কোন ধরনের ভূত বা আত্মা নন। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান যারা তার মধ্যে রয়েছে তাদেরও পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা। যেমন ফলদায়ক গাছ থেকে প্রথমে একটি ফল পারা হয় তেমনি খ্রীষ্টের শারিরীক পুনরুত্থান হল প্রথম ফল (দেখুন ১করিন্থীয় ১৫:২০ পদ) পুনরুত্থানের। প্রথম ফল "খ্রীষ্ট" হলেন প্রমাণ যে, অন্য সকল ফলও (যারা খ্রীষ্টে আছে) পুনরুত্থিত হবে। যারা খ্রীষ্টে আছে তারা পছন্দ করবে যে, পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের আসল দেহ আছে। (দেখুন ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়)।

২৭৫ পিতরের বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে, এই যুবক ঘোষণা করছেন যে, খ্রীষ্টকে অস্বীকারের পাপ পিতরের ক্ষমা হয়েছে। পালিয়ে যাওয়ার পাপ থেকেও প্রেরিতদের ক্ষমা করা হয়েছে।

সেখানে তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।[২৭৬] ৮ তখন তাঁহারা বাহির হইয়া কবর হইতে পলায়ন করিলেন, কারণ তাঁহারা কম্পান্বিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন; আর তাঁহারা কাহাকেও কিছু বলিলেন না; কেননা তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন।

৯ সপ্তাহের প্রথম দিবসে যীশু প্রত্যুষে উঠিলে প্রথমে সেই মগ্দলীনী মরিয়মকে দর্শন দিলেন, যাঁহা হইতে তিনি সাতটি ভূত ছাড়াইয়া ছিলেন। ১০ তিনিই গিয়া, যাঁহারা যীশুর সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ দিলেন, তখন তাঁহারা শোক ও রোদন করিতেছিলেন।

১১ যখন তাঁহারা শুনিলেন যে, তিনি জীবিত আছেন, ও তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন, তখন অবিশ্বাস করিলেন। ১২ তৎপরে তাঁহাদের দুই জন যখন পল্লীগ্রামে যাইতেছিলেন, তখন তিনি আর এক আকারে তাঁহাদের কাছে প্রকাশিত হইলেন। ১৩ তাঁহারা গিয়া অন্য সকলকে ইহা জানাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের কথাতেও তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না।

১৪ তৎপরে সেই এগার জন ভোজনে বসিলে তিনি তাঁহাদের কাছে
প্রকাশিত হইলেন, এবং তাঁহাদের অবিশ্বাস ও মনের কঠিনতা প্রযুক্ত
তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন; কেননা তিনি উঠিলে পর যাঁহারা
তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথায় তাঁহারা বিশ্বাস করেন নাই।
১৫ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত
সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর। ১৬ যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত
হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দন্ডাজ্ঞা করা
যাইবে। ১৭ আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী
হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায়
কথা কহিবে, তাহারা সর্প তুলিবে, ১৮ এবং প্রাণনাশক কিছু পান
করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা
পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।
১৯ তাঁহাদের সহিত কথা কহিবার পর প্রভু যীশু ঊর্ধ্বে, স্বর্গে গৃহীত
হইলেন, এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন। ২০ আর তাঁহারা প্রস্থান করিয়া
সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন; এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য করিয়া অনুবর্তী
চিহ্নসমূহ দ্বারা সেই বাক্য সপ্রমাণ করিলেন। আমেন্।

---

২৭৬ ঠিক একই ভাবে মার্ক পূর্ববর্তী অধ্যায়ের উপসংহার টেনেছেন তার পাঠকদের কাছে যীশু মরেছেন এটা প্রমানের জন্য স্বাক্ষী উপস্থাপন করে। মার্ক তার পাঠকদের কাছে যীশু জীবিত আছেন এটা প্রমাণ করতে স্বাক্ষীদের উপস্থাপন করে তার পুস্তকের উপসংহার টেনেছেন। মার্ক তার পাঠকদের কাছে তিন জন ভিন্ন ভিন্ন যীশুর পুনরুত্থানের স্বাক্ষী উপস্থাপন করেছেন। একদল মহিলাকে মার্ক তার প্রথম স্বাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। এটা হয়ত অবাক করার বিষয় যে মার্ক যীশুর পুনরুত্থানের প্রথম স্বাক্ষী হিসেবে মানুষদের মধ্যে মহিলাদেরকেই বেছে নিয়েছেন। প্রথম খ্রীষ্টাব্দে বিচারকদের মহিলাদের সাক্ষ্য বিশ্বস্য বলে বিবেচিত হতনা। মার্ক যদি এ ঘটনা ঘটাতেন তবে তিনি মনে হয় তার প্রথম স্বাক্ষী হিসেবে মহিলাদের বেছে নিতেন না। তিনি হয়ত উচ্চ মান সম্পন্ন পুরুষদেরকেই বেছে নিতেন (অবশ্যই পূর্ববর্তী মৎসধারী বা করগ্রাহী নয়) কেননা তারা হয়ত অধিক

"নির্ভরযোগ্য" স্বাক্ষী বলে বিবেচিত হত। কিন্তু তিনি মহিলাদেরকেই বেছে নিয়েছেন, কেননা ঘটনাটি সত্যি এমনই ঘটেছে (আবার মার্কের পাঠকেরা দেখছেন যে, ঈশ্বরের রাজ্য জগতের মত করে চলে না)। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রথম স্বাক্ষীর সম্মানে ভূষিত হয়েছেন সমস্ত মানুষের মধ্যে এই মহিলারা। কিন্তু মার্কের উপস্থাপিত তারাই একমাত্র স্বাক্ষী নন। তিনি শুণ্য কবরকেও উপস্থাপন করেছেন। কবরের এই শুণ্যতাই স্বাক্ষী দেয় যে যীশু জীবিত হয়েছেন। মার্কে চূড়ান্ত স্বাক্ষী হলেন কবরের মধ্যে "শুভ্র বস্ত্র পরিহীত এক যুবক"। তিনি কি ভাবে সেখানে প্রবেশ করলেন? তিনি কোথা থেকে এসেছেন? কি ভাবে তিনি যীশুর বিষয় সমস্ত কিছু জানে এবং তিনি কি করতে চলেছেন তাও জানে? স্পষ্টত এই "যুবক" একজন স্বর্গদূত যাকে জগতের লোকদের সাহায্য করার জন্য স্বর্গ থেকে পাঠান হয়েছে। যীশুকে জীবিত করার জন্য তাকে পাঠান হয়নি। তাকে যীশুর জীবিত হওয়ার স্বাক্ষী হিসেবে জগতে পাঠান হয়েছে। যীশুর পুনরুত্থানের স্বাক্ষীদের খুব অল্প নমুনা প্রদান করেছেন। যদিও সকলের বিশ্বাসের জন্য এই সাক্ষ্যই যথেষ্ট। ১ করিন্থীয় ৫:৫-৮ পদে পুনরুত্থানের অনান্য স্বাক্ষীদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেন পুনরুত্থান বিষয়ে কেউ কোন রকম সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ না পায়।

HANDS to the PLOW
MINISTRIES

handstotheplow.org